

# আৰ্মি অব দাজ্জাল

(সিক্রেট ফ্যামিলি, সোসাইটি, এজেন্ডা ও প্রজেক্ট)

## ২য় খণ্ড

সংকলন ও সম্পাদনা: রাহ্‌ মাহমুদ

# আৰ্মি অব দাজ্জাল

(সিক্রেট ফ্যামিলি, সোসাইটি, এজেন্ডা, প্রজেক্ট & অন্যান্য)

(২য় খণ্ড)

সংকলন ও সম্পাদনা: রুহ মাহমুদ

## সূচিপত্র:

### ভূমিকা:

### অধ্যায়-১: (সিক্রেট ফ্যামিলি, সোসাইটি ও এক্টিভিটিস)

৩৩ টি সিক্রেট সোসাইটির নাম:

১৩ টি পরিবারের হাতেই বিশ্বের সকল 'অসৎ' ক্ষমতা:

**Rothschild Family (রথ চাইল্ড পরিবার):**

ইহুদিদের রহস্যময় গুপ্ত সংগঠন ফ্রিমেসন:

ফ্রিমেসন কি এবং কেনইবা এর জন্ম?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফ্রিমেসন ছিলেন:

নারীরা যেভাবে ফ্রি-মেসনদের ক্রীড়ানকে পরিণত হচ্ছে:

ফ্রিমেসন লোগোতে স্কেল ও কম্পাস (অংকের বেড়াজাল):

বর্তমান আর্কিটেকচার ও মেসনিক সভ্যতার পিছনে জিনদের ভূমিকা:

গুপ্তসঙ্ঘ ইলুমিনাতির অজানা ইতিহাস:

**ইলুমিনাতি হতে সাবধান:**

ইলুমিনাতি দ্যা সিক্রেট সোসাইটি:

ইলুমিনাতি আপনার আমার পাশেই:

রহস্যময় বিল্ডারবার্গ সম্মেলনের নাম শুনেছেন??

সম্রাট অশোক ও ৯ রহস্য মানব (এলিয়েন / শয়তান) এবং তাদের গুপ্ত

জ্ঞানের সংরক্ষণ:

সিক্রেট সোসাইটি-‘মিথরাস’(সান গড / হোরাস / মৈত্রেয় / দাজ্জাল):

“দ্য সানস অব দ্য ম্যাজাই”:

ওলাদচক্র মেয়েদের কেন অপহরণ করা শুরু করলো?

কাল্ট লিডারদের মাইন্ড কন্ট্রোল প্রক্রিয়া (যেভাবে মানসিক দাসে পরিণত করে):

এসোটেরিক এজেন্ডা বাংলাদেশে -১:

এসোটেরিক এজেন্ডা বাংলাদেশেও -২:

ডিস্কোভারী চ্যানেলে স্পিরিচুয়ালিজম:

ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলে একযোগে কাজ করছে:

পদার্থবিজ্ঞানীগন আজ এক প্রাচীন ধর্মের দিকে আহবান করছেন:

এক চোখ এজেন্ডার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা:

বিনোদনের বিষয়গুলি যখন ব্রেইনওয়াশের হাতিয়ার:

বাংলাদেশে এন,জি,ও (NGO) অপতৎপরতা !

## অধ্যায়-২: (সিক্রেট এজেন্ডা, প্রজেক্ট ও টেকনোলজি)

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারঃ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা !

প্রজেক্ট ব্লু বিমঃ (হেলোগ্রাফিক প্রজেকশন)!

দাজ্জালের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি হার্প (HAARP):

কিছু অনাগত দাজ্জালীয় প্রযুক্তি:

দাজ্জালের জান্নাতে (ইউটোপিয়া) অমরত্ব লাভ (মানব ক্লোনিং ও

জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং):



ট্রান্সহিউম্যানিজম: দাজ্জালের জান্নাতে অমরত্ব লাভের মিথ্যা আশ্বাস!

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে শয়তান কি বলছে, পড়ুন।

শয়তান, মানুষকে দুটি উপায়ে অমরত্ব লাভের স্বপ্ন দেখাচ্ছে:

ডিপ ফেইক ভিডিওঃ যেখানে আপনার হারানোর অনেক কিছুই আছে!

অকাল্ট (জাদুশাস্ত্র ভিত্তিক / জীন নিয়ন্ত্রিত) প্রোগ্রামিং:

আজুমা\_হিকারি: দাজ্জাল প্রদত্ত কৃত্রিম সঙ্গী (wife)।

ওরাই সমস্যা সৃষ্টি করে আবার ওরাই ভ্রান্ত সমাধান নিয়ে আসে।

দাজ্জালের ডেমো জান্নাত আসগার্ডিয়া (Asgardia):

সউদী আরবের প্রযুক্তির শহর দ্যা লাইন : থাকবে কৃত্রিম মেঘমালা-চাঁদ,

উড়বে গাড়ি। (নামধারী মুসলিমদের জন্য দাজ্জালের জান্নাত)

ভূমধ্যসাগরে **Horus-Eye Eco House:**

ইন্টারনেটের ভয়ংকর এক জগত: মারিয়ানা'স ওয়েব!

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ: বিশ্বের গভীরতম স্থানের অজানা রহস্য।

সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যাওয়া রহস্যময় আটলান্টিস শহরের কাহিনী:

উপসংহার:

## ভূমিকা:

আলহামদুলিল্লাহ, আর্মি অফ দাজ্জাল (১ম খন্ড) আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে  
আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। যারা ১ম খন্ড পড়েননি। অনুগ্রহ করে,  
আগে সেটা পরে নিন।

**আর্মি অফ দাজ্জাল (১ম খন্ড)** Download link-

Google drive:

<https://drive.google.com/file/d/1eBdLwtXoXdX98BMt4V-Xq-YFESujjBH8/view?usp=sharing>

Mega / cloud drive:

<https://mega.nz/file/pxISWDCT#59XiMdPhS-egray3aKhh5-qO981q9T9rchKeSs-7a4>

১ম খন্ডে আমরা দাজ্জাল, জীন, শয়তান, এলিয়েন এবং জীন শয়তানের উপাসক বা  
পূজারীদের পরিচয় ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জেনেছি। আর এই খন্ডে সিক্রেট পরিবার,  
সিক্রেট সংস্থা, সিক্রেট উদ্দেশ্য ও সিক্রেট প্রকল্প সম্পর্কে জানবো ইনশাআল্লাহ।

এটাও বরাবরের মতো সংকলিত একটি কিতাব। লিখা গুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে  
ছিটিয়ে থাকায় অনেকেই একসাথে সব কিছু জানা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই এই  
উদ্যোগ। তবে এখানে আমার নিজেরও অনেক লিখা আছে। তারপরেও আমি  
কিতাবটিকে সংকলিত বলতেই বেশি পছন্দ করি। কারণ নিজের প্রচার চাইনা। শুধুই  
আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই। দোয়ার দরখাস্ত।

**-Rooh Maahmood-**

## অধ্যায়-১: (সিক্রেট ফ্যামিলি, সোসাইটি ও এক্টিভিটিস)



### ৩৩ টি সিক্রেট সোসাইটির নাম:

দাজ্জাল ও শয়তান এদের দ্বারাই সারা বিশ্বে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে রেখেছে।

এবং এরাই দাজ্জালের জন্য হাজার বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে।

- 1) Skull and Bones
- 2) Scroll and Key
- 3) Rosicrucians
- 4) Illuminati
- 5) Ku Klux Klan
- 6) Hermetic Order of the Golden Dawn
- 7) Seven Society

8) Bilderberg Group

9) United Order of the Golden Cross

10) The United Ancient Order of Druids

11) The Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm

12) Theta Nu Epsilon

13) Order of the Bull's Blood

14) Flat Hat Club

15) Eucleian Society

16) Order of the Turtle

17) Ancient Order of Hibernians

18) National Grange

19) Knights of Pythias

20) Ordo Templi Orientis

21) Knights of the Golden Eagle

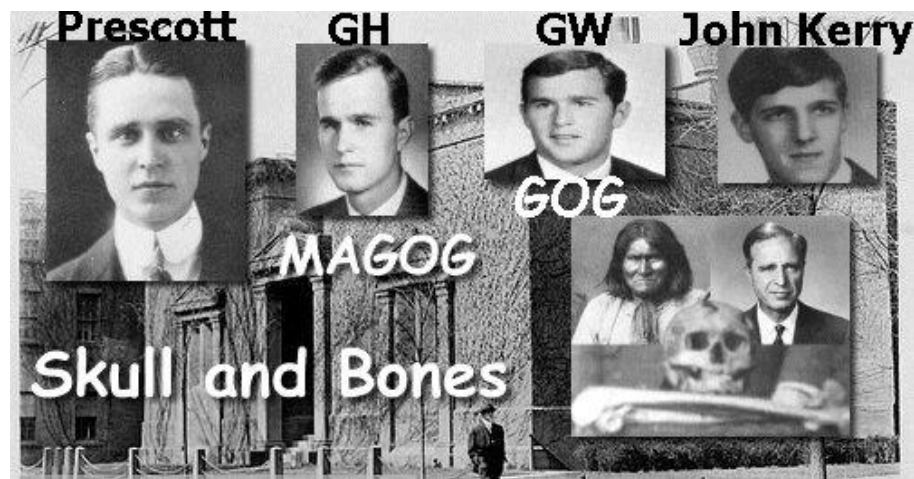
22) The Priory of Sion

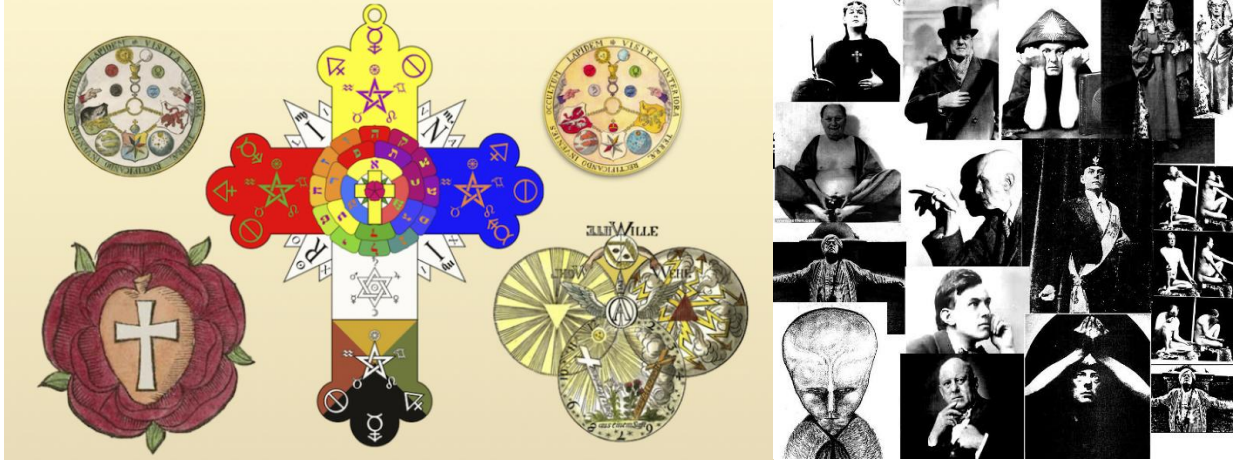
23) Thule Society

24) The Sons of Liberty

25) Woodmen

- 26) The Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine
- 27) The Loyal Order of Moose
- 28) Knights of Columbus
- 29) Freemasonry
- 30) P.E.O. Sisterhood
- 31) The Improved Order of Red Men
- 32) Foresters Society
- 33) Knights Templar





বিস্তারিত দেখতে চাইলে এই লিংকে ঢুকে দেখতে পারেন।

<https://www.ranker.com/list/famous-secret-societies-list/user-x>

## ১৩ টি পরিবারের হাতেই বিশ্বের সকল ‘অসৎ’ ক্ষমতা:

আজকাল পত্র-পত্রিকাতে প্রতিদিনই বিশ্বের নানা প্রান্তে যুদ্ধ, মারামারি আর ধ্বংসের ছবি দেখি আমরা। আর আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে বেশিরভাগ সময়ই কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল কিংবা গোষ্ঠী এসবের শিকার হয়। আমরা आमজনता এসব আরব বসন্ত, বিপ্লব, একনায়কতন্ত্র সবকিছুকেই নানা ঘটনার কারণে সৃষ্ট গোলযোগ বলে মনে করি।

কিন্তু এসবের পেছনে যে কিছু প্রভাবশালী পরিবারের হাত রয়েছে সেটা আমরা হয়তোবা কেউই জানিনা। পাশ্চাত্যে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও সেগুলো অন্তরালেই রয়ে গিয়েছে সবসময়।

এসব প্রভাবশালী পরিবারের লোকসংখ্যা সারাবিশ্বের জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র এক শতাংশ হলেও অর্থ-বিত্তের দিক দিয়ে বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ সম্পদের মালিকই কিন্তু এই প্রভাবশালী পরিবারগুলো। তাদের এই অর্থের যোগান আসে ‘সর্প হয়ে দংশন করি, ওঝা হয়ে ঝাড়ি’ উপায়ে। একটা দেশের সন্ত্রাসী বা বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে প্রথমে টাকা খাইয়ে দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় এবং পরে সরকার এবং বিদ্রোহী উভয় পক্ষকেই অস্ত্র বিক্রি করে টাকা কামাই করে আর ফাঁকতালে সেদেশের অর্থনীতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে নেয়।

কোনো দেশের সরকারপ্রধান যদি তাদের কথামতো না চলে কিংবা তাদের দেওয়া অন্যায় আবদার প্রত্যাখ্যান করে তবে এই শাসক পরিবারগুলো গুপ্তঘাতক দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনা। এসব কাজে কিন্তু তাদের কোনো তাড়াহুড়া নেই, আন্তে আন্তে সবকিছুকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসছে তারা।

জানামতে প্রায় তেরটি প্রাচীন এবং বিত্তশালী পরিবার এই কাজে জড়িত, সাথে তাদের কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান তো আছেই।

### কী তাদের পরিচয়?

এই পরিবার গুলো হল — রথসচাইল্ড পরিবার, ব্রুস পরিবার, কেনেডি পরিবার, দে মেদিচি পরিবার, হ্যানোভার পরিবার, ক্রুপ পরিবার, প্ল্যান্টাজেনেট পরিবার, রকফেলার পরিবার, রোমানভ পরিবার, সিঙ্কলেয়ার পরিবার, ডেল বাঞ্চে পরিবার, উইন্ডসর পরিবার। এদের মধ্যে রথসচাইল্ড পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং তারা প্রায় ৫০ ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক।

আপনি হয়তোবা বলবেন যে এসব নামধারী পরিবারের কথা তো আপনি তেমন শুনেছেননি, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে যে এই প্রাচীন পরিবারগুলোর শাখা-প্রশাখার



বংশধরেরা বিভিন্ন নামে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে। প্রাচীন সম্রাটরা যেমন নিজেদের ঈশ্বরের দূত বলে মনে করত এরাও নিজেদের তেমনই মনে করে, আর সাধারণ মানুষদের শাসন করা নিজেদের কর্তব্য বলে ভাবে।

লন্ডনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিসার্ভ, ইলুমিনেটি সংঘ কিংবা ভ্যাটিকান সিটি কোনোটাই এসব পরিবারের কেন্দ্রের বাইরে নয়। নিজেদের নিয়ম কানুন দ্বারা চলা এসব প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষমতা এমনকি খোদ এফবিআই, মোসাদ কিংবা CIA এর পর্যন্ত নেই।



### কিভাবে আমাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করছে?

শিক্ষা হচ্ছে যেকোনো সভ্যতার মেরুদণ্ড, একে ধ্বংস করতে পারলেই অর্ধেক কাজ শেষ। তাই একে নিয়েই প্রথম ধাপ শুরু করে এই শাসকরা। আজ যে আমরা মুখস্ত বিদ্যা কিংবা শুধু তোতাপাখির মত বুলি আউড়িয়ে শিক্ষা অর্জন করছি, নিজেদের সৃজনশীলতার কোনো পরিচয় না দিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে যাচ্ছি নম্বরের আশায় এসব কিন্তু একদিনে হয়নি। বরং ধীরে ধীরে পরিকল্পনা করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পড়ালেখা শেষ করেও রক্ষা নেই, নয়টা পাঁচটার অফিস আর টাকার গোলামী আমাদের জীবনকে করে দিচ্ছে নিষ্পেষিত। আমাদের নতুন কিছু শেখার কোনো

আগ্রহ নেই, নিজের মনকে সুস্থ রাখার কোনো ইচ্ছা নেই। একটা খুপরি ঘরে বসে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছি বেতনের চেক এবং পদোন্নতির জন্য। এমন মানুষদেরই তো সহজে ব্রেইন ওয়াশ করানো সম্ভব। তারা পরিকল্পনা করে আমাদেরকে এমন অর্থলোভী জীবন্ত রোবটে পরিণত করছে যারা মুখ বুজে তাদের কাজগুলো করে দেওয়ার মত বুদ্ধিমান কিন্তু এই কাজগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান না।



## তাহলে উপায় কি?

নিজের অর্থের প্রতি লোভকে কাটিয়ে তুলুন, নিজেকে সৎ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলুন। সন্তানদের সৃজনশীল এবং মননশীল হতে শিক্ষা দিন, অন্যের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে শেখান। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে মুখস্ত বিদ্যা নয় বরং বুঝে পড়াটাই হবে মূল লক্ষ্য। সমাজের সব মানুষ যেন নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ পায় তেমন পরিবেশ আমাদেরই সৃষ্টি করতে হবে।

এভাবেই আমরা ধীরে ধীরে রোবট থেকে মানুষে পরিণত হব এবং আমাদের এই পরিবর্তনই এই তথাকথিত শাসক পরিবারগুলোর নীলনকশাকে বাস্তবায়িত হতে দেবেনা, আর উপকৃত হবে আমাদের পুরো পৃথিবী।

## Rothschild Family (রথ চাইল্ড পরিবার):

পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান ইহুদী পরিবার এটি।

(পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদের মালিক তারা।)

(The Rothschild family has a net worth of \$700 trillion)

সারা বিশ্বে নিয়ন্ত্রণ করে একটি পরিবার - রথ চাইল্ড ফ্যামিলি। মেয়ার আমসেল রথ চাইল্ড নামের ইহুদী ও তার পাঁচ ছেলে মিলে এই পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন।

আমেরিকান ডলার থেকে শুরু করে ব্রিটিশ পাউন্ড-নোট ছাপানো, বিতরণ, বিলি সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ এই পরিবারের হাতেই রয়েছে। এই পরিবারই ১৭৬০ সালে বিশ্বের প্রথম আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। দুনিয়ার সকল ব্যাংক এই রথ চাইল্ড ব্যাংকের কাছে নির্ভরশীল। কারণ, পৃথিবীর রিজার্ভ স্বর্ণের বেশিরভাগ দখল তাদের হাতে। এই জন্য রথ চাইল্ড ব্যাংককে বলা হয় “ব্যাংক অফ দ্য ব্যাংকস, দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য গভর্নমেন্টস।”

শুরুতে এদের কাজ ছিল বিভিন্ন রাজকীয় পরিবারের সাথে ঋণ ব্যবসা গড়ে তোলা। তারা এতো বেশি প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ছিল যে, ষড়যন্ত্র করে দুই দেশের রাজার মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিত। এরপর দুই রাজাকেই উচ্চ সুদে ঋণ দিত যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য। যে দেশই জিততো না কেন, লাভের ভাগ রথচাইল্ডের হাতেই যেত। যেমনঃ নাথান রথচাইল্ড ১৮১১ সালে ফ্রান্সের নেপোলিয়নের সাথে ইংল্যান্ডের রাজার যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিল, যেটা বিখ্যাত ওয়াটার লু যুদ্ধ নামে পরিচিত। সেসময় যুদ্ধের কারণে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন জাহাজই চলাচল করতে পারতো না। কিন্তু দেখা যেত একটি জাহাজ ঠিকই ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড কিংবা ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে বাধাহীনভাবে যাচ্ছে। সেটাই ছিল এই রথ চাইল্ড পরিবারের ব্যবসায়িক জাহাজ।



আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক একটি ব্যাংক, যারা ডলার ছাপায়, আমেরিকানদের থেকে ট্যাক্স সংগ্রহ করে এবং সেই ট্যাক্সের টাকাই সরকারকে ধার দেয় দেশ চালানোর জন্য। আর এই ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক কিন্তু একটি বেসরকারি ব্যাংক। এটি কে চালায় জানেন? এই ইহুদী রথচাইল্ড পরিবার। এরা যদি একবার চায়, তাহলে ডলারের মানের পতন ঘটিয়ে পুরো আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে পারে। ঠিক অনুরূপ ব্রিটিশ পাউন্ডের ক্ষেত্রেও। এই কারণেই কোন ব্রিটিশ বা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ইহুদীদের ঘাটাতে সাহস পায় না।



এই পরিবারই ঠিক করে দেয় আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবো। ২য় বিশ্বযুদ্ধে হলোকাস্ট ঘটিয়ে ইহুদীদের জন্য ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পেছনেও রথ চাইল্ড পরিবারের বড় ভূমিকা আছে। আমেরিকাকে ব্যবহার করে অবৈধ ইজরাইল রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার পেছনেও এরা কলকাঠি নাড়ায়। কেউ জানেনা এই পরিবারের কী পরিমাণ সম্পত্তি অর্থ রয়েছে। সেই ১৭৬০ সাল থেকেই এই পরিবার কঠোর গোপনীয়তা আর বংশের নিয়ম কানুন মেনে আসছে। মেয়ার রথ চাইল্ডের মারা যাওয়ার আগে উইলে স্পষ্ট করে উল্লেখ করে গিয়েছিলেন যে, তাদের ব্যবসা

কোনোভাবেই পরিবারের বাইরে যাবে না ও পরিবারের বড় ছেলেই হবে ব্যবসার প্রধান। বংশের রক্তের বিশুদ্ধতার জন্য বাইরের কাউকে বিয়ে করা যাবে না, তাদের বিয়ে হবে শুধুমাত্র কাজিনদের মধ্যে। পরিবারের যারা ব্যবসার সাথে সরাসরি জড়িত থাকবেনা, তারাও ব্যবসার লাভের একটা ভাগ পেতে থাকবে।

আড়াইশ বছর ধরে তাদের পারিবারিক এই নিয়ম একইভাবে চলে আসছে। এদের টার্গেট হলো, বিশ্বের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে সকল ধর্মকে ধ্বংস করে ইজরাইলকেন্দ্রিক একমাত্র বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করবে সেই প্রাচীন “কিংডম অব হেভেন”। অনেকে এটাকে conspiracy theory বলে, আবার অনেকে এটা সত্য বলেও মেনে নেয়। তবে রথ চাইল্ড পরিবার যে অনেক প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান একটি পরিবার, সেটা গুগলে Rothschild family সার্চ করলেই দেখতে পাবেন। ফ্রেঞ্চ রেভুলেশন, ওয়াটার লু যুদ্ধ, ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ তৈরি- সব কিছুর পেছনেই এই পরিবারের হাত রয়েছে।

## ইহুদিদের রহস্যময় গুপ্ত সংগঠন ফ্রিমেসন:

পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি সিক্রেট সোসাইটি বা গুপ্ত সংগঠন রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো- ফ্রি-মেসন। ফ্রি-মেসন মূলত ইহুদিদের তৈরি গুপ্ত সংগঠন। ইহুদিদের ক্লাব মনে হলেও আসলে এটি একটি গুপ্ত সংগঠন যার নেপথ্যে আছে আন্তর্জাতিক ইহুদি চক্র! কিন্তু তথ্য জগৎ তন্নতন্ন করে খুঁজে ও তাদের সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা পাওয়া যাবে না বিশেষ করে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে। এমন গোপনীয় তাদের তৎপরতা। বলা হয়ে থাকে এটা অনেকটা

**Friendship & Fraternity Organisation** যারা শুদ্ধাচার চর্চা করে এবং মানুষ কে উচ্চতর মানবিক মর্যাদায় উন্নীত করাই এদের কাজ। এর আড়ালে আসলে প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি সেটা জানা খুবই কঠিন। এটার মূল চালিকা শক্তি কিন্তু আন্তর্জাতিক ইহুদি সংঘ। কিন্তু কি কারণে খৃষ্ট জগতের অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ এর সংস্পর্শে এসেছিলেন সেটা বুঝা বড় কঠিন।

এদের প্রতিষ্ঠা কাল বলা হয়ে থাকে ১৪২৫ সালে বৃটেনো কিন্তু মুসলিম ও খৃষ্টান পণ্ডিতদের ধারণা অন্তত এক হাজার বছর আগে হারানো রাষ্ট্র ইজরায়েল পুনরুদ্ধারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ইহুদি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে এদের জন্ম।

ষোড়শ শতকের শেষ এবং সতেরশ শতকের শুরুর দিকে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা ইহুদী ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হলেও তারা প্রচলিত কোনো ধর্মীয় আদর্শে বিশ্বাসী নন। বরং তাদের মধ্যে প্যাগান রিচুয়ালই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তারা সারাবিশ্বে প্রাচীন পৌত্তলিক বিভিন্ন আচারকে ‘সংস্কৃতি’র নাম দিয়ে প্রচার করে একত্ববাদের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধঘোষণা করেছে।





ফ্রিম্যাসনরি একটি গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘ। ফ্রিম্যাসনদের দাবী অনুসারে বর্তমানেও এই সংঘ তথা সমাজের মিলিয়ন মিলিয়ন সদস্য রয়েছে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে বিরাজমান আছেন। তবে তাত্ত্বিকদের অনেকের মতেই প্রকৃত ফ্রিম্যাসনরির স্থায়িত্বকাল ছিল **রাজা সলোমনের মন্দির** নির্মাণের সময়কাল থেকে মধ্যযুগে ১৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত।

*সুলায়মান (আ:) যখন টেম্পল নির্মাণ করতে চাইলেন। তিনি হাইরাম আবিফ নামে এক মিস্ত্রিকে এই দায়িত্ব দিলেন। হাইরাম আবিফ ছিল মেধাবী কারিগর। প্রধান স্থপতি (master mason)। এবং তার নেতৃত্বে মিস্ত্রিদের যে সংঘটনটি গড়ে উঠে সেটার নামই পরবর্তীতে ফ্রিমেসন নামে রূপ লাভ করে।*



সে হিসেবে কারও কারও মতে এটার জন্ম জেরুজালেমের ইহুদি বাদশাহ সোলেমান (A:) বা Solomon এর টেম্পলো। তাদের সংগঠনের সিম্বল স্টার অব ডেভিড থেকেই তাদের ইহুদি কানেকশন বুঝতে কি কোন অসুবিধা হয়? প্রাচীন মিশরে ইউক্লিড ও পীথাগোরাস ও ম্যাসন সদস্য ছিল বলে জানা যায়।

ইংল্যান্ডে এদের কার্যক্রম যদিও বলা হয় ১৭১৭ সালে গ্রান্ড লজ অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয়েছে, তবে অনেক গবেষক এর ধারণা স্টুয়ার্ট রাজবংশের শেষ রাজা প্রথম চার্লস এর মৃত্যু এবং পরবর্তীতে পার্লামেন্টের নেতৃত্বে ওলিভার



ক্রমওয়েল এর ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ইংল্যান্ডে ইহুদি তথা ফ্রীমেসনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। ওলিভার ক্রমওয়েল কে মনে করা হয় প্রথম ব্রিটিশ ফ্রীম্যাসন। তিনি গোপনে এর সদস্য পদ গ্রহণ করে ছিলেন বলে মনে করা হয়। ১৭১৭ সালে ইংল্যান্ডের প্রথম গ্রান্ড লজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বড়ো বড়ো শহরে লজ বা সংঘ গঠন করে এরা কাজ করে। আমেরিকার ছোট বড় সব শহরে এখন এদের অসংখ্য লজ আছে। এগুলো কে ম্যাসন লজ বলে। এক লজের সদস্যরা অন্য লজ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। শুধু সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা জানে কোথায় কোন লজ কাজ করে। আবার এদের হেড কোয়ার্টার কোথায় তাও নিদৃষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। এত সুক্ষ্ম গোপনীয়তার সাথে তারা কাজ করে। তাদের সদস্য পদের তিনটি স্তর আছে। শুরু হয় এপ্রেন্টিস হিসেবে তারপর ফেলো এবং চূড়ান্ত ধাপ মাস্টার ম্যাসন। প্রত্যেক ধাপের সদস্যদের জন্য থাকে স্বতন্ত্র গোপনীয় কোড। এবং গোপন করমর্দন রীতি। করমর্দনের ধরন থেকেই তারা বুঝতে পারে কে কোন পদবীর সদস্য।

একটা সময় ছিল যখন ইংল্যান্ডের মানুষ ইহুদিদের সুদখোর ও নীচু মানসিকতার নিকৃষ্ট জাতি হিসেবে গন্য করতো। তার প্রতিফলন দেখা যায় সেক্সপিয়ার এর নাটক মার্চেন্ট অব ভেনিস এর সাইলক চরিত্রে। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে তাদের অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যায়। ধনে মানে ইহুদিরা ইংল্যান্ডে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। উনবিংশ শতকে এসে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময় ইহুদি রাজনীতিক বেঞ্জামিন ডিজেরেলি প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যায়। এতে করে ইহুদিরা ব্রিটেনে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠে।

রথচাইল্ড পরিবার সহ ইহুদি ব্যবসায়ীদের হাতে ব্রিটেনের অর্থনীতি জিম্মি হয়ে যায়। বলা যায় সুদ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেট ওয়ার্ক তাদের হাত ধরেই গড়ে

উঠে এবং সুদের উপর উপর ভিত্তি করে ইহুদি ব্যবসায়ীরা ফুলেফেঁপে উঠে।  
 আমেরিকার ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের সাড়াজাগানো বই  
**Secrets of zionism** এ ইহুদিদের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে অনেক তথ্য  
 আছে। যা রীতিমতো লোমহর্ষক। পুরো অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক ইউরোপ ও  
 আমেরিকায় এদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সময়কাল এই সময় তারা রাশিয়া,  
 জার্মানী, পোল্যান্ড সহ সারা ইউরোপের অর্থনীতি তাদের কজায় নিয়ে আসতে  
 সক্ষম হয়। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে লন্ডনের গ্রান্ড লজের মাধ্যমে বৃটেনে সহ  
 ইউরোপে এদের কার্যক্রম নুতন ভাবে শুরু হয়। বিশেষ করে আমেরিকায় ইহুদিদের  
 ব্যাপক সংখ্যায় অভিবাসন গ্রহণের পর সেখানে তাদের তৎপরতা ব্যাপক ভাবে  
 প্রসারিত হয়। ওখানে পেন্সিলভেনিয়ায় তাদের প্রথম গ্রান্ড লজ চালু হয়। আমেরিকার  
 স্বাধীনতা যুদ্ধে ইহুদি ব্যবসায়ী গুটি বিশেষ করে রথচাইল্ড পরিবার ব্যাপক আর্থিক  
 সহায়তা প্রদান করে। আন্তর্জাতিক ইহুদি চক্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে  
 আমেরিকার এই নুতন রিপাবলিক একসময় ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিশ্বের  
 রাজনৈতিক সামরিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করবে।

অতএব শুরু থেকে আন্তর্জাতিক ইহুদি গোষ্ঠী বৃটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা  
 যুদ্ধে বিপুল অর্থ লগ্নি করে। বেনজামিন ফ্রানকলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস  
 জেফার্সন সহ আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষরকারি এগার জন নেতা  
 ফ্রিম্যাসনের সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়। বেঞ্জামিন ফ্রানকলিন, যিনি একাধারে  
 একজন বিজ্ঞানী, দার্শনিক পলিটিকাল স্টেটইটসম্যান। তাঁকে মনে কারা হয় বর্তমান  
 পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফ্রীম্যাসন।

শুধু কি তাই? বৃটিশ রাজপরিবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এর সাথে যুক্ত ছিলেন।  
 এমনকি বর্তমান রাণী এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবারাও ম্যাসন সদস্য বলে

জানাযায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সহ অনেক রাজনীতিবিদ ছিলেন ব্রী ম্যাসনের সদস্য। প্রতিযশা অনেক ব্যক্তি যেমন মোজার্ট, মার্কটোয়েন, সহ অনেক বিজ্ঞানী দার্শনিক রাষ্ট্রনায়ক আবিষ্কারক, প্রকৌশলী, চিকিৎসা বিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ এর সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন। বর্তমান ও অতীত সময়ের ৪৩ জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে জর্জওয়াশিংটন সহ অন্তত ১৪ জন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ম্যাসন কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আসলে শুরুতে এদের স্বরূপ কেউ উপলব্ধি করতে পারেনা। তাদের কে মনে করা হত মুক্তবুদ্ধি ও উদার দর্শন ও সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র হিসেবে। তাদের গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে বা এজেন্ডা সম্পর্কে শুধু সর্বোচ্চ পর্যায়ের কিছু সদস্য জানতে পারে যাদের বলা হয় ৩৩ ডিগ্রি member। কিন্তু ইউরোপের অর্থোডক্স চার্চ তাদের চিনতে পেরেছিলেন ঠিকই।

কিন্তু রাজনীতির সাথে জড়িত মানুষ গুলো এই চক্রের খপ্পরে পরে যায়। এদের কারণে আজকের আমেরিকার রাজনীতি ও অর্থনীতি পুরোপুরি ভাবে ইহুদি চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে যেমন করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে এসে পুরো জার্মান অর্থনীতি তাদের খপ্পরে চলে গিয়েছিল এবং নাস্তানাবুদ হচ্ছিল যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন হিটলার।

হিটলার এর হাতে আশি হাজার থেকে দুলাখ ম্যাসন সদস্য প্রানহারায় বলে ইহুদিরা দাবি করে। রাশিয়ার অবস্থাও ছিল একই। যার কারণে জার নিকোলাসের সময় ইহুদিদের রাশিয়া থেকে বহিস্কার করা হয়। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেপথ্যে ও ছিল আন্তর্জাতিক এই ইহুদি চক্র। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম নেতা ইহুদি ট্রটস্কি ছিলেন তাদের খুঁটি। বলশেভিক শব্দ টাই নাকি আসলে হিব্রু শব্দ। নেতৃত্বের কোন্ডলের কারণে ট্রটস্কি রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হলে ইহুদিদের দুর্দিন শুরু হয়।

তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালে ব্যাপক হারে পেলেষ্টাইন ও আমেরিকায় হিজরত করে।

### বাংলাদেশে ম্যাসন কার্যক্রমঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কোন প্রকাশ্য ম্যাসন কার্যক্রম নেই, কোন লজও নেই। যা আছে তা অত্যন্ত গোপনীয় কিছু বনেদি ক্লাব ভিত্তিক। যেমন চট্টগ্রাম ক্লাবের একজন সাবেক সভাপতি বলেছিলেন তাদের ক্লাবে ম্যাসন লজ নামে একটা এক্সক্লুসিভ গ্রুপ আছে। চট্টগ্রামের বহুজাতিক কোম্পানি গুলোর স্থানীয় প্রধান কর্মকর্তা ও চট্টগ্রামের গুটিকয়েক এলিট এর সদস্য। তারা সপ্তাহে একবার মিলিত হয়। খায় দায় আমোদ ফুটি করে এতটুকুই তিনি জানেন। আমি এদের আন্তর্জাতিক ইহুদি কানেকশন এর কথা বললে ভদ্রলোক বিব্রত বোধ করতে থাকলে আমি আর কথা বাড়াই নি। এরকম প্রায় প্রত্যেকটি বনেদি ক্লাবের মধ্যে এধরনের গোপন লজ আছে বলে মনে করা হয়।



তবে ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন লজ টি ছিল পুরানা পল্টন মোড়ে। ১৯১৯ সালে পুরানা পল্টনের মোড়ে প্রতিষ্ঠিত দুতলা দালানে এই লজটি ইহুদি ক্লাব নামে পরিচিত ছিল। যেটা এখন ভুমি মন্ত্রনালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অফিস। এর আগে রমনা এলাকার তহসিল অফিস ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়ার দিকে ঢাকায় শ দু'এক ইহুদি পরিবার ছিল বলে জানাযায়। তারা এই ক্লাবে সন্ধ্যায় মিলিত হতেন। স্থানীয় মানুষ এটার আশেপাশে ঘেঁষতে শাহস করতো না। ১৯৬৫ সালের পাক-

ভারত যুদ্ধ ও ১৯৬৭ আরব ইসরায়েল যুদ্ধের পরে রহস্যজনক ভাবে ঢাকার ইহুদিরা ভারতে চলে যেতে শুরু করে। সেখান থেকে তারা ইউরোপ আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ক্লাবটি একসময় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮০ সালে বাদবাকি ইহুদিরা ঢাকা ত্যাগ করে কোলকাতা চলে যাবার সময় ক্লাবের ভবন টি তারা সরকারের কাছে হস্তান্তর করে যায়।

ঢাকায় একসময় ইহুদিদের হোটেল রিজ নামক একটি বনেদি হোটেল ছিল বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে। এখানেই তখন সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠান গুলো হতা পঞ্চাশের দশকে সেটার মালিকানা পরিবর্তন হয়ে **Rex Restaurant** নাম ধারণ করে বিখ্যাত হয়েছিল এবং বহুবছর টিকে ছিল। ঢাকা টেলিভিশন এর প্রথম অনুষ্ঠান ঘোষক ও সংবাদ পাঠক ছিলেন ম্যাসন সদস্য ইহুদি মর্ডিকোহেন। তাঁর সহকারী ছিলেন মাসুমা খাতুন যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভয়েস অব আমেরিকায় যোগ দেন। কোহেন এর আগে রাজশাহী বেতারে সংবাদ পাঠক ছিলেন। তিনি সাগিনা মাহাতো এবং নবাব সিরাজুদ্দৌলা ছবিতে অভিনয় ও করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ফিলিপ হাটগ ও ছিলেন একজন ইহুদি এবং ম্যাসন সদস্য। চল্লিশের দশকে আরও একজন ইহুদি ঢাবি শিক্ষক ফ্রীম্যাসনের সদস্য ছিলেন। এর আগে তিনি রবিঠাকুরের শান্তি নিকেতনে শিক্ষক ছিলেন।

আসলে ফ্রীম্যাসনের কার্যকলাপ এত গোপনীয় ও নিখুঁত আপনি নিজে বুঝতেই পারবেন না আপনি কখন এদের জালে আটকে গেছেন। ষাটের দশকে কোন একটা কাগজে পড়েছিলাম পাকিস্তানের অনেক বড় বড় সামরিক বা সামরিক আমলারা নিজের অজান্তে কখন এদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন তাঁরা নিজেরাও জানতে পারেন নি। ওদের সঙ্গ ছেড়ে বের হলে ও বিপদ আছে। মৃত্যুর ভয় আছে। অথবা আপনার জীবনের এমন কোন গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে যে আপনার মানসম্মান

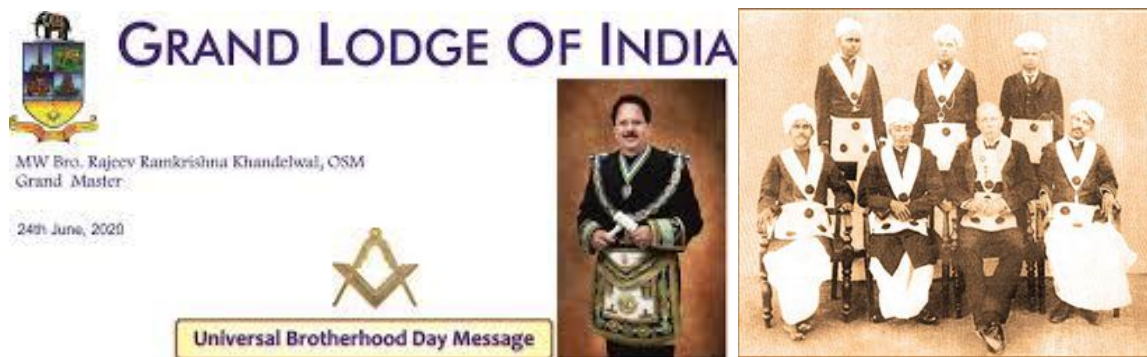
নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবো অতএব সবাই চুপসে যায়। তাহলে বুঝুন কত ভয়ংকর এদের তৎপরতা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বা সিনেট নির্বাচন ঘনিয়ে আসলে দেখা যায় কোন না কোন প্রার্থীর নামে গোপন কোন স্ক্যান্ডাল ফাঁস হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে। এসবই হচ্ছে ইহুদিদের কাজ। তারা যাকে টার্গেট করে তার সর্বনাশ করেই ছাড়ে। তাই আমেরিকার সকল পর্যায়ের নির্বাচনে প্রার্থীরা ইহুদি লবীর ভয়ে তটস্থ থাকে। ওরা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির গোপন তথ্য খুব গুরুত্ব সহকারে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করে। আর এসব করে তাদের বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে, যার অন্যতম হচ্ছে ফ্রীম্যাসন।

এদের সম্পর্কে জানা খুব কঠিন। কারন তথ্যের অভাব। সারা পৃথিবী তন্নতন্ন করে খুঁজে ও পাবেন না কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য। এজন্য ওদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানা কঠিন। যাকিছু এদের সম্পর্কে বলা হয় সব আন্দাজ অনুমান ভিত্তিক। এজন্য ইহুদিরা এসব তথ্য কে **Antisemitic /Anti Masonic Propaganda** বলে উড়িয়ে দেয়। তবে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এদের সম্পর্কে অবগত আছেন বলে জানা যায়। প্রোটেষ্টান্ট খৃষ্টান ও চার্চের সাথে তাদের সম্পর্ক ভাল বলে মনে হয়। ইংল্যান্ডে প্রোটেষ্টান্ট চার্চের প্রসার এর সাথে সাথে ইহুদিদের প্রভাব ও বহু গুণ বেড়ে যায়। ইংল্যান্ডের সাথে সাথে তাদের কলোনি যুক্তরাষ্ট্রে ও এদের প্রভাব বেড়ে যায়। তবে ফরাসী বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে তাদের উপর কড়া নজরদারী ছিল। কারন ফরাসী বিপ্লবের পেছনে ইহুদিদের নেপথ্য ইন্ধন ছিল বলে ধারণা প্রচলিত আছে। ক্যাথলিক চার্চের ধারণা তারা নৈরাজ্যবাদ ও নাস্তিকতা চর্চা করে এসব ব্যাপক আকারে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে একসময় সমগ্র পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এদের মূল লক্ষ্য। মুসলিম পণ্ডিতরাও এমন ধারণাই পোষণ করেন। এদের পবিত্র গ্রন্থে

এককম প্রতিশ্রুতি নাকি ইশ্বর তাদের দিয়েছে যে একসময় সমগ্র পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ তাদের কজায় চলে আসবে। তারাই পৃথিবীতে ইশ্বরের মনোনীত এবং শ্রেষ্ঠ জাতি গোষ্ঠী। বর্তমান বিশ্বে ইহুদিদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা কি সেই ধরনের কোন ইঙ্গিত বহন করে?

১৯৭২ সালে জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানে এদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে দেয়া। ইরাকে সাদাম হোসেনও ওদের নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমনকি ম্যাসন কার্যক্রমে কেউ যুক্ত হলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতেন। সাদাম তাঁর পরিনতি কি ভোগ করেন নি? গাদ্দাফি, মুরসী সবার পরিনতির কারণও আন্তর্জাতিক ইহুদি চক্র। ইরানে এখন মেসনের প্রবেশ একরকম অসম্ভব। শুরু থেকে আন্তর্জাতিক ইহুদি চক্র ইরানের ইসলামী বিপ্লব ধ্বংসের তৎপরতায় লিপ্ত। পঞ্চাশ দশক থেকে পৃথিবীর প্রথম ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান ছিল ইহুদিদের প্রথম হিট লিষ্টে। তবে এখন ইরান এক নম্বরে পরে তুরস্ক পাকিস্তান ও কাতার। তবে অনেক মুসলিম রাষ্ট্র খবরও রাখেনা এই ভয়ংকর সংগঠন সম্পর্কে। মনে হয় বাংলাদেশের সরকারের কেউ এদের নাম জানে কিনা সন্দেহ আছে!

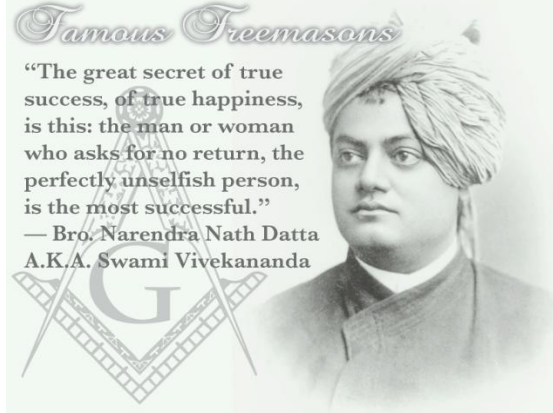
### ভারতে ফ্রীম্যাসন-



তবে ভারতে এখন ওদের রমরমা অবস্থা। ভারতে এদের কার্যক্রম শুরু হয় বৃটিশ শাসনের শুরুর পর ১৮৮৪ সালে কোলকাতা গ্রান্ডলজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর



প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইহুদি ডেন ব্রাউন ও অশ্বিনী সেঙ্গী নামক এক হিন্দু। পরে বম্বে সহ আরো অনেক শহরে লজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন শহরে এখন ৩৮০ টি লজ সক্রিয় আছে যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে দিল্লির গ্রান্ডলজ।



## Masonic lodge named after Swami Vivekananda consecrated

■ Grand Master Capt. Dr. B. Biswakumar consecrates new lodge after Vivekananda  
■ Salim Chirathawala, Dr. Rajesh Gossai installed as Worshipful Master and Secretary respectively of the new lodge



Salim Chirathawala and Dr. Rajesh Gossai were installed as Worshipful Master and Secretary respectively of the new Lodge, Raju Khadivali, Regional Grand Lodge of Western India, was prominently present at the consecrating and installation ceremony.

After consecrating the new Lodge Vivekananda No. 367, Grand Master Capt. Dr. Biswakumar unveiled a rare photograph of Swami Vivekananda. (Contd. on page 2)

■ By Shrihar Haricar  
This first Masonic Lodge in entire North, East, West and Central India to be named after Swami Vivekananda - Lodge Vivekananda No. 367 - was consecrated and constituted by Grand Master of Grand Lodge of India Capt. Dr. Biswakumar, GCM, at Freemasons Hall in the city on Friday.

Swami Vivekananda in Masonic outfit - This rare photograph of Swami Vivekananda was unveiled at Freemasons Hall at the majestic Masonic Lodge building, Civil Lines, on Friday evening by Grand Master Capt. Dr. Biswakumar.

স্বামী বিবেকানন্দ নাকি প্রথম ভারতীয় ফ্রীম্যাসন। ১৮৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী ২১ বছর বয়সী নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একযুবক ম্যাসন সদস্য পদ গ্রহণ করে এবং পরবর্তী তিন মাসে অবিশ্বাস্য ভাবে তাঁকে গ্রান্ড ম্যাসন পদে অভিষিক্ত করা হয়। পরবর্তী নয় বছরে সেই যুবক স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ব ব্যাপী ভারতীয় দর্শনের একজন অবিসংবাদিত পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকা সফর ও সেখানে তাঁর বক্তৃতামালার সকল আয়োজন নাকি ফ্রীম্যাসনই করেছিলেন। ভারতের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ম্যাসন সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও ফখরুদ্দীন আলী আহমেদ এর নাম আছে। ভারতে বর্তমানে এদের সদস্য সংখ্যা নাকি প্রায় ত্রিশ হাজার। আমেরিকার পরে পৃথিবির আর কোথায়ও ম্যাসনের এত সদস্য আর নেই মনে হয়।

সারা পৃথিবীতে এখন ষাট লক্ষ বা ছয় মিলিয়ন সদস্য আছে বলে তাদের দাবি। মুসলিম বিশ্বে ম্যাসনের প্রকাশ্য কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। এর কারণ ইহুদি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে মুসলমানদের অতি সতর্কতা ও স্পর্শকাতরতা। একমাত্র তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক ও তার বিপ্লবী পরিষদের ১১ সদস্য ছাড়া আর কোন মুসলিম ফ্রীম্যাসনের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ নেই। বৃটিশ ও ইহুদি চক্রের সাথে

যোগসাজশের মাধ্যমে কামাল তুরস্কের ওসমানী খেলাফত ধ্বংস করে সেকুলার তুরস্ক গঠন করে এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম অবৈধ ইসরায়েল রাষ্ট্র কে স্বীকৃতি দেন।



ম্যাসনের সদস্য পদ গ্রহণ ও সহজ নয়। কোন একজন পুরাতন সদস্য কারও নাম প্রস্তাব করলে অনেক যাচাই বাছাই করে সদস্য পদ দেওয়া হয়। একেক দেশের জন্য সদস্য হবার যোগ্যতা বা ক্রাইটেরিয়া একেক রকম। কোন কোন দেশে নির্দিষ্ট ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে সদস্য পদ সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সদস্য পদ ত্যাগ বা তথ্য ফাঁস করার মত কাজের জন্য বড় মূল্য বা খেসারত দিতে হতে পারে।

১৮২৬ সালে ডেভিড মরগ্যান নামক একজন আমেরিকান খৃষ্টান অতি কৌশলে একেবারে ম্যাসনের গুপ্ত চক্রে ঢুকে পরে তাদের অনেক গোপন রহস্য জেনে যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এসব তথ্য নিয়ে সে বই লিখে বাজারে ছাড়বো এটা জানতে পেরে ম্যাসন খুব বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। এরপর তাঁকে অপহরণ করে গুম করে ফেলো। তাঁর আর কোন হদিস পাওয়া যায় নি। এই ঘটনায় ম্যাসন তাদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করলেও আমেরিকায় তাদের কার্যক্রম ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। ইংল্যান্ডেও এখন তাদের কর্মকাণ্ড সন্দেহের চোখে দেখা হয়। জুডিশিয়ারি ও পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ প্রাপ্তদের ম্যাশন কানেকশন থাকলে তা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য বদলাতে এবং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার সৃষ্টির পেছনে গোপন তৎপরতার সাথে ফ্রীম্যাসন জড়িত বলে অনেকের ধারণা। প্রায় হাজার বছর এর বেশি সময় ধরে তারা এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অর্থোডক্স মুসলিম পণ্ডিত গন এমনকি খৃষ্টান অর্থোডক্স চার্চও মনে করে ম্যাসনের গোপন এজেন্ডা হলো তাদের প্রতিশ্রুত মসিহা বা ত্রানকর্তার আবির্ভাব এর পথ পরিষ্কার করা এবং এর মধ্যেদিয়ে পুরো বিশ্বের উপর ইহুদি তথা ইজরায়েলীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই তাদের মিশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

## ফ্রিমেসন কি এবং কেনইবা এর জন্ম?

পৃথিবীতে অনেক জাতি ধর্মের বাস, হিন্দু, মুসলিম, বুদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদি, সিক, জৈন আরও অনেকে। আর সবাই যার যার ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত, পরকালের চিন্তায় কেউ চলছে ধর্মের নিয়মে কেউ বা বিজ্ঞান এর কাল জয়ী (?) উদ্ভাবনায়।

তবে ধর্মের গ্রন্থ বা বানী ও প্রতিটা ধর্ম গ্রন্থের বর্ণিত কথা একেবারে এড়িয়ে যেতে কেউ পারবে না, হোক সে নাস্তিক। ধর্মগ্রন্থের প্রভাব একবার হলে প্রভাবিত হবে। তেমনি পৃথিবীতে যুগে যুগে চলে আসছে সকল ধর্মের রীতি নিতি ও আচার অনুষ্ঠান, সব ধর্মালম্বিদের আছে পবিত্র ধর্ম স্থানা। আরও এক ধর্মের মানুষ বসবাস করে আমাদের মাঝে যারা কিনা সয়তান এর উপসনা করে হ্যাঁ সয়তান।



সয়তান বা অপদেবতা এদের উল্লেখ সব ধর্মে আছে যারা কিনা মানুষকে খারাপ পথে প্রলুব্ধ করে, আপনি ভাবছেন সয়তান এর উপসনা??!! এ আবার কেউ করে নাকি??!! হ্যাঁ সয়তান এর উপসনার গ্রন্থ কোডেক্স জিগাস যা কিনা সয়তান নিজে লিখেছিল এমনটাও উল্লেখ আছে। প্রথম স্যাটানিক চার্চ তৈরি হয় অ্যামেরিকার সানফ্রানসিসকোতে ৩০শে এপ্রিল ১৯৬৬ সালে এটির নাম ছিল দ্যা ব্ল্যাক হাউস এবং এর প্রতিষ্ঠা করেন এ্যালান সজান্দর লাভিয়ের, এবং তিনি ছিলেন এটির প্রধান ধর্ম যাজক। লাভিয়ের মৃত্যু বরন করেন ১৯৯৭ সালে।

তার পরে দীর্ঘ ৩ বছর খালি পড়ে থাকে প্রধান যাজক এর আসনটি ২০০১ সালে আবার নিযুক্ত করা হয় প্রধান যাজকের পদটি এবার প্রধান যাজক নিয়োজিত হয় \*পিটার এইচ গিলমোর\*।

গিলমোর নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি স্থান পরিবর্তন করে সদর দপ্তর হেলস কিচেন, ম্যানহাটন, নিউ ইয়র্ক সিটিতে স্থানান্তরিত করেন। একটা অদ্ভুত বেপার এখানে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে তা হল এই যে। স্যাটানিক চার্চ হিসেবে ব্ল্যাক হাউস কে গণ্য করা হত না। এবার একটু বিস্তারিত জানি চলুন, এল্যাল লাভিয়েরের মৃত্যুর পরে কেন ৩ বছর কোন যাজক নিয়োগ হয় নি এর পিছনের কারণ ছিল এই স্যাটানিক চার্চ, ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিসকোতে কারলা লাভি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন, যা

ল্যাভেয়ানের শয়তান-বাদের জন্য নিবেদিত এই সংগঠন তৈরি করেছিল প্রথম চার্চ স্যাটানিক চার্চ ৩১শে অক্টোবর ১৯৯৯ সালে (এখনো অবস্থিত) তার পরেই নিয়োগ করা হয় স্যাটানিক প্রধান প্রিস্ট বা যাজক পিটার গিলমোরকে। শয়তানী বই কোডেক্স জিগাস, তবে এই বই এর কোন কপি নেই বা সাধারণ মানুষ কখনো এটিকে পড়তেও পারবে না এবং এটি শুধু শয়তানী বই বাইবেল নয়।

এ্যালান লাভায়ের প্রথম রচনা করেছিলেন স্যাটানিক বাইবেল। পিটার গিলমোর যাজক হওয়ার পর ৬০০ টি ক্লাব এগিয়ে আসে ধর্ম প্রচার ও গির্জার বিবৃত মিশন “শয়তান-বাদ এবং আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান গবেষণার প্রসারণ এর জন্য। ভাগ হয় ধর্মের গোত্র এবং তৈরি হয় নতুন অংশ ইলুমিনাতি, কমিটি অফ ৩০০, রোসিক্রুসিয়ানিজম, অরডো টেম্পল ওরিয়েন্টিস এবং ফ্রিমেসনারি এছাড়াও আরও আছে।

সকল গোত্রের প্রধান হল এই ফ্রিমেসনারি যা কিনা বর্তমান বিশ্বের সর্ব ক্ষমতাস্বত্ব ব্যক্তি এর সদস্য বা প্রতিনিধি। শুনতে অবাক লাগে তাই না? হ্যাঁ বিষয়টা আরও অবাক করার মত এবং আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এগুলো সাজানো, তবে আপনি এটা নিয়ে গুগল, উইকি করতে পারেন।

পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি দেশ বর্তমান ফ্রিমেসনারি মেম্বার, এবং আপনি অবাক হবেন এটা জেনে যে গণতান্ত্রিক সকল রাষ্ট্র ফ্রিমেসনারির অংশ।

ফ্রিমেসন সংগঠনের লক্ষ হল সকল ক্ষমতার একত্রিত জোট গঠন ও এক নায়কত্ব। হ্যাঁ তবে ক্ষমতাবান ও অঢেল বিত্তশালীরা জয়েন করার অধিকার বহন করে এই কমিউনিটিতে। ফ্রিমেসন এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তবে সিক্রেট কমিউনিটি।



ফ্রিমেসন কমিউনিটির বিজনেস, ওয়েব, এপার্টমেন্ট, চ্যানেল সব কিছু মানুষের সামনে। তবে এর পেছনে যে ফ্রিমেসন তার কোন প্রকাশ্যতা নেই, পৃথিবী জুরে সকল দেশে ফ্রিমেসন চালিত ক্লাব আছে।



একজন ফ্রিমেসন মেম্বর হতে চাইলে অনেকগুলো ধাপ আপনাকে পার করতে হবে এবং যেকোনো সাধারণ মানুষ চাইলেই এর সদস্য হতে পারে না। ফ্রিমেসন এর মেম্বর হতে চাইলে দরকার হবে অন্য ফ্রিমেসনের ইনভাইটেশন, এখানেই শেষ নয় ইনভাইটেশন ছাড়াও জয়েন করতে পারেন তাদের অফিশিয়াল ওয়েব থেকে।

এখানে কিছু কন্ডিশন থাকে যেগুলো হল এমন, আপনার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা যাবে না, আপনার এডুকেটেড হতে হবে, আপনার আস্তিক হতে হবে, আরও কিছু এগুলো করলে শুধু হওয়া যাবে নিউবাই মেম্বর এট ব্রাদারহুডা কেউ যদি ফ্রিমেসনারিতে যোগ দিতে চায় তাহলে এনএসডব্লিউ এবং অ্যাক্টের

ইউনাইটেড গ্র্যান্ড লজের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, যা অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অবস্থিত এবং এটি ফ্রিমেশনরির গভর্নিং বডি।

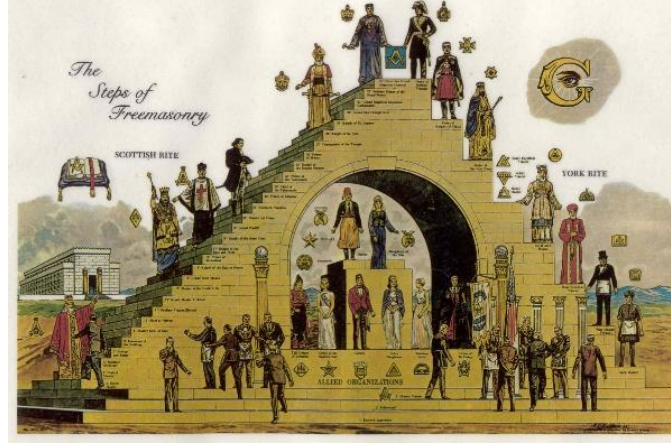
আপনি যদি যোগদান করতে আগ্রহী হন তাহলে আপনাকে সদস্যপদ কো-অর্ডিনেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং আপনাকে ফ্রাইমেশন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে জানানো হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে — সদস্যপদ সহায়তার প্রকল্প (এমএএস) হিসাবে পরিচিত — এভাবে আপনি যোগ দিতে পারেন লজ সদস্যদের সাথে। এবং দেখা করার আগে ইউনাইটেড গ্র্যান্ড লজের প্রতিনিধিদের সাথে একটি প্রাথমিক সাক্ষাৎকারে যোগ করতে বলা হবে। একবার এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গেলে আপনাকে একটি সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে হবে এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে। এটি একটি আদর্শ পদ্ধতি এবং কোনও সম্ভাব্য সদস্যকে লজের সদস্যদের সাথে দেখা করার সুযোগ দেয় এবং ফ্রিম্যাসনরি সম্পর্কে তার কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে।

যেহেতু আপনি এবং লজ সাক্ষাৎকারের সাথে সন্তুষ্ট, তবে ফ্রিম্যাসনরিতে আপনার ভর্তির জন্য একটি তারিখের ব্যবস্থা করা হবে। আপনাকে কোন এক ক্লাবে ডাকা হবে এবং এখানে প্রবেশ এর পর আপনার জন্য অপেক্ষা করবে রমরমা কিছু কাজ যেমন রোজ একটা খারাপ কাজ করা, নির্দিষ্ট দিনে পশু হত্যা করা, পশু বা মানব রক্ত পান করা, কারো ক্ষতি করা এবং আরও অনেক।

কি ভাবছেন এও হয় নাকি?!? হ্যাঁ এগুলো সব হয়, এর জন্য বিনিময় পাচ্ছেন আপনি তা হল বিদেশি ডোনেশন, ভালো জব, বিলাসী জীবন যাপন। একটি ফ্রাইমাসন তার লজ এবং এনএসডব্লিউ এবং গ্র্যান্ড লজ এন্ড গ্র্যান্ড লজ বার্ষিক সদস্যপদ রক্ষা করতে হলে ফি প্রদান করতে হবে। বেশিরভাগ লজে একটি যোগদান ফি চার্জ করা হয়। সদস্যগণের গড় বার্ষিক খরচ লজের মধ্যে পরিবর্তিত



হয় তবে যোগদানের পূর্বে সম্ভাব্য সদস্যদের কাছে ফিগুর্লি ব্যাখ্যা করা হয়। এবং শেখানো হবে ফ্রিমেসনদের আইন বা নিয়ম কানুন বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশেও মেসনারি সদস্য কম নয় এমনকি কয়েকটি মেসনারি ক্লাব ও গড়ে উঠেছে এমনকি এর সাথে জড়িত রয়েছে কিছু মিডিয়া।



ওয়ার্ল্ডওয়াইড এওয়ার্ড বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতা এটি সম্পূর্ণ ফ্রি মেসনারিরা আয়োজন করে থাকে। এদের লক্ষ সুদূর বিস্তৃত যা আমরা বুঝতে পারি এসকল আয়োজন দেখে।

### আসুন জানি ফ্রিমেসনদের কয়েকটি আইন।

★১★ তারা একে অপরকে কখনো সত্যের সাক্ষ্য দেবে না।

একজন মেসন যখন মেয়ন ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন সত্যি কথা বললে অন্যদের কাছে এটি মিথ্যা এবং নিজেদের একজনকে বাঁচানো অনেক বড় পাপা শুধু মিথ্যের সাক্ষী মেসনদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

★২★ তাদের একটি গোপন হ্যান্ডশেইক আছে।

যদিও কিছু সদস্য জনসাধারণের কাছে এটি অস্বীকার করে, ফ্রিমেশনে কিছু একটি গোপন কি-ওয়ার্ড আছে। ধারণা করা হয়, এমন একটি শব্দও রয়েছে যেখানে

ফ্রিমেন্সন গুরুতর বিপদ মোকাবেলা করতে পারে — অন্যান্য সদস্যদের তাদের সাহায্যের জন্য ডাকতে এই কোড-ওয়ার্ড তারা ব্যবহার করে। মোর্মনবাদের প্রতিষ্ঠাতা, জোসেফ স্মিথ, তার মৃত্যুর আগে শেষ মুহূর্তে এরকম কিছু শব্দ উচ্চারণ করেছেন।

### ★৩★ কিছু গোপন পাসওয়ার্ড।

মেন্সন সদস্যদের কিছু গোপন পাসওয়ার্ড আছে যেগুলো তারা ব্যবহার করে তাদের ভিতর গত কোন অনুষ্ঠানে এবং মানুষ হত্যা করতেও তাদের পারমিশন কোড ব্যবহার করতে হয়।

সাধারণত কোন অনুষ্ঠান পরিচালনায় এবং এতে জয়েন করার জন্য **to-bala-kaina** এরকম একটি গোপন ওয়ার্ড তারা ব্যবহার করে।

### ★৪★ সূর্যের পূজা বা উপসনা।

ফ্রিমেন্সন পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, এবং শক্তির পূজারি তাই তাদের সূর্য পূজার একটি ফেস্টিভাল আছে। কোথায় এবং কখন এই উৎসব তারা করে তা শুধু একজন ফ্রিমেন্সন মেম্বারই জানবে এটি সম্পূর্ণ গোপন ফেস্টিভাল।

### ★৫★ ধর্মে বিশ্বাসী ও নাস্তিকতার প্রতিবাদ।

একজন নাস্তিক কখনো ফ্রিমেন্সন হতে পারবে না। কারণ ফ্রিমেন্সনরা ধর্মে (satanic) বিশ্বাস করে এবং একেশ্বরবাদে (Satanism) ।

### ★৬★ তারা বিভিন্ন দেশে রাজনীতি ও অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

ইংল্যান্ডে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ব্যাংকিং, রাজনীতি এবং সরকার অসামঞ্জস্য ভাবে জড়িত ফ্রিমেসনের সাথে | এমনকি হাসপাতাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ফ্রিমেসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

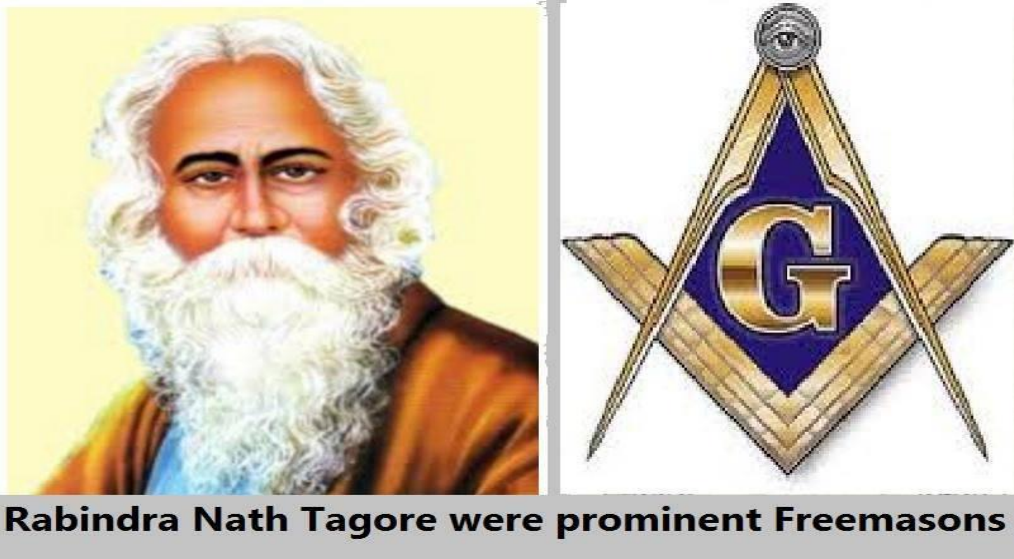
কোন মেয়ে বা মহিলা কখনো ফ্রিমেসন হতে পারবে না।

আশ্চর্য হল আমরা নিজেরাও জানিনা আমরা প্রতি পদে পদে ফ্রিমেসন কে সাহায্য করে চলছি। ফ্রিমেসন এর প্রধান উদ্দেশ্য সয়তানকে সাহায্যদান ঈশ্বরকে হারাতে | হ্যাঁ প্রতিধর্মে এমন একটি বিস্ট বা দানবের কথা বলা আছে যে কিনা পৃথিবী ধ্বংস আগে অবতীর্ণ হবে এবং এই বিস্টের থাকবে একটি মাত্র চোখ। এবং এই এক চোখের সাইনকে বলা হয় ইলুমিনাতি সাইন, এই সাইন আমরা অ্যামেরিকার ডলারেও দেখি। তবে এই সকল কিছু মূলে কি চলছে আমরা জানিনা এবং এরা আদৌ কতদূর বিস্তৃত তাও শুধু অনুমানযোগ্য। সর্বোপরি এসব নিয়ে কারো উৎসাহ জাগতে পারে এবং মেসনারিতে উৎসাহিত করা আমাদের লক্ষ্য নয় যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে সবাইকে জানানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। দয়া করে কেউ এসবে প্রভাবিত হবেন না।

### রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফ্রিমেসন ছিলেন:

ইলুমিনাতি, ফ্রিমেসন হল গুপ্ত সংগঠন যারা পর্দার আড়ালে থেকে কলাকাঠি নাড়ে। বর্তমানে এরা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছে। যারা আসলে দাজ্জালের আগমনের অপেক্ষা করছে। দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই

ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসন সম্পর্কে অজ্ঞ! বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ১১১ বছর পুরোনো। যখন বাংলাদেশ নামক কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় কবি। রবীন্দ্রনাথের লেখা গান একইসাথে ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তার সংস্কৃতি শেখা মানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শেখা। আর বাংলাদেশীদের যদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শেখানো হয় তবে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বাংলাদেশ ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা সম্ভব হবে।



রবীন্দ্রনাথ ছিলো খুব সুপরিচিত ফ্রি-মেসন সদস্য। আর ফ্রি মেসন যে ইহুদীদের অন্যতম গুপ্ত সংগঠন তা অনেকেই জানে। তার মানে রবীন্দ্রিক সংস্কৃতি শেখানো মানে ফ্রি-মেসনদেরই চরকায় তেল দেওয়া। ইহুদীরা সব সময় প্যাগান বা মূর্তিপূজক ধর্ম প্রমোট করে মুসলমানদের চ্যুত করে। সে হিসেবে বাংলাদেশের হিন্দুদের ধর্মকে প্রমোট করে ইহুদীরা। শুধু তাই নয়, হিন্দু ধর্মের মধ্যে যতগুলো

শাখা প্রশাখা রয়েছে, তার মধ্যে ইসকন খুবই অ্যাকটিভ। ইসকন হলো

“ইনটারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণা কনশাসনেস” এর সংক্ষিপ্তরূপ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয় ১৮২৮ সালে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন। ব্রাহ্ম ধর্ম নামে একটি বই লিখেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ বইটি কোলকাতা এসে দয়ানন্দ পড়েছিলেন। ১৮৮৩ সালে দয়ানন্দ মারা গেলে পাঞ্জাবে আর্যসমাজ বেড়ে ওঠে। সুতরাং এদের বলা হয় ক্রিপ্টো জিউ (crypto-Jew) অর্থাৎ ইহুদী থেকে উত্তর পুরুষ, যারা ইহুদীদের কিছু ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করে, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা ভিন্ন ধর্মের ছদ্মবেশে থাকে।

ইহুদীরা সেই নেবুচাদনেজারের সময়কাল থেকে ইরাকে বন্দি হয়ে আসলে পরবর্তীতে পারস্য, আফগানিস্তান হয়ে ভারতে বসতি স্থাপন করে। এছাড়াও ইসলামের আবির্ভাব, এবং পরবর্তীকালে খ্রিস্টানদের প্রবল আক্রমণের কারণে ইহুদীরা ভবঘুরের মতো পৃথিবীর নানান প্রান্তে বসত গড়ে। ব্রিটিশ কলোনির সময়েও ইহুদীরা ভারতে আসে। ১৮ শতকে শেষ দিকে দয়ানন্দ স্বরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ইহুদীদের প্ররোচনায় ইহুদী ফ্রিমেসনের হিন্দু সংস্করণ “আর্যসমাজ” গঠন করে। সংস্কৃত ভাষায় আর্য সমাজ (Arya Samaj) বা “Noble Society”। ১৮৭৫ সালের ৭ এপ্রিল সন্যাসী দয়ানন্দ স্বরস্বতী (মূল শংকর) আর্যসমাজ গঠন করেন। পাঞ্জাব কেন্দ্রিক এ ভাবধারা গঠিত হয়।

এরা নিরামিষী ছিলেন না বরং মাংশাষী ছিলেন। এরা সম্পদ, ক্ষমতা, শিক্ষা, আধিপত্য এবং সামরিক শক্তির উপর প্রভাব রাখতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে ঘটা করে দিওয়ালি (দ্বিপাবলী) উদযাপনের রীতি রয়েছে, যা ইহুদীদের হানুক্কা'র (hanukkah) সাথে মিল রয়েছে। আর্যসমাজে একমাত্র গণেশের মূর্তি রাখার সুযোগ রয়েছে। তাই খেয়াল করে দেখবেন, মিডিয়াতে গণেশের মূর্তির প্রমোট বেশি করে। সালমান খান পর্যন্ত বলে যে, প্রতিটি ঘরে গণেশের মূর্তি রাখা উচিত। গণেশ হলো হিন্দুদের হাতি দেবতা, যাকে সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিক্ষা আর বস্তুতান্ত্রিক পার্থিব জ্ঞানের প্রতীক মনে করা হয়।

খেয়াল করে দেখবেন, ভারতের মিডিয়া শাসন করছে পাঞ্জাবী আর্যসমাজ। এছাড়া সঙ্গীত, ব্যাঙ্ক, সংস্কৃতি, সামরিক বাহিনী, বলিউড, রাজনীতিতে এদের প্রভাব সুস্পষ্ট। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ফ্রিমেসনিক কাব্বালাহ ইহুদীদের এই শাখার অন্যতম অনুসারী বিজেপির অটল বিহারী বাজপেয়ী। গুজরাটের মূখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ তো ঘোষণাই দিয়েছে- 'ভারতের প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে গণেশের মূর্তি স্থাপন করা হবে।' (সূত্র:<http://goo.gl/STAUjq>)

স্বামী বিবেকানন্দ কেবল নন, সে সময়ে মহাত্মা গান্ধী, যিদ্দু কৃষ্ণমূর্তি, রাধাকৃষ্ণা, রাজ টাটা; স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের মধ্যে রাম প্রসাদ বিসমিল, ভগত সিং, শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা, ভাই পরমানন্দ এবং লালা লাজপাট রায়, শ্রী অরবিন্দ এবং সুবাস চন্দ্র বোস পর্যন্ত ফ্রিমেসন ছিলেন। ঠিক একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ফ্রিমেসন

ছিলেন। বর্তমানের ভোডাফোনের অরুন সারিন, টাটা এন্টারপ্রাইজের রতন টাটা সবাই ফ্রিমেসন।

মুসলমানদের মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত হওয়া কেয়ামতের লক্ষ্যণ হিসেবে মুসলিম শরীফের "ফিতনা অধ্যায়ে" সুস্পষ্ট হাদিসে ভবিষ্যতবাণী রয়েছে রাসূলের সা।। সংস্কৃতির নাম দিয়ে মুসলমানরা পহেলা বৈশাখে গিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেয়, রবীন্দ্র সংগীত গায়, হোলি খেলে, "ধর্ম যার যার উৎসব সবার" স্লোগান দেয়। শেষ কথা- আল্লামা ইকবাল বলেছেন-

"চালচলনে খ্রিস্টান তুমি  
হিন্দু তুমি সভ্যতায়  
এইতো সেই মুসলিম যাকে  
ইহুদী দেখেও লজ্জা পায়।"

তথ্যসূত্রঃ

Denslow, William R.; Truman, Harry S. (2004). 10,000 Famous Freemasons from A to J. Kessinger Publishing LLC. ISBN 1-4179-7579-2. Retrieved 23 January 2012.





8 Rabindranath, in England, c. 1879

\*ছবিতে যুবক রবিন্দ্রনাথ ফ্রিমেনের সিক্রেট সাইন অবস্থায়।

### নারীরা যেভাবে ফ্রি-মেনদের ক্রীড়ানকে পরিণত হচ্ছে:

ড্যান ব্রাউনের লেখা বই আর মুভি দেখে সিক্রেট সোসাইটি সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি হয়। আর এতে করে একে একে আমার সামনে বেড়িয়ে পড়তে শুরু করে অনেক বিস্ময়কর তথ্য এবং তাদের অবাক করা সব কীর্তিকলাপ। প্রথমে ভেবেছিলাম, এটা নিছক অনুমানভিত্তিক ধারণা, কিন্তু পরবর্তীতে আমার সেই ভুল ভাঙ্গে এই উপমহাদেশে তাদের সদস্যদের সম্পর্কে জানতে পেরে। সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করব।

ভারতবর্ষে কখন ফ্রি-মেনদের আগমন ঘটে? ভারতবর্ষে প্রথম আগমন ঘটে ব্রিটিশদের মাধ্যমে। এবং ভারতের মধ্যে প্রথম কোলকাতাতেই তাদের ‘লজ’

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৩০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির অফিসারদের প্রথম মিটিং সংঘটিত হয় কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামো তখন লজের সংখ্যা ছিল ৭২। ভারতবর্ষে পরিচিত স্বনামধন্য কয়েকজন ফ্রি-মেসনদের মধ্যে ছিলেন-

(১) স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি ব্রাদার নরেন্দ্র নাথ দত্তের আড্ডারে ১৮৮৪ সালে ফ্রি-মেসনদের সদস্য হন। কোলকাতার ‘লজ অ্যাক্সর অ্যান্ড হোপ’।

(২) পন্ডিত মতিলাল নেহেরু, তিনি হলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পিতা এবং ইন্দিরা গান্ধীর দাদা। কানপুরের ‘লজ হারমোনি’।

(৩) সি. রাজাগোপালচারি, তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে ভারতের জেনারেল গভর্নর।

(৪) ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ, ভারতের প্রেসিডেন্ট।

(৫) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮), ছিলেন ভারতীয় চিত্রশিল্পী এবং কার্টুনশিল্পী। তার ভাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন শিল্পী। জন্মেছিলেন বিখ্যাত জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারে। তিনি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাতিজা, গীরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুতি। এবং চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের বড়-আব্বা বা গ্রেট-গ্র্যান্ড ফাদার।

(৬) স্যার সুলতান মোহাম্মদ শাহ (আগা খা)

(৭) মনসুর আলী খান, পাতুয়াদির নবাব, এককালের বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটার, নায়ক সাইফ আলী খানের বাবা এবং শর্মিলা ঠাকুরের স্বামী।

(৮) স্যার সৈয়দ আহমদ খান

(৯) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

আরো অনেকে

## ফ্রি-মেসনদের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নারী।



তারা নারীদের বিভিন্নভাবে তাদের মতাদর্শের স্বার্থে ব্যবহার করছে। নীচে কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করা হলো।

- (১) ‘নারী অধিকার আন্দোলন’ নামে বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম দিচ্ছে। বিভিন্ন সমাজসেবা সংস্থার ব্যানারে তারা এসকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- (২) ‘নারী নেতৃত্বের’ স্লোগানের ব্যপক প্রচার প্রসার করছে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে
- (৩) ‘সুন্দরী প্রতিযোগীতা’র আয়োজনের মাধ্যমে নারীর রূপ-সৌন্দর্য-দেহকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে
- (৪) কর্পোরেট লেভেলে নারীদের ব্যবহার করে ব্যবসায়িক ফায়দা লোটা হচ্ছে
- (৫) খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের পর্দা-আব্রুকে নষ্ট করছে
- (৬) “প্রত্যেক ধর্ম নারীকে অসম্মান করেছে”, এমন একটা কথাকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীকে ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা করছে। নাস্তিক্যবাদি সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য।
- (৭) “পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরায়”, এরকম কথা প্রচার করে তারা পুরুষদের বিপরীত পক্ষ হিসেবে দাড়া করাচ্ছে নারীকে।
- (৮) এন.জি.ও’র মাধ্যমে ‘সমঅধিকার’, ‘আর্থিক সহযোগীতা’ এবং ‘নারী কর্মসংস্থান’ সৃষ্টি করে ঘর থেকে নারীকে বের করে পুরুষদের সাথে কর্মসংস্থানে ‘প্রতিযোগী’ হিসেবে দাড়া করাচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলোতে এভাবে দারিদ্রতার সুযোগ

নিচ্ছে। অথচ তারা দারিদ্রতার দুষ্ট চক্র থেকে তাদের বের করার চেষ্টা করছে না।

(৯) ‘সহশিক্ষা কার্যক্রম’-এর মাধ্যমে নারী-পুরুষকে একত্রে আসার সুযোগ করে দিয়ে ‘প্রেম’ এবং তার পরবর্তীতে ‘ব্যাভিচার’-এর ক্ষেত্র তৈরি করছে। নারীকে পুরুষের সামনে ছেড়ে দিয়ে তার মান-ইজ্জতের রক্ষার কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না।

(১০) পতিতাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা না করে বরং বিশ্বব্যাপী পতিতাবৃত্তিকে নারীর ‘অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এই দুষ্ট চক্রে নারীকে আজীবনের জন্য এই নারকীয় কর্মযজ্ঞের দিকে ধাবিত করছে।

(১১) নারী অপহরণ, স্মাগলিং, ট্রাফিকিং-এর সাথে ফ্রে-মেসনেরা সরাসরি সম্পৃক্ত।

(১২) নারীদের ‘ক্ষুদ্র ঋণ’-এর আওতায় এনে ‘সুদি কারবারে’র পথ বন্ধ না করে বরং সচল রেখে ‘নারীদের আত্মোন্নয়ন বা আত্মনির্ভরশীলতা’র নামে হয়ত সংসারে কিছু অর্থ আয়ের পথ খুলে দিচ্ছে, কিন্তু দারিদ্রতা থেকে চিরমুক্তি মিলছে না। বরং তারা সঠিক সময়ে ঋণের টাকা না দিতে পেরে সর্বস্ব হারাচ্ছে।

(১৩) নারী-পুরুষের সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগী করে তাদের কী লাভ? তারা এটা করে শ্রমের পারিশ্রমিক স্বল্প করছে। যেটাকে আমরা ‘সস্তা শ্রম’ বলতে পারি।

পুরুষদের কর্মসংস্থান থেকে তাদের নারী কর্মসংস্থানের প্রতি নজর বেশি। কেন?

কারণ- নারীকে পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতনে কাজ করানো যায়।

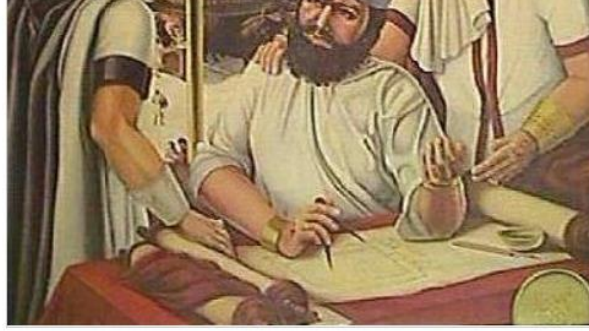
অতএব, আশা করি আমাদের নারীদের এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ আমাদের বোঝার তাওফিক দিন।

## ফ্রিমেসন লোগোতে স্কেল ও কম্পাস (অংকের বেড়াজাল):

প্রাচীন ফ্রিমেসনরাই (রাজমিস্ত্রি) আজকের আর্কিটেকচার (জ্যামিতি / গণিতবিদ) ।

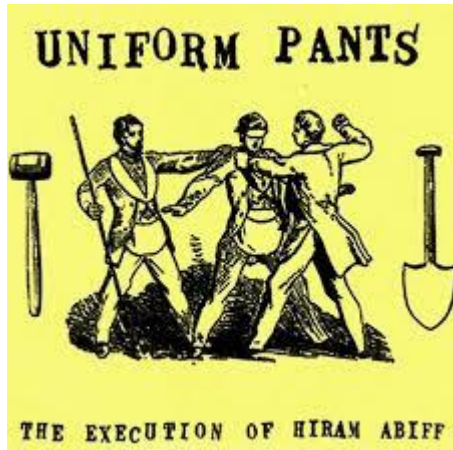
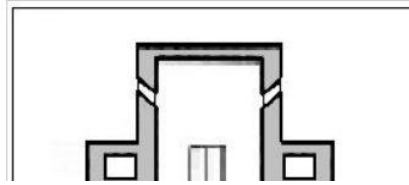
সুলায়মান (আ:) যখন টেম্পল নির্মাণ করতে চাইলেন। তিনি হাইরাম আবিফ নামে এক মিস্ত্রিকে এই দায়িত্ব দিলেন। হাইরাম আবিফ ছিল মেধাবী কারিগর। প্রধান স্থপতি master mason . এবং তার নেতৃত্বে মিস্ত্রিদের যে সংঘঠনটি গড়ে উঠে সেটার নামই পরবর্তীতে ফ্রিমেসন নামে রূপ লাভ করে।

**প্রদত্ত ফ্রিনশট গুলো দেখুন**



টেম্পল অভ সলোমন-এর নকশা নিয়ে কিং সলোমন এবং হাইরাম আবিফ আলোচনা করছেন। উপবিষ্ট হাইরাম আবিফ এর হাতে কম্পাসটি লক্ষণীয়। কেননা, পরবর্তীকালে ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠীর প্রতীক হয়ে ওঠে কম্পাস।

হাইরাম আবিফ জেরুজালেম এলেন। রাজা সলোমন তাঁর কাছে টেম্পল অভ সলোমন - এর ঐশী নকশাটি হস্তান্তর করলেন। হাইরাম আবিফ কাজ শুরু করলেন। নিম্নায়মান টেম্পল অভ সলোমন ঘিরে পাথর-কাটার মিস্ত্রিদের সংঘ বা *Masonic Guild* গড়ে উঠেছিল। প্রতিভাবান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন হাইরাম আবিফ অনিবার্যভাবেই হয়ে উঠলেন তাদের গুরু বা *Master Mason*। তিনি প্রতিদিন তাঁর শিষ্যদের মূল দৈব নকশা (যেটি কিং সলোমন ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন) থেকে অল্প অল্প করে নির্দেশ দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিলেন উপাসনালয়টি। কথা ছিল- নির্মাণকাজ শেষ হলে হাইরাম আবিফ স্থাপত্যের নিগূঢ় জ্ঞান তাঁর শিষ্যদের জানিয়ে দেবেন-যে গৃহ্যজ্ঞানের অধিকারী হলে অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব (... এ প্রসঙ্গে বর্তমান কালের *architect* দের কথা ভাবা যেতে পারে, যেন তারা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী; বিশেষ করে তাদের বিস্ময়কর স্থাপত্যকর্ম, আর্থিক প্রতিপত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা স্থপতিদের এক অতিপ্রাকৃত স্তরেই নিয়ে গিয়েছে)। সে যাই হোক। সংঘের কয়েকজন শিষ্য ধৈর্য হারায়। তারা স্বর্গীয় পরিকল্পনা জানার জন্য হাইরাম আবিফ কে হত্যা করতে উদ্যত হয়।





বাইবেল অনুযায়ী টেম্পল অভ সলোমন-এর অভ্যন্তরীণ নকশা। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকে এই স্থাপত্য জ্ঞান আয়ত্বে এসেছিল। তৎকালীন সময়ে স্থাপত্যবিদ্যাকে গৃহ্য এবং নিগূঢ় জ্ঞান মনে করা হত। যার কেন্দ্রে থাকতেন একজন প্রধান স্থপতি। বর্তমান কালের ভাষায় প্রধান স্থপতিকে architect না বলে বলা হত Master Mason। পরে আমরা দেখব যে আধুনিক ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠীতে তিনটি ডিগ্রি রয়েছে। যেমন, (১) Entered Apprentice – দীক্ষার প্রাথমিক স্তর। (২) Fellow Craft – এটি মধ্যবর্তীকালীন ডিগ্রি, এসময় নানা ধরনের শিক্ষালাভ হয় (৩) Master Mason – এই ডিগ্রি না-হলে গোষ্ঠীর অন্যান্য গোপন কৃত্যে অংশ নেওয়া যায় না। Master Mason হওয়াই একজন প্রাথমিক ফ্রিম্যাসনারি সদস্যের মূল লক্ষ্য।

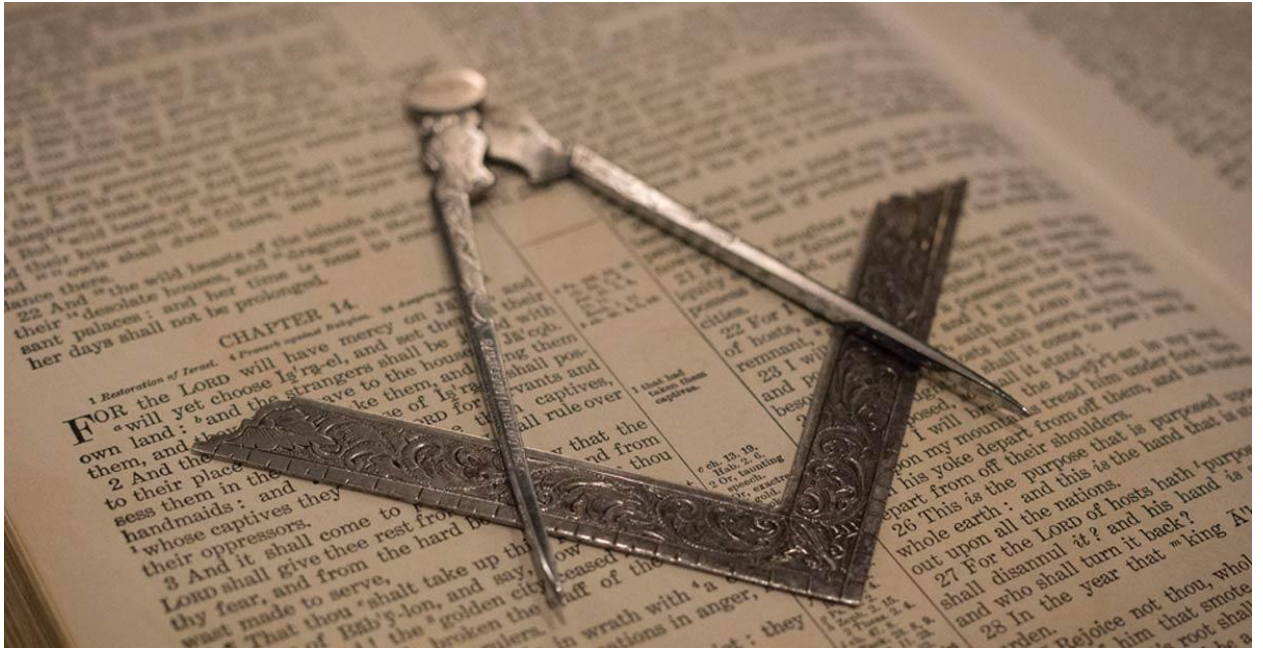
হাইরাম আবিফ প্রতিদিন দুপুরে উপাসনালয়ে প্রার্থনা করতেন। একদিন পূর্ব দরজার কাছে একজন শিষ্য তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং পবিত্র নকশার-জ্ঞান দাবি করে। হাইরাম আবিফ তাকে বলেন, তা কী করে সম্ভব! আর আমি তো বলেছি যে নির্মাণ কাজ শেষ হলে আমি তোমাদের সবাইকে পবিত্র স্থাপত্যের জ্ঞান দেব। শিষ্যটি তাঁর গলায় তীক্ষ্ণ পাথর দিয়ে আঘাত। হাইরাম আবিফ রক্তাক্ত হলেন এবং তীব্র যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এর পর দক্ষিণ দরজায় আরেকজন শিষ্য তাঁর পথ রোধ করে এবং পবিত্র স্থাপত্যের জ্ঞান দাবি করে; হাইরাম আবিফ সে জ্ঞান দিতে অস্বীকার করেন। শিষ্যটি তাঁকে ধারালো একটি নির্মানযন্ত্র দিয়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত হাইরাম আবিফ পা যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পশ্চিম দরজায় আরেকজন শিষ্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় এবং সেও পবিত্র স্থাপত্যের দাবি করে। মুমূর্ষ রক্তাক্ত হাইরাম আবিফ সে জ্ঞান দিতে অস্বীকার করেন। শিষ্যটি তাঁকে এবার সুতীক্ষ্ণ ছেনির উপর্যপুরি



ফ্রিম্যাসনারি কৃত্য (রিচুয়াল) হাইরাম আবিফ হত্যাকান্ডের ঘটনাটি অভিনীত হচ্ছে। এটি ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠার অন্যতম এক গোপন কৃত্য। এই অভিনয়ের মাধ্যমে একজন দীক্ষিত কে সংঘে গ্রহন করা হয়।

হাইরাম আবিফ-এর শেষ চিৎকার ‘বিধবার সন্তানকে কে সাহায্য করবে?’ ...এটি আজও ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠীর সদস্যদের বন্ধন অটুট রাখে।

তার কারণ আছে। হাইরাম আবিফ ছিলেন ‘ফ্রি’ (মুক্ত) এবং ‘ম্যাসন’ অর্থাৎ ‘কারিগর’। *Freemasonry* শব্দটির উদ্ভব হাইরাম আবিফ-এর এর আত্মত্যাগ থেকেই। হাইরাম আবিফ-এর হত্যাকান্ডের ৩০০০ বছর পর আজও ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠী হাইরাম আবিফ-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ফ্রিম্যাসনোরিদের চোখে মুক্ত এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হাইরাম আবিফ একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, মহৎ প্রাণ এবং অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস। হাইরাম আবিফ এর সততা ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস এবং সততার মূলভিত্তি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও হাইরাম আবিফ তৎকরদের কাছ থেকে গুপ্ত জ্ঞান রক্ষা করেছেন এবং এই আত্মত্যাগের মহান ঘটনাটি ৩০০০ বছর ধরে ম্যাসনদের গুপ্ত গোষ্ঠী কে সচেতন এবং উদ্দীপ্ত করে রেখেছে। (পরবর্তী পর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)



ফ্রিম্যাসনারি প্রতীক। কম্পাস এবং স্কয়ার এর মানে সহজেই বোঝা যায়। মাঝখানের ইংরেজি ‘G’ অক্ষরটি God এবং Geometry- এ দুটি শব্দের প্রতীক। ফ্রিম্যাসনরা মনে করে ঈশ্বর হলেন মহাবিশ্বের Grand Architect এবং জ্যামিতির জ্ঞান ব্যতীত স্থাপত্যবিদ্যা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই উনিশ শতকের একজন প্রখ্যাত ফ্রিম্যাসনারি লেখক অ্যালবার্ট পাইক-এর একটি বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে ইউক্লিড-এর উক্তি।

বাইবেল-এর উক্তি বাদে হাইরাম আবিফ কিংবা টেম্পল অভ সলোমন-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত নন। তবুও টেম্পল অভ সলোমন-এর আদলে পরবর্তীকালে ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রায় ১৫০০ হাজার ‘মেসোনিং লজ’ (মিস্ত্রীদের কুঠির) গড়ে উঠেছে। যে লজের গোপন চেষ্টারে ফ্রিম্যাসনরা সমবেত হয়ে আজও গোপন কৃত্যে অংশ নেয়-যে কৃত্যের কেন্দ্রে ৩০০০ বছরের প্রাচীন টেম্পল অভ সলোমন এর প্রধান স্থপতি হাইরাম আবিফ।

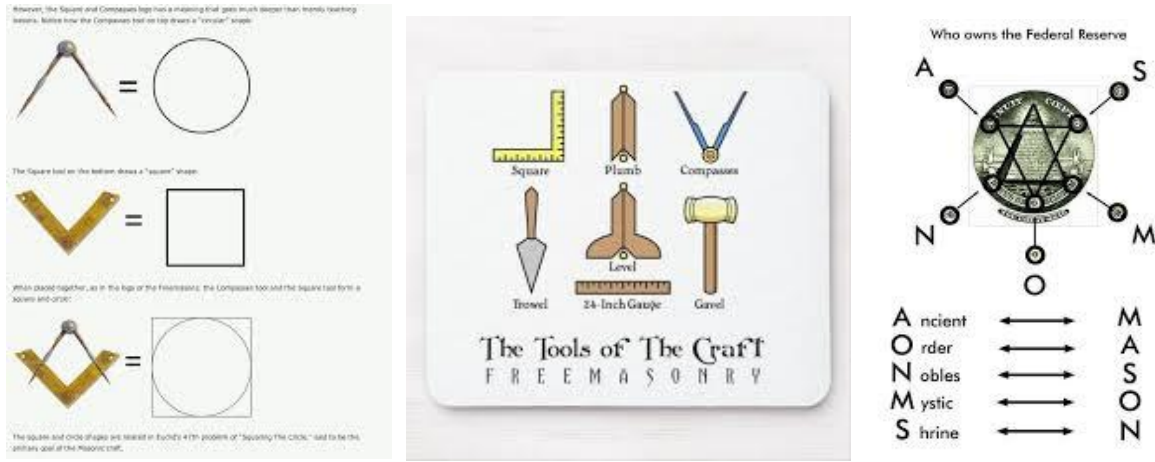


## বিস্তারিত জানতে পড়ুন

<https://www.somewhereinblog.net/blog/benqt60/29549565>

প্রাচীন মিশরে ইউক্লিড ও পীথাগোরাস ও ম্যাসন সদস্য ছিল বলে জানা যায়।

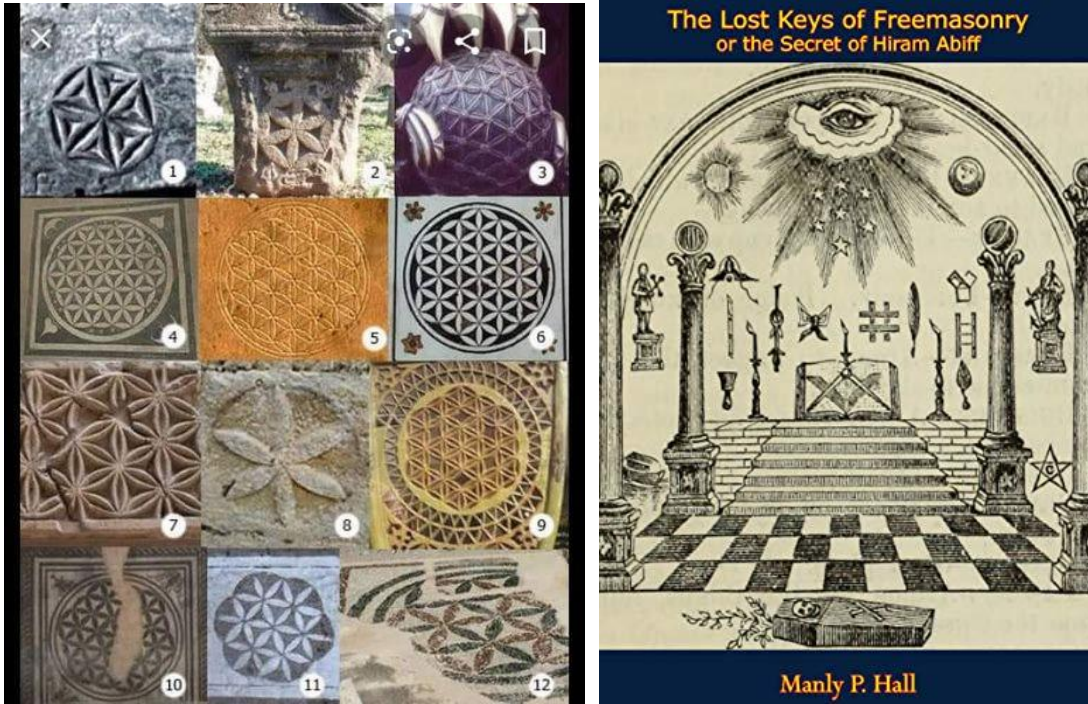
উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, তৎকালীন মিস্রিদের (ম্যাসন) বর্তমান আধুনিক নাম হচ্ছে আর্কিটেকচার



এবার আসুন গণিতের জাদু নিয়ে কিছু পর্যালোচনা করি তাদের লোগোতে আপনারা দেখছেন কম্পাস ও স্কেলা এবং মার্কো'জি'। কম্পাস ও স্কেল দিয়ে ম্যাথ, ফিজিক্স, আর্কিটেক্ট ইত্যাদিকে বুঝায়া আর'জি' দিয়ে গড বা জেওমেট্রিকে বুঝায়া

প্রাচীন হিন্দু ধর্মালম্বীরা গণিতে দক্ষ ছিল কারন সংখ্যা ছিল তাদের দেবতা জ্বীন-শয়তানদের সাথে যোগাযোগের একটি মাধ্যম যা mātrāmeru নামে পরিচিত ছিল। Chandahśāstra গ্রন্থে হিন্দুদের পণ্ডিত Pingala binary number system এর কথা উল্লেখ করেছিল। Chakravala ছিল তাদের ব্যবহৃত algorithm। Aryabhatiya বইয়ে প্রাচীন হিন্দুদের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত

জ্ঞান প্রমাণ দেয় যে সেসময় তাদের দেবতারা (জ্বীন-শয়তান) মানুষের জগত ছাড়াও অন্য জগতে (জ্বীন জগতে) আসা-যাওয়া করত। জ্বীন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রাচীন হিন্দুদের চিকিৎসাবিদ্যা Ayurveda, agada-veda, sasya-veda (কৃষিবিদ্যা), sarpa-veda, vaimanika shastra (বিমান সম্বন্ধীয় জ্ঞান) হিসাবে পরিচিত ছিল। জ্বীন-শয়তান থেকে তারা পেয়েছিল nanotechnology এর মত নানান প্রযুক্তি।



এবার দেখুন এই ম্যাথ কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হতো।

### বাবিলনিয়ান ম্যাথম্যাটিক্স

বাবিলনিয়ান ম্যাথম্যাটিক্স ছিল প্রাচীন পৃথিবীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাদের যেসব ক্লে পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায় আলজেবরা, ফ্র্যাকশন, কিউবিক ইকুয়েশন, কোয়াদ্রাটিক, পিথাগোরিয়ান থিওরেম প্রভৃতিতে তারা সমৃদ্ধ ছিল। “.....The majority of recovered clay tablets date from 1800 to 1600 BC, and cover topics that include fractions, algebra,

quadratic and cubic equations and the Pythagorean theorem. "(৮)

### মিশরীয় ম্যাথম্যাটিক্স

মিশরীয়রাও এতে অনেক এগিয়ে ছিল। জ্যামিতি, অ্যারিথমেটিক্স, প্রাইম নাম্বারস, পারফেক্ট নাম্বার থিওরি(তাদের মতে পারফেক্ট নাম্বার হলো ৬)-অর্থাৎ বেসিক সবকিছুতেই তারা এক্সপার্ট ছিল। পিরামিড নির্মাণ, বিশাল আকৃতির স্ফাল্লচার প্রভৃতি দেখেই বুঝা যায় তাদের ম্যাথম্যাটিক্যাল নলেজ কোন স্তরে ছিল। কিছু ক্ষেত্রে এখনকার গণিতের থেকেও অ্যাডভান্স। এছাড়াও পিরামিডের অবস্থান বিশেষ কিছু নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে বুঝা যায় অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল নলেজও তাদের কম ছিল না। গ্রিক ফিলোসফিতে মিশরীয় যাদুশাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে

### গ্রিক ম্যাথম্যাটিক্স

ব্যাবিলনিয়ানদের নিকটে গ্রিসের যাদুকররা ঋণী। তাদের অপবিদ্যাই তারা গ্রহণ করেছে।

উইকির স্বীকারোক্তি- “Since the rediscovery of the Babylonian civilization, it has become apparent that Greek and Hellenistic mathematicians and astronomers, and in particular Hipparchus, borrowed greatly from the Babylonians.” (৯)

পিথাগোরাস মিশরের পুরোহিতদের থেকে অ্যাস্ট্রোনমি, গণিত ও জ্যামিতি শিখেছিল। “According to legend, Pythagoras traveled to Egypt to learn mathematics, geometry, and astronomy from Egyptian priests.”(১০)

পিথাগোরাসের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মোটো ছিল 'সবকিছুই সংখ্যা'।(১১) প্লেটোনিজমও একই শিক্ষা দিতো।

পিথাগোরাস ছাড়াও অন্যান্য গ্রিক যাদুকরদের দ্বারাও ম্যাথম্যাটিক্সের উন্নয়ন ঘটে

### ইন্ডিয়ান ম্যাথম্যাটিক্স

মিশরের মতো ইন্ডিয়াতেও প্যাগানদের রিচুয়ালে গণিতের দেখা মেলে।(১২)

পিথাগোরিয়ান ট্রিপলস, *baudhayana sulba sutras*, *sulba sutras* ছাড়াও অনেক কিছুতে তাদের দক্ষতা উল্লেখ্য। তাদের বিভিন্ন গাণিতিক দক্ষতা ও ব্যাবিলনিয়ান গণিতের সাথে সাদৃশ্যতা থাকাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে ভারতেও বাবিলের প্রভাব ছিল।

উইকির বক্তব্য- "All of these results are present in Babylonian mathematics, indicating Mesopotamian influence."

গণিতবিদ এস.জি. ডানির মতে, "Since these tablets predate the Sulbasutras period by several centuries, taking into account the contextual appearance of some of the triples, it is reasonable to expect that similar understanding would have been there in India."(১৩)

### মুসলিমদের স্বর্ণযুগে

গ্রিসের যাদুকরদের বইপত্র আরবে প্রবেশ করাতে আরব হয়ে যায় অপবিজ্ঞানের নতুন ঘাটি

পারসিয়ান গণিতবিদ আল খোয়ারিজমির অবদান আজও অনস্বীকার্য। এছাড়াও আল কিন্দি, মিশরের আবু কামিল, আল ফাখরি, আল কারাজি, ইবনে আল হাইসাম, আবু



ওয়াফা, নাসির আল দীন তুসি, ওমর খৈয়াম, গিয়াস আল কাশী, আল-কালাসাদি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

.এছাড়াও চাইনিজ, রোমান ও মায়ান প্রভৃতি প্যাগান সভ্যতাতেও ম্যাথম্যাটিক্স এর দেখা মেলে। তারা মিউজিকেও বেশ অগ্রগতি করেছিল। প্লেটো থেকে হার্মোনি রিলেটেড আলোচনা ফিজিক্সের অংশ বলে বিবেচিত হয়।

### মধ্যযুগীয় ইউরোপ

১২০০ সালের দিকে ইউরোপিয়ান স্কলাররা স্পেন ও সিসিলি ভ্রমণ করে ন্যাচারাল ফিলোসফির কিতাবাদি সংগ্রহ করে। যেমন, ইউক্লিড'স এলিমেন্টস, টলেমির almagest, খাওয়ারিজমির The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing প্রভৃতি। এসব বই আবার ম্যাথম্যাটিক্সের জাগরণ ঘটায়, তবে এবার ইউরোপে। থমাস ব্রাড ওয়ারডাইন, ফিবোনাঞ্চি, গ্যালিলিও গ্যালিলাই, কোপার্নিকাস, কিংবা নিউটন- অর্থাৎ সকল ন্যাচারাল ফিলোসফাররা আরবদের থেকেই প্রভাবিত।

গ্যালিলিও তার বই saggiator এ লিখেছে, “[The universe] is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles, and other geometric figures.”(১৬)

মহাবিশ্বকে গণিত দ্বারা এক্সপ্লেইন করার প্রচেষ্টা গ্যালিলিওর মাঝেও দেখা যায়।

সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ সম্ভবত মহানবি(স)কে যাদু করার ঘটনাটি। যাদুর বাস্তবতা সম্পর্কে যারা জ্ঞান রাখে না তাদের কাছে ব্যাপারটি অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বাতাসের গতিশীলতার কারণে ঠাণ্ডা অনুভূত হওয়া বা আগুনের কারণে গরম অনুভূত হওয়া যেমন প্রকৃতিরই একটি ব্যাপার, অনুরূপভাবে যাদুর মেকানিজমও প্রকৃতিরই একটি ব্যাপার। আর এই মেকানিজমকে ব্যাখ্যা করা যায়

ম্যাথম্যাজিকস দ্বারা। অর্থাৎ ম্যাথম্যাজিকস হলো আল্লাহর ইচ্ছাতে বাস্তবায়িত যাদুর প্রসেস এর হিসাবনিকাশ। আল্লাহ বলেন-

رَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ تَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا  
بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِ  
كُفْرٍ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ  
حَدِّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ  
أُ تَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ لَمَنَ اشْتَوَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا  
خَلْقَ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“.....তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।” (২:১০২)

জুডিও-ব্যাবিলনিয়ান মিস্টিসিজম থেকে প্লেটোনিজম, পিথাগোরিয়ানিজম, ট্রি অফ লাইফ, ফুট অফ লাইফ, ফ্লাওয়ার অফ লাইফ, স্যাক্রেড জিওমেট্রি। এইগুলোই আজকের মডার্ন সাইন্সের ভিত্তি। মিশর ও বাবেল থেকে গ্রিস, গ্রিস থেকে আরব, এবং আরব হয়ে ইউরোপ, সব বর্ণনা করেছি। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাচীন যাদুকরদের মতো বলা হচ্ছে জগত এগারো ডাইমেনশনের, প্যাংহাইস্টিক গড/দ্য গ্রেট আর্কিটেক্ট একজন ম্যাথম্যাটিশিয়ান। এই কুফরীগুলোকে প্রতিষ্ঠা করে দাজ্জালের আগমনের পথ প্রস্তুত করা হচ্ছে, আর এজন্যই জিওমেট্রির খেলা, সাইন্সের উন্নতি।

**পড়ুন: যাদুবিদ্যায় ম্যাথম্যাজিকসের গুরুত্ব**

<https://lonemastermind.blogspot.com/2019/09/mathmagics.html>

N:B: উপরন্তু আলোচনার দ্বারা এটাই বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যারা আধুনিক ফিজিক্স, জ্যামিতি বা গণিতের নামে (জাদুবিদ্যার) বড়াই করেন বা অহংকার করেন, তারা ভুলের উপরে আছেন। তাদের সংশোধন হওয়া উচিত। আরো একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার। দাজ্জালকে মেসনরা গ্রেট আর্কিটেকচার অফ দা ইউনিভার্স বলে। সুতরাং বর্তমানের বিশাল বিশাল স্থাপত্যের উপরে যে মেসন ও জীন শয়তানের হাত রয়েছে তা বুঝতে পেরেছেন।

## বর্তমান আর্কিটেকচার ও মেসনিক সভ্যতার পিছনে জিনদের ভূমিকা:

দেখবেন, ইসলামে এসব আর্কিটেকচার ও মেসনিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে মোটেই উৎসাহিত করা হয়নি। মুসলমানরা এসব থেকে দূরে থাকত। উমর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু একজন গভর্নরের বাসায় আগুন লাগিয়ে দেন বাসা ডিজাইন করার কারণে। কিন্তু কাফের সমাজে এসব আর্কিটেকচার আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যা তাদের পুরাতন ঘরবাড়ি দেখলে মনে হয়। কোরআনেও আছে, আদ জাতির ইরাম গোত্রের লোকদের সুউচ্চ প্রাসাদ ও টাওয়ার ছিল। সামুদ গোত্রও উপত্যকায় শিলাপাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। নিমিষেই বিনাশ আদ ও সামুদ জাতির অট্টালিকা।

অপরদিকে আমাদের খোলাফায়ে রাশেদীন খেজুর পাতায় শুয়ে খেলাফত পরিচালনা করতেন। আর সেসময় সাম্রাজ্যবাদী কাফেররা মুকুট পরে সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করত। তাদের সাথে শয়তান ও দুষ্ট জ্বিনদের যোগাযোগ ছিল। কোরআন থেকে জানা যায়, আকাশচুম্বী ইমারতের জ্ঞান জ্বিনদের কাছেই ছিল। আর

আমাদের খলিফাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা ও তার ফেরেশতাদের যোগাযোগ ছিল। পরে মুসলমান বাদশারা যখন দুনিয়ালোভী হয়ে পড়ে তখন তারাও কাফেরদের অনুকরণে মেসনিক আর্কিটেকচার, তাজমহল, সিংহাসন, মুকুট এসব তৈরি করে। আর আজকে ১০০-২০০ তলা বিল্ডিং দেখে বা মেঘে ঢেকে যাওয়া কাবা শরীফের পাশে নির্মিত ক্লক টাওয়ার, বুর্জ খলিফা ইত্যাদি দানবাকার স্থাপনা দেখে কি মনে হয়?



## গুপ্তসঙ্ঘ ইলুমিনাতির অজানা ইতিহাস:

ইলুমিনাতি | নামটার সাথে পরিচিত নয় এমন পাঠক পাওয়া যাবে না | যেখানেই আছে রহস্য কিংবা চক্রান্তের গন্ধ সেখানেই যেন ইলুমিনাতিকে খুঁজে পায় অনেকে | ষড়যন্ত্রতত্ত্ব আর ইলুমিনাতি যেন একই মুদ্রার দুটো পিঠ | কিন্তু কী এই ইলুমিনাতি? কীভাবেই বা তারা এলো? কতটুকুই বা কঠিন বাস্তব আর কতটুকুই বা কল্পনা? চলুন ঘুরে আসি এই সিক্রেট সোসাইটির জগৎ থেকে!

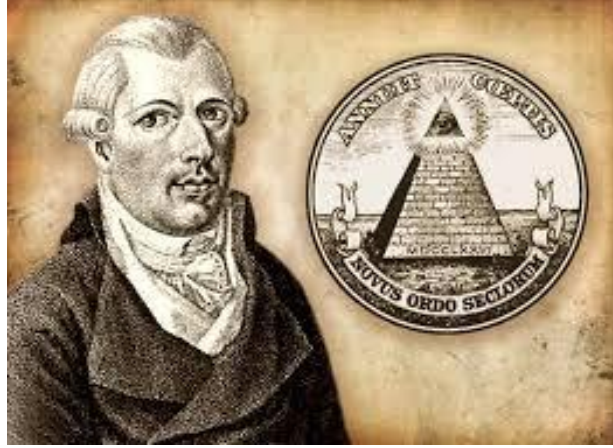


ঘটনার শুরু বলা চলে জার্মানির দক্ষিণপূর্বের রাজ্য ব্যাভারিয়াতে। ব্যাভারিয়া আবার জার্মানির বৃহত্তম রাজ্য (যার রাজধানী মিউনিখ)। সেখানের ইঙ্গলস্ট্যাড ইউনিভার্সিটির খ্রিস্টীয় আইন ও ব্যবহারিক দর্শনবিদ্যার প্রফেসর ছিলেন অ্যাডাম ওয়েইশপট [Adam Weishaupt] (1748–1830)। ইউনিভার্সিটি তখন সম্পূর্ণই জেসুইট প্রভাবে, অর্থাৎ পুরোই খ্রিস্টীয় আইনকানুন মেনে চলে। যে কেউ যার কিনা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আনুগত্য কিছুটা কম তাকেই পোহাতে হত নানা সমস্যা। অ্যাডাম তখন চিন্তা করলেন এমন এক গুপ্ত সংঘের যার মাধ্যমে তিনি “আলোকায়ন” (এনলাইটেনমেন্ট) করতে পারবেন। আর এ গুপ্ত সংঘের সদস্য হবেন একদম চূড়ান্ত পর্যায়ের যারা বুদ্ধিজীবী, তাঁরাই।

তখন কিন্তু আরেক গুপ্ত সংঘ ইতোমধ্যে ছিল, যার নাম ফ্রিমেসনরি। [ফ্রিমেসনদের নিয়ে কথা হবে আরেক পর্বে, আশা রাখি।] কিন্তু অ্যাডাম দেখলেন ফ্রিমেসনদের সাথে যোগ দেয়াটা অনেক খরচের ব্যাপার। তাছাড়া তার নিজের ধ্যানধারণার সাথে তেমন যায়ও না। তাই তিনি নিজের ধ্যানধারণা মোতাবেক এক সংঘ খুলে বসার



পরিকল্পনা করলেন, আর তাতে থাকবে ফ্রিমেসনদের মতন ধাপে ধাপে উর্ধ্ব  
র্যাংকিং এ উঠবার সিস্টেম থাকবে।



প্রথমে তিনি তার সংঘের নাম রাখলেন “Bund der Perfektibilisten”, or  
“Covenant of Perfectibility”; কিন্তু এই কিস্তৃতকিমাকার নাম তার  
নিজেরই পছন্দ হলো না।

মে মাসের ১ তারিখ। সালটা ১৭৭৬। সেদিন অ্যাডাম আর তার চার ছাত্র মিলে এই  
সংঘ শুরু করলেন। আর সংঘের প্রতীক হলো গ্রিক জ্ঞানদেবী মিনারভার পেঁচা।





অ্যাডাম সদস্যদের জন্য ছদ্মনামের ব্যবস্থা করলেন। অ্যাডামের নিজের নাম হলো স্পার্টাকাস। তার ছাত্র Massenhausen এর নাম হলো অ্যাজাক্স, Merz এর নাম হলো অ্যাগাথন আর Sutor এর নাম হলো ইরাসমাস রোটারোডেইমাস। কিন্তু Sutor-কে তিনি পরে বহিষ্কার করে দেন, কারণ সে ছিল অলস।

১৭৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সংঘের নাম হলো ইলুমিনাতি। যার অর্থ “যারা কোনো বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোকিত বা জ্ঞানার্জনের দাবী করে” । সে সময় সংঘের সদস্য ছিল ১২। গ্রীষ্ম যেতে না যেতেই সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ২৭-এ!

কারা হত সদস্য? জেনে অবাক হবেন, সচ্চরিত্র খ্রিস্টান ছিল তাদের কাম্য এবং সকল প্রকার ইহুদী আর মূর্তিপূজক ছিল নিষিদ্ধ এই সংঘে। এমনকি নারী, ধর্মগুরু এবং অন্য সিক্রেট সোসাইটির সদস্যরাও নিষিদ্ধ ছিল। স্বাগত জানানো হত ধনী, শিক্ষানবিশ আর ১৮-৩০ বছরের তরুণদের।

ধীরে ধীরে ইউরোপ জুড়েও ছড়িয়ে পড়তে লাগল ইলুমিনাতির শাখা। তবে একদম সেকুলার হবার কারণে ইলুমিনাতির অভ্যন্তরে ধর্মবিরোধ চোখে পড়তে লাগল।

১৭৮২ সালের দিকে ইলুমিনাতি-তে তিনটি শ্রেণীর সূচনা করা হয়। ক্লাস-১ হলো যারা সদ্য যোগ দিয়েছে। ক্লাস-২ হলো একটু উচ্চ পর্যায়ের যারা। আর ক্লাস-৩ হলো সবচেয়ে গোপনীয় জ্ঞানের অধিকারী যারা।

১৭৮৪ সালের শেষে, মোট সদস্য হয়ে যায় ৬৫০! যদিও অ্যাডাম দাবি করেন সংখ্যাটা আড়াই হাজার। তবে অ্যাডাম চেয়েছিলেন ইলুমিনাতি সিক্রেট সোসাইটির কথা খুবই গোপন রাখতে যেন ঘুণাক্ষরেও রসিক্রুসিয়ানরা না জানে। রসিক্রুসিয়ান হলো আরেক গুপ্তসংঘ এবং ইলুমিনাতির পুরোই বিপরীত। কারণ ইলুমিনাতি বিশ্বাস করত সেকুলারিজমে, আর রসিক্রুসিয়ানদের বিশ্বাস আর কর্ম ছিল জাদুবিদ্যা নিয়ে, অন্তত তৎকালীন ইলুমিনাতি সেটাই বিশ্বাস করত।

ইলুমিনাতি থেকে তাহলে কিভাবে সদস্য রিক্রুট করা চলত? সেটা হত একদম নীরবে আর গোপনে। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে। কিন্তু তারপরেও রসিক্রুসিয়ানরা জেনে গেলো। তা-ও এমন একজনের কল্যাণে যে কিনা ছিল দুই সঙ্ঘেরই সদস্য। ফলাফল দাঁড়াল- ইলুমিনাতি যে একটি নাস্তিক সংঘ, সেটা রটে গেল ইউরোপে। ধর্মহীন ইলুমিনাতির বিরুদ্ধে জোর গণমত গড়ে উঠল।

ব্যাভারিয়ার শাসক চার্লস থিওডোর পুরোই ভয় পেয়ে গেলেন। তার সরকার সকল গুপ্ত সংঘ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। এই ব্যান আসলো ১৭৮৫ সালের ২ মার্চ। অ্যাডাম পালিয়ে গেলেন আর ইলুমিনাতির প্রচুর নথিপত্র সরকারের হাতে এসে গেল, এবং দু’ বছর বাদে সরকার সেটা প্রকাশও করে দিল। এরপর যে ইলুমিনাতির কী হলো ইতিহাস আমাদের তা নিশ্চিত করে বলে না।

১৭৯৮ সালের কিছু আগে জন রবিসন নামে **Proofs of a Conspiracy** এক বই লিখেন যেখানে দাবি করা হয় ইলুমিনাতি এখনও জোরসে বেঁচে আছে, বহাল তব্বিতে। অসম্ভব জনপ্রিয় হয় সে বই এবং আরেকটা বই যেখানে একই দাবি করা হয়। দুটো বই প্রচুর বিক্রি হয়। বইতে বলা হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের সেই ফ্রেন্স বিপ্লবের পেছনের কলকাঠি নাকি আসলে ইলুমিনাতিই নেড়েছে।

এ বই দুটো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যায় নতুন আমেরিকাতেও। সেখানে রেভারেণ্ড মোর্স ও অন্যান্যরা প্রচার করলেন ইলুমিনাতির বিরুদ্ধে। কিন্তু এই হুজুগ কমে গেল ১৮০০ সালের পর পর। মাঝে মাঝে অবশ্য মেসন-বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠত বটে।

বর্তমান কালে অবশ্য নানা সংঘই ইলুমিনাতি নাম দিয়ে নিজেদের দাবি করে যে তারাই সত্যিকারের ব্যাভারিয়ান ইলুমিনাতি। তবে তারা কেন যেন আবার গোপনীয়তার ধার ধারে না, যেটা আসলে প্রমাণ করে তারা আসল ইলুমিনাতি নয়। এমনকি তারা নিজেদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে বলেও প্রচার করেঃ এমনকি সুন্দর গ্রাফিক্সসহ বিজ্ঞাপনও আছে তাদেরঃ

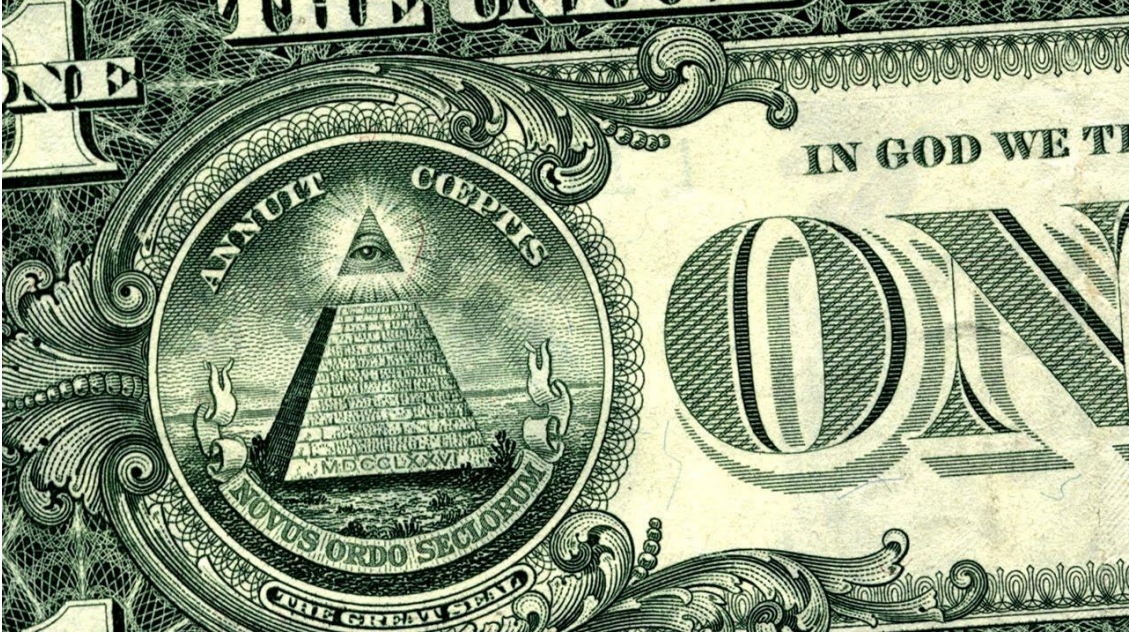


বর্তমান এক ডলার নোটে আমেরিকার গ্রেট সিল দেখা যায়, সেখানে পিরামিডের উপর এক চোখ দেখা যায় যার নাম “Eye of Providence” বা “all-seeing eye of God”-

আরো লিখা আছে লাতিনে E pluribus unum (অর্থ ‘Out of many, one’) ও Novus ordo seclorum (যার মানে New order of the ages)। ইলুমিনাতি তত্ত্ববিশ্বাসীগণ মনে করেন, এই এক চোখ প্রমাণ করে

আমেরিকা ইলুমিনাতির দখলে আছে। পিরামিডের নিচে লেখা আছে

MDCCLXXVI যা মূলত রোমান সংখ্যায় ১৭৭৬। অবাক কাণ্ড, ইলুমিনাতিও ১৭৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত! [অবশ্য, ১৭৭৬ ওখানে লিখা কারণ, ১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জন করে।]



সেই যে বই দুটো দাবি করেছিল ইলুমিনাতি বেঁচে আছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও সে মতবাদ রয়ে যায়। এক নজরে দেখে নেয়া যাক কী কী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচলিত আছে ইলুমিনাতির নামে-

- ১) প্রচুর ষড়যন্ত্র তত্ত্ব মতে, শক্তিমান সিক্রেট সোসাইটি ইলুমিনাতি মূলত এ বিশ্বের সকল প্রধান ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ২) ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের সূচনাও ইলুমিনাতির হাতেই।
- ৩) নেপোলিয়নের ওয়াটারলু যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে ইলুমিনাতি।
- ৪) আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কেনেডির গুপ্তহত্যা আসলে ইলুমিনাতিই করিয়েছে, কারণ তিনি বাধা দিচ্ছিলেন তাদের কাজে।

৫) “নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার” ত্বরান্বিত করা। এই অর্ডারের মাধ্যমে সারা বিশ্ব থাকবে ইলুমিনাতির হাতের মুঠোয়। ১৯৯১ সালে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের কথা প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র তার ভাষণে উল্লেখ করবার পর এই তত্ত্ব তুমুল জনপ্রিয়তা পায়।

৬) হলিউডের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইলুমিনাতির দখলে। এর মাধ্যমে ইলুমিনাতি আপনার অবচেতন মনে তাদের বিশ্বাসগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কিংবা আপনাকে ব্রেইনওয়াশ করছে।

৭) শয়তানের উপাসনার মাধ্যমে স্বার্থ হাসিল করে ইলুমিনাতি। খ্রিস্টান ও মুসলিম ষড়যন্ত্র তত্ত্বমতে, ইলুমিনাতির এক চোখা প্রতীক প্রমাণ করে যে, ইলুমিনাতি হলো সেই সংঘ যারা একচোখা দাজ্জাল (কিংবা বাইবেল মতে ৬৬৬ বা অ্যান্টিক্রাইস্ট) এর আগমনের পথ সুগম করছে।

৮) বলা হয়, এই ব্যক্তিরাও ইলুমিনাতির সদস্যঃ বারাক ওবামা, পোপ, রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, জর্জ ডব্লিউ বুশ, কানিয়ে ওয়েস্ট, বব ডিলান, রিহানা, বিয়ন্সে, লেডি গ্যাগা, জিম ক্যারি, ম্যাডোনা প্রমুখ।

৯) বব মার্লে, কেনেডি, মাইকেল জ্যাকসন, হিথ লেজার- এদেরকে স্যাট্রিফাইস হিসেবে উৎসর্গ করে ইলুমিনাতি।

১০) সারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণকারী Bilderberg Group এর সাথে ইলুমিনাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। [এ গ্রুপ নিয়ে আবার রয়েছে বিশাল থিয়োরি]



১১) ডিজনী কার্টুনের মাধ্যমে ইলুমিনাতি শিশুমনে ইলুমিনাতির বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে চায়।

১২) ইলুমিনাতির বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালে একটি ইউএফও ক্র্যাশ করানো হয় আমেরিকার রজওয়েলে, সেখান থেকে চারজন এলিয়েনকে উদ্ধার করা হয়। আমেরিকান মিলিটারির সহায়তায় তারা ব্ল্যাকমেইল করে তাদেরকে বাধ্য করে এলিয়েন প্রযুক্তি বিনিময় করতে। তাছাড়াও কিছু আকার পরিবর্তনে সক্ষম রেপ্টিলিয়ান এলিয়েন দ্বারা তারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বদল করেছে, যেন তাদের মতই দেখতে এলিয়েনরা কাজ চালিয়ে যায়, যেমন রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ একজন রেপ্টিলিয়ান এলিয়েন। তাছাড়া উন্নত ক্লোনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে আসল ব্যক্তিদের হুবহু ক্লোন বসিয়ে দিয়ে পুরো বিশ্বের দখল নিয়ে নিচ্ছে ইলুমিনাতি।

কোন তত্ত্ব মিস করে গেলে আমাদের জানাতে পারেন।

ড্যান ব্রাউনের বিখ্যাত উপন্যাস ‘অ্যাঞ্জেলাস অ্যান্ড ডিমন্স’ মূলত ইলুমিনাতি নিয়ে নতুন করে গগনমনে আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, যদিও সে বই শেষ পর্যন্ত পাঠককে ইলুমিনাতি বিষয়ে হতাশ করে বসে। বইয়ের উপর করা চলচ্চিত্রে রবার্ট ল্যাংডন চরিত্রে অভিনয় করেন জনপ্রিয় অভিনেতা টম হ্যাঙ্কস।

শত শত বছর ধরে অসংখ্য জল্পনা কল্পনার ইলুমিনাতি কি আসলেই কাজ চালাচ্ছে আড়ালে আবডালে, নাকি এটা কেবল উর্বর মস্তিষ্কের অবিরত কল্পনা?



তথ্যসূত্র-

Richard van Dülmen, *The Society of Enlightenment* (Polity Press 1992) p. 110

Introvigne, Massimo (2005). "Angels & Demons from the Book to the Movie FAQ – Do the Illuminati Really Exist?". Center for Studies on New Religions. Archived from the original on 28 January 2011. Retrieved 27 January 2011.

McKeown, Trevor W. (16 February 2009). "A Bavarian Illuminati Primer". Grand Lodge of British Columbia and Yukon A.F. & A.M. Archived from the original on 28 January 2011. Retrieved 27 January 2011.

The Illuminati: Facts & Fiction Paperback – Print, April 13, 2009 by Mark Dice

Inside the Illuminati: Evidence, Objectives, and Methods of Operation Paperback – October 31, 2014 by Mark Dice

### ইলুমিনাতি হতে সাবধান:

ইলুমিনাতি নামের সঙ্গে পরিচিত নয়, এমন পাঠক খুব কম পাওয়া যাবে। ইলুমিনাতি শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘ইলুমিনেতাস’ (illuminatus) থেকে। যার অর্থ ‘আলোকিত’। অর্থাৎ, যারা কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকিত বা জ্ঞানার্জনের দাবি করে অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। ইলুমিনাতরা এই দাবি লুসিফারকে অর্থাৎ শয়তানকে মনে করে। এটি একটি ইয়াহুদি নিয়ন্ত্রিত গুপ্ত সংগঠনের নাম। যারা লুসিফার নামক শয়তানকে পূজা করে। আবার তারা একচোখ বিশিষ্ট দেবতাকে (দাজ্জাল) ঈশ্বর হিসেবে মানে।

ইলুমিনাতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১ মে ১৭৭৬ সালে ইঙ্গলস্ট্যাড (উচ্চ বাভারিয়া)-এ। এটি প্রতিষ্ঠা করেন খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট। যিনি ছিলেন ইঙ্গলস্ট্যাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ক্যাথলিক গির্জা আইন’ বিভাগের প্রথম (কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন) অধ্যাপক। ইউরোপে প্রথম এই সংগঠনটি কাজ শুরু করে। তখন খুব স্বল্প সদস্য নিয়ে তাদের কাজ শুরু হয়। সেই সময় এই গ্রুপের

নাম ছিল ‘The order of illuminati’। তাদের ভাষ্যমতে, তাদের মূল কর্মকা- হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ কাজে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে ইউরোপের সরকার তাদের এই সংস্থাকে বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে আবার আমেরিকায় কার্যক্রম শুরু করে এবং নতুন নাম দেয় ‘ফ্রি মিশনারি’। যার মাধ্যমে নিজেদের ভিত্তি আরও শক্ত করে। যা এখন বিশাল আকার ধারণ করেছে।

ইলুমিনাতির লক্ষ্য হলো আমাদেরকে (মুসলিম জাতিকে) দাজ্জালের দলে অন্তর্ভুক্ত করা। আমরা সবাই জানি, দাজ্জাল পৃথিবীতে আসবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফিতনা হবে সে। তার আগমনের পর মুসলিমসহ সবাই যেন তাকে (দাজ্জাল) সাদরে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে সেই লক্ষ্যেই তারা কাজ করছে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ‘ওয়ান অর্ডার ওয়ার্ল্ড’ অর্থাৎ, শুধু তাদের সিদ্ধান্তেই যেন পৃথিবী চলবে। আর তাই করতে সর্বপ্রথম প্রচলন করে ব্যাংক ব্যবসা। যার মাধ্যমে প্রচুর টাকা আয় করে তারা। অনেকের ধারণা অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ ওদের আয়ত্বে আছে। এভাবে উন্নতি দেখিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করে পৃথিবীকে তাদের আওতায় আনতে চেষ্টা চালাচ্ছে।

ইলুমিনাতির চিহ্ন হলো একটি ত্রিভুজের ভেতরে একটি চোখ। এই সাইন ব্যবহার করার কন্সপ্টটা আসে দাজ্জালের এক চোখ এবং মিশরের পিরামিড থেকে। আমেরিকায় একটি নোটে ত্রিভুজের ভেতর একচোখ পাওয়া যায়। যার কারণে এর প্রতি তত্ত্ববিশ্বাসীরা মনে করেন যে, এই এক চোখ প্রমাণ করে আমেরিকা ইলুমিনাতির

(দাজ্জালের) দখলে আছে। শুধু আমেরিকায় নয়, তাদের বিচরণ পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই রয়েছে। এসব দেশে তারা নিজেদের মধ্যে পরিচিত হতে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, চিহ্ন বা সঙ্কেত ব্যবহার করে। তাদের সংকেত আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং মিডিয়ায়, গান-বাজনা, নাটক সিনেমায় সেলিব্রিটিদের দিয়ে সুকৌশলে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার পায়তারায় আছে। তাদের চিহ্নগুলো দেখতে গুগলে সার্চ দিলেও পাওয়া যায়।

মোটকথা, এসব কিছু মূলে রয়েছে মুসলমানদের তাদের হাতিয়ে নেওয়া, ঈমান ধ্বংস করা, দাজ্জাল ও ইয়াহুদীয় কালচার আমাদের ভেতর জিন্দা করা। তাই আমাদেরকে সজাগ হয়ে ইলুমিনাতি সভ্যতা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম হতে দূরে থেকে আমাদের ঈমানকে হেফাজত করতে হবে। আমরা হয়তো তাদের দেওয়া বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর সেবা নেওয়া বন্ধ করতে পারব না। তবে তাদের টেকনোলজিগুলো আমরা ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি। তাছাড়া ইলুমিনাতিয়ান সেলিব্রিটিদের স্টাইল থেকে তো দূরে থাকতে পারি। গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা, ফালতু সিরিয়াল থেকে দূরে থাকতে পারি। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। (তথ্যসূত্র : notalinayan.wordpress.পড়স, উইকিপিডিয়া, দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

## ইলুমিনাতি দ্যা সিক্রেট সোসাইটি:

ইলুমিনাতি দ্যা সিক্রেট সোসাইটি পুরো দুনিয়ার জন্য এক ভয়াবহ ফিতনা। আমরা সবাই জানি দাজ্জাল পৃথিবীতে আসবে। আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফিতনা হবে দাজ্জাল। এখন আমরা ভাবতে পারি সে কখন আসবে কে জানে, আমরা তো মরেই যাবো ততদিনে। আর এখন যদি আসেও আমরা তার ফিতনার শিকার হব না। জান দিয়ে দিব তাও ইমান দিব না। আপনি পুরোপুরি দ্বীন মানার চেষ্টা না করলেও কিন্তু এই কথাগুলোই ভাবেন যে, মরলেও ইসলাম ছাড়বো না.. দাজ্জালের ফিতনার শিকার হব না। কিন্তু আমরা নিজের অজান্তেই দাজ্জালের ফিতনার শিকার। রাসূল ﷺ শুধু শুধু দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা বলেননি।

বর্তমানে আমরা ট্রেন্ড ফলো করি, ফলো করি বড় বড় সেলিব্রিটিদের। তাদের স্টাইল থেকে শুরু করে সবকিছুই আমাদের জানা। কিন্তু আপনি জানেন না এরাই দাজ্জালের এজেন্ট। এরাই ইলুমিনাতির বড় বড় রাঘব বোয়ালা। এদের কথা পরে বলছি আগে ইলুমিনাতির শুরুর ধারণা নেয়া যাক। হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সময় থেকেই নমরুদ, ফেরাউন এদের আপডেট ভার্সনই হচ্ছে এই ইলুমিনাতি।

ইলুমিনাতি একটি ইহুদি নিয়ন্ত্রিত গুপ্ত সংগঠনের নাম। যারা লুসিফার নামক শয়তানের পূজোক, আবার তারা একচোখ বিশিষ্ট দেবতাকে (দাজ্জাল) ঈশ্বর হিসেবে মানে, তারা তার আগমনকে তরাসিত করতেই বিশ্বব্যাপী পাপ কাজ কে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন কৌশলে, তারা বলে থাকে ঐ এক চোখ ওয়ালা ঈশ্বর পৃথিবীতে আগমন করে সারা বিশ্ব ব্যাপি তাদের একক রাজত্ব কায়েম করবেন। সে খুব অচিরেই আত্ম প্রকাশ করবেন। তারা বিশ্বাস করে ঐ এক চোখ ওয়া ঈশ্বর বারমুডা ট্রায়ঙ্গেলে অবস্থান করে বিশ্ব ব্যাপি নজরদারি করছে। তাই তারা তাদের মূল প্রতীক



হিসেবে ত্রিভুজ আকৃতি বা পিরামিডের মাথায় এক চোখ ব্যবহার করে, তার জলন্ত উদাহরন আমেরিকার এক ডলার। বলা হয়ে থাকে, ১৭৭৬ সালের ১ মে ব্যাভারিয়া তে অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট এই সংগঠন টি প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ইলুমিনাতির ভাবনা আসলে তারও আগে থেকে। ১৭৭০ সালে ‘এমশেল মেয়ার রথসচাইন্ড’ ইউরোপীয় ব্যাংকার সিভিকেট কে নিয়ে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। পড়ে ১৭৭৬ সালে এই দলটি অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট কে নিয়োগ দেয় দলটি পুনর্গঠিত করতে। অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট দলটিকে একদম নতুন একটি দল হিসেবে প্রকাশ ঘটান। তিনি এর নাম দেন অর্ডার অফ ইলুমিনাতি।

### ইলুমিনাতির উদ্দেশ্য

**One World Order**  
**One World Leader**  
**One World Government**  
**One World Currency**  
**One World Religion**

এবার আসুন রাঘব বোয়াল দের দেখে নিই। যারা বিশ্বের নামি-দামি সব সেলিব্রিটি সেই কাতারে প্রেসিডেন্ট বুস, ওবামা, ট্রাম্প কাক্কু থেকে শুরু করে প্রায় সবাই কে নেই!!

Angelina Jolie, Kim Kardashian, Rihanna, Miley Cyrus, Madonna, Lady Gaga, Dua Lipa, Eminem, Justin Bieber, Drake, Linkin Park, Zayan Malik, Alan Walker, Bts... ভাই নাম বলে শেষ করা যাবে না। vevo ইন্ডাস্ট্রি পুরোটাই প্রায় এই ইলুমিনাতির সদস্য। আর খেলার জগতে আছে wwe এর তারকারা, তাছাড়া Neymar, Suarez,

wayne rooney, Messi এদের নামও পাওয়া যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় টেক জায়ান্ট কোম্পানিগুলোও রয়েছে ইলুমিনাতির সাথে। Apple, Samsung, hp আরো সব নামি দামি কোম্পানি Ferrari, Lamborghini ও আছে।

### ইলুমিনাতি চিহ্ন কি ?

ইলুমিনাতির প্রতিক হিসেবে প্রথমে **Minerva** পেচাকে বেছে নেয়া হয়। **Minerva** হলো রোমান রূপকথার জ্ঞানের দেবী। এছাড়াও পিড়ামিড, একচোখ, রক সাইন এ সকল হল ইলুমিনাতির প্রতিক। একচোখ বলতে এখানে দাজ্জাল কে বুঝানো হয়েছে।

মূলত পুরো পৃথিবীতে ইলুমিনাতিদের নাম ডাকা কিন্তু তারা এইটা চায় না যে কেউ জানুক তারা ইলুমিনাতি। এমনকি সরাসরি প্রকাশও করে না। কৌশলে ফিতনার বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমাদের। আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন এই সেলিব্রিটিরা তাদের হাতের স্টাইল করে ত্রিভুজীয় পিরামিড আকারের, তাছাড়া বিভিন্ন শয়তানের সিম্বল তারা হাত দিয়ে প্রকাশ করে। ফেরাউন, নমরুদ, দাজ্জাল এদের বিভিন্ন চিহ্ন সম্বলিত ট্যাটা তিন আংগুল, একচোখ ডাকা ইত্যাদি স্টাইল তারা করে। আর আমরাও এখন এগুলো করছি না বুঝেই। এখন বলতে পারেন, আমরা এগুলো করলেই তো আর দাজ্জালের ফিতনায় পরে যাচ্ছি না এমনকি আমরা এগুলো জানিও না এত তাহলে সমস্যা কি!! সমস্যা এখানেই এই জিনিসগুলো আমাদের ব্রেইনে সাধারণভাবে সেট হয়ে যাচ্ছে। আমরা এগুলো দেখছি, করছি আর পরবর্তী প্রজন্মও এগুলো সহজ ভাবেই নিবে তারপর তার পরবর্তী প্রজন্ম আরো সহজভাবে নিবে একসময় দাজ্জালকেই সাধারণ হিসেবে নিবো।

কারণ তারা দাজ্জালের সাইন সিম্বলগুলো সাধারণভাবেই দেখে আসছে। Katy Perry আপার ৪ বছর আগের Dark Horse গানে নমরুদ রূপে নিজেকে দেখিয়েছিল। এদের সব গানেই কৌশলে বিভিন্ন সাইন-সিম্বল আমাদের দেখিয়ে যাচ্ছে। তাদের গানের লিরিক্সের অর্থ মেলালেই কিছু গোলমাল অনুভব করতে পারবেন। আর ইলুমিনাতি নিয়ে ভিডিও দেয়ায় ইউটিউবে মনিটাইজ দেয়া হয় না এমনকি বন্ধও করে দেয়া হয়।

আমরা প্রায়ই দেখি বড় বড় সেলিব্রিটিরা আত্মহত্যা করে, এক্সিডেন্ট করে। এগুলো কি শুধুই সাধারণ মৃত্যু!! ইলুমিনাতিতে নানা ব্লাক ম্যাজিক এবং শয়তানের সাথে আত্মার বিনিময় বা বিক্রি পর্যন্ত করে থাকে। এর দ্বারা তাদের দুনিয়ার নানা ইচ্ছা পূরণ করে শয়তান। যা হয়ে থাকে ব্লাক ম্যাজিকের মাধ্যমে। কি চমকে গেলেন!! আত্মার বিনিময় বা বিক্রি আবার কিভাবে করে!!

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন, “এরা এমন বিদ্যা শিখত, যদ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোন উপকার হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত!” (সূরাহ বাকারাহ, আয়াত : ১০২)

হুম... আমরা হয়ত বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর সেবা নেয়া বন্ধ করতে পারব না। তবে তাদের টেকনোলজিগুলো আমরা ভাল কাজে ব্যবহার করতে পারি। আর এইসব সেলিব্রিটিদের স্টাইল থেকে দূরে থাকুন। নিজেও একটু এই ইলুমিনাতি নিয়ে গুতাগুতি করে দেখতে পারেন। আমরা একটু ভাল কাজ করলেই আল্লাহ্ ﷻ অনেক খুশি হয়ে যায় আমাদের উপর। একটা ভালো কাজকে ১০গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয় আমলনামায়।

মহান আল্লাহ ﷻ আমাদের সবাইকে ফিতনা থেকে বাঁচার তৌফিক দিনা (আমীন)

## ইলুমিনাতি আপনার আমার পাশেই:

Illuminati প্রধান লক্ষ্য 'নোভাস অর্দো সেকলোরাম'(ডলার বিলের উপরে আই অব প্রভিডেন্স বা ওয়ান আই এর নিচে দেখুন) অর্থাৎ নতুন ধর্মনিরপেক্ষ(সেকুলার) আইন(নতুন মেসিয়ানিক যুগের আইনও বলা হয়) এর ছায়াতলে ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্ট গঠন। ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্ট বলতে বোঝায় সারা পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে সীমানা একাকার করে সারা বিশ্বকে একটি সরকার ব্যবস্থার কর্তৃত্বে আসা।



এ মহান লক্ষ্যটাকেই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বলে। এ মহাপরিপ্লবনার কথা মার্কিনপ্রেসিডেন্টদের মুখেই একাধিকবার বেশ গর্বের সাথে এসেছে। এর বাস্তব

ভিডিও প্রমাণও রয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভ গঠন এ উদ্দেশ্যেই হয়েছিল বিল্ডারবার্গ ফ্যামিলি কর্তৃক। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থা, চাকুরী, ব্যবসায়-বানিজ্য, ধর্মসহ অন্যান্য প্রতিটা ক্ষেত্রে এক চোখের ছায়াতলে আনবার কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে বহু আগে থেকেই। প্রায় প্রত্যেক সেক্টর 'নতুন ধর্মনিরপেক্ষ নীতি'র নিয়ন্ত্রনে চলে এসেছে।

এই লক্ষ্যে হাজারও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে কাজ করছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘকে প্রি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বলা যেতে পারে। আর জাতি সংঘের অঙ্গ সংগঠন গুলো তো আছেই। খুব জোড় গতিতে আগুয়ান একটি অর্গানাইজেশন এর নাম 'এজেন্ডা ২১' সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল(goal)।

আমাদের দেশে আঞ্চলিক নাম ভিশন ২১। এজেন্ডা একুশের একুশ শতকের চেতনা সরকারি খাত সমূহে ডিসিশনাল ইন্টারফেয়ার করবার ক্ষমতা রাখে। এর কারন সকল পলিটিক্যাল ম্যানিপুলেশন এদের থেকেই ফিল্টার্ড হয়ে আসে।

অর্থনীতি, খাদ্য, চিকিৎসা, জনসংখ্যা খাতে এজেন্ডা ২১ এর স্পেশাল কম্পেন্ডেশন। হাইব্রিড জেনেটিক মডিফাইড বীজের সরবরাহ, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ফ্লোরাইডেশন, এনজিও সহ জানা অজানা অনেক খাত সর্বত্র



এজেন্ডা ২১ এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

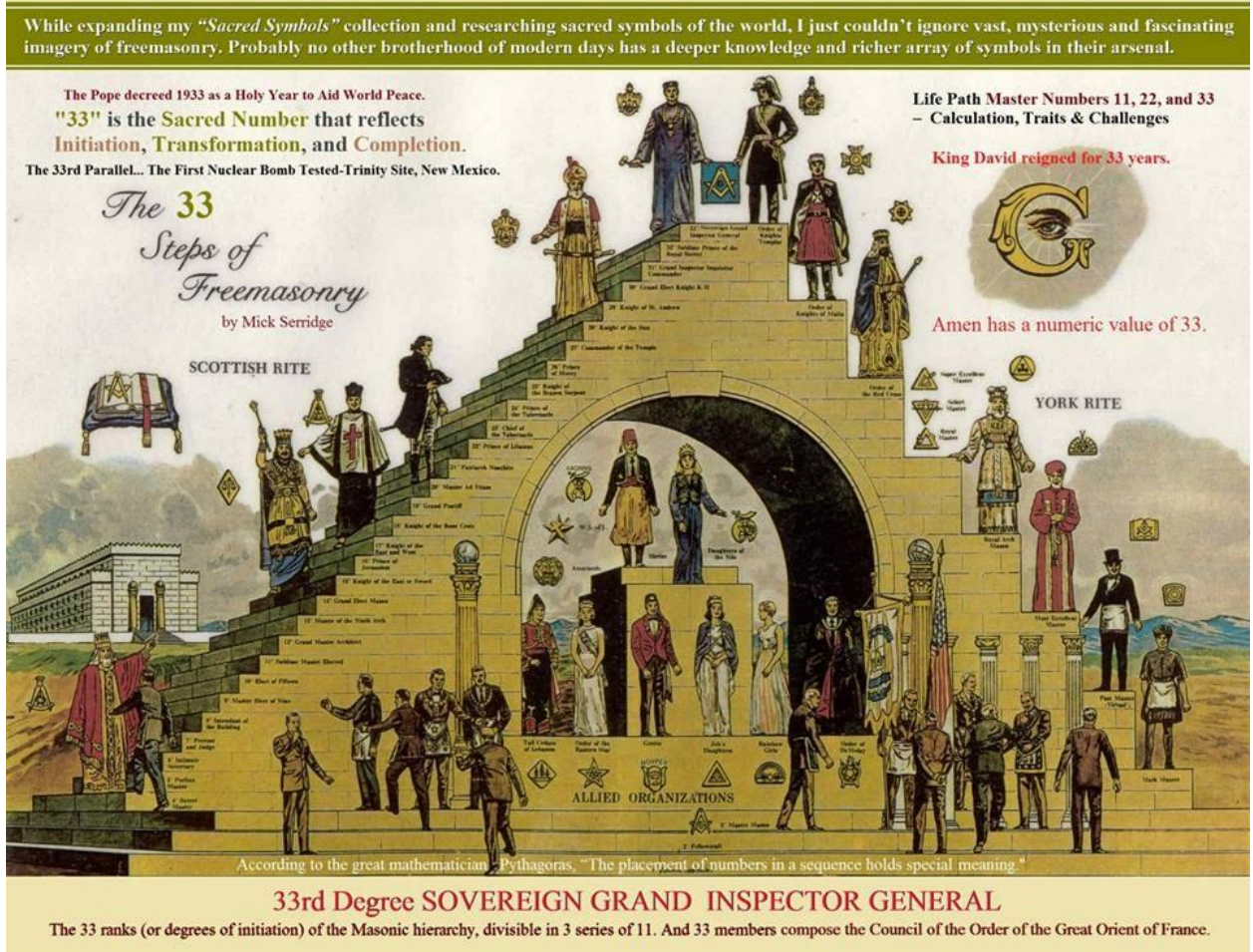
ভিশন ২১ বা এজেন্ডা ২১ এর মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে **sustainable goal**. সেই গোল হচ্ছে জনসংখ্যা ৯০% এর উপরে ইলিমিনেট করে একটি স্বপ্নরাজ্য বা ইউটোপিয়া প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। যেটাকে ভেনাস প্রজেক্ট বলে। ভেনাস প্রজেক্টের জন্য কর্মরত আছে **zeitgeist movement**। রিসেন্টলি তারা আত্মপ্রকাশ করেছে। এজেন্ডা ২১ সংগঠনটি ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ একটি হলুদ বইতে প্রস্তাবনা রিলিজ করার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করায়। এজেন্ডা একুশের সাথে সম্পৃক্ত **CNN** এর মালিক টেড টার্নারকে একবার সাক্ষাতকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন ৯০% এর বেশি গ্লোবাল পপুলেশন ইলিমিনেট(বাদ দেওয়া) করার চিন্তা করা হয়, তাতে তিনি রেগে উত্তর দেন আমাদের(পৃথিবীর) জনসংখ্যা অতিরিক্ত। তাদের স্বপ্ন রাজ্য এরূপ যে তা বিরাট এলাকাজুড়ে ১১ টি ডিস্ট্রিক্ট এ বিভক্ত, সে ল্যান্ড অত্যন্ত সিকিউরড বেষ্টিত ঘেরা।

এর ভেতর সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে স্বপ্নময় জগৎ যেখানে প্রাকৃতিক রিসোর্সের কৃত্রিম ব্যবস্থা থাকবে। এ প্রযুক্তিভিত্তিক রাজ্যকে বোঝাতে জাইকাইস্ট মুভমেন্ট টেকনোক্রেসি শব্দ ব্যবহার করত। আর অবিনশ্বর জীবনের কামনায় চীর অমরত্ব দিতে কাজ করছে অনেক গুলো ট্রান্সহিউম্যানিস্টিক অর্গানাইজেশন। ট্রান্সহিউম্যানিজম হচ্ছে হিউম্যান এবং টেকনোলজির কম্বিনেশন ঘটিয়ে শারীরিক সীমাবদ্ধতা দূরকরনের প্রয়াস।

ওদের লক্ষ্য সিঙ্গুলারিটিতে পৌছানো। এখন পর্যন্ত ছোট খাট অর্গানে ম্যান-মেশিন কন্সট্রাক্ট করার দাবি পাওয়া গেছে। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে বিশ্বশাসন ব্যবস্থার কন্সটিটিউশন বা সংবিধান হচ্ছে প্লেটোর আদর্শ পরিবার দর্শন এবং কমিউনিস্ট সোশ্যালিজম এর কন্সট্রাক্ট সংবিধান। দুটি শ্রেণী থাকবে। মানুষের মধ্যে দু শ্রেণী থাকবে। এর একটি এলিটদের যারা শুধু কমান্ড এবং ভোগ করবে। আরেকটা শ্রেণী শ্রমিক-পরীক্ষাগারের গিনিপিগ ইত্যাদি অবস্থায় থাকবে।তো এই ধর্ম নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থায় প্রধান ও শীর্ষে থাকবে একজন মহামান্য ওয়ার্ল্ড লিডার। তিনি জিউইস মিসায়াহ, মুসলিমরা দাজ্জাল বলে, এন্টি ক্রাইস্ট বলে খ্রিষ্টানরা, হিন্দুদের কল্কিগুরু, বৈষ্ণব ধর্মের ইষ্কনের(ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস) লর্ড কৃষ্ণ, বৌদ্ধদের মৈত্রেয় বুদ্ধ,তিব্বতীয় বৌদ্ধদের রুদ্রচক্রী,খিওসফিস্ট/মিস্টিক্স/স্পিরিচুয়ালিস্টদের ওয়ার্ল্ড টিচার বা এসেন্ডেড মাস্টার। দ্য আই অব প্রভিডেন্স বা ডলারের পিরামিডের উপর এক চক্ষু যার উপর লেখা 'ইন গড উই ট্রাস্ট' সে গডের একচোখ দ্বারা দাজ্জালকে সিম্বলিক্যালি সিগনিফাই করা হয়।

পিরামিড ক্ষমতার হায়ারার্কির তাৎপর্য বহন করে। ক্ষমতার সবচেয়ে নীচে আছে সরকার ও তার মাঠপর্যায়ের কর্মী সমর্থক এবং নানান এঞ্জিও কর্মীরা যাদের সংখ্যা অনেক। এজন্য ক্ষমতার চেইনে সবচেয়ে নীচে এবং বড় সংখ্যা বা পোক্ত শিকড় বোঝাতে পিরামিড এর নিচটা সবচেয়ে মোটা। যত উপরে তত পিরামিড সরু হয়,

মানে ক্ষমতার চেইন অল্প কিছু মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত এবং সবার উপরে একচোখ দ্বারা দাজ্জালকে সর্বময় ক্ষমতার শীর্ষে বোঝানো হয়।



ব্যাংক ও অর্থনীতি ব্যবস্থা এই অল সিইং আই দ্বারা যে গডকে বোঝায় তার উপর বিশ্বাস করে অর্থাৎ রব হিসেবে স্বীকার করে, তাই ডলার বিলে এমনটা দেখছেন।

সারাপৃথিবীর সকল দেশের সরকার এই একচোখের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে। কিছু দেশ উপরে উপরে ভাল সেজে ওদের গোলামী করেও উপরে উপরে ভাল

সাজবার জন্য নাটক বিভিন্ন নাটক করে। মূলত জাতিসংঘের সকল সদস্যই দাজ্জালের প্রভুত্ব নিয়ে নিয়েছে। আর অন্তিম মুহূর্তে ইলুমিনাতির এজেন্ডা ২১ এর প্রিফার্ড রাজনৈতিক দলগুলোকে ক্ষমতার চেয়ারে বসানো হয়েছে কন্ডিশনিং এর জন্য। যারা যতই ধর্মনিরপেক্ষ(secularist) ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পক্ষে তারা ততই **Novus ordo seculorum** প্রতিষ্ঠায় বেশি কার্যকর। এজন্য দেশে দেশে পলিটিকাল ফিল্ডে সেকুলারিস্ট পার্টির জয়জয়কার। আমাদের দেশে কারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলে?

দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশে ইলুমিনাতির মিশন বাস্তবায়নে প্রকাশ্যে কাজ করে যাচ্ছে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ .....। এজন্য আমরা সে মহামিশন বাস্তবায়নে \_\_\_\_\_ মুখে ভিশন টুয়েন্টি ওয়ানেরও

**(Agenda 21) কথা শুনি।**

ধর্মবিশ্বাস দাজ্জালের চেতনা বাস্তবায়নে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আর এর মধ্যে প্রধান অন্তরায় ইসলাম। অন্য ধর্মগুলোকে কোন না কোন ভাবে দাজ্জালের দিকে ডাইভার্ট করা গেলেও ইসলাম এ ব্যপারে ঘাড়ত্যাড়া। এ সমস্যা সমাধানে ইসলামের মধ্যে অনেক আগে থেকেই ডিভাইড এন্ড রুল স্ট্রাটেজি পালন করে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। সেই সাথে RAND কর্পোরেশনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ইসলামিক মডারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেটা একটা ডিজবিলিভার

কম্প্রোমাইজড ইজলাম। ইয়ে মানে মোডারেট মোজলেম। তারা তাগুত বায়াস্ট সহীহ আকিদা প্রচারের দ্বারা মোডারেট বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে।

এছাড়াও সুফিপন্থী(মিস্টিক্স/মিস্টিসিজম) মতাদর্শগুলোও সরকার ও তাগুত বান্ধব করা হয়েছে। মোডারেটরা সুফিদের বিরুদ্ধে লেগে থেকে ডিভাইড এন্ড রুল স্ট্রাটেজির বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েছে। তারা অনেকেই নিজেদের অজান্তেই কাফেরদের বানানো ফাদে পড়ে আছে। নিজেদের অজান্তেই ওদের দালালি করছে। কাফেরদের কাজ সহজ করে দিচ্ছে। আর সরলপথের বান্দাদেরকে আইসোলেট করে দেওয়া হচ্ছে সব স্থান থেকে।

ইলুমিনাতির আল্টিমেট ধর্ম বিরোধী ফাদ হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিজমের নামে সব ধর্মগুলোকে একিভূত করা। দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আধ্যাত্মবাদ আর অকাল্ট মিস্টিসিজম এর বিরুদ্ধে কারও লেখনী পাই নি। কাফেররা ইস্টার্ন মিস্টিসিজমকে পছন্দ করেছে। অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী আধ্যাত্মিকতা যার জন্য ইলুমিনাতি আর্টিস্ট রে অব লাইট ম্যাডোনার মিউজিক ভিডিওতে তার হাতে 'ওঁ' 'কে কালজাদুবিদ্যার মূল ফাউন্ডেশন হিসেবে বুঝিয়েছে। থিওসফিস্টরাও এ ব্যপারে একমত। সেই সাথে নিউ এজ মুভমেন্ট। আমাদের দেশে সাফল্যের সাথে কোয়ান্টাম ম্যাথড কাজ করে চলছে, তাদেরই শাখা হিসেবে।

সুফিবাদও প্রোমোট হচ্ছে সরকারের ছত্রছায়ায়। আধ্যাত্মবাদের প্রসারে জাতিসংঘ

প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। কিছু ইয়োগা প্রতিষ্ঠানকে এমনকি আর্থিক সাহায্যও করে যাচ্ছে বলে অনেক তথ্যপ্রমাণ আছে। URI, একোনমিক্যাল মুভমেন্ট সহ অনেক ভাবে চলছে ধর্মের বেড়াজাল ভেঙ্গে ওয়াহদাতুল উজুদের(Monism) দ্বারা একাকার করে দেওয়ার। আর আধ্যাত্মিক মহান নেতার অপেক্ষা করা হচ্ছে। তিনি ওই একচোখওয়ালা গুরু ছাড়া আর কেউ নন। সম্প্রতি এবিসি রেডিওতে কিব্রিয়া সরকার এবং রেজা সাহেব নামের দুজন স্পিরিচুয়াল এয়োয়াকেনিং এর জন্য কাজ করে চলছেন অজানা স্পিরিচুয়াল ব্রাঞ্চার উপর ডিপেন্ড করে। এখন এদেশে এডভারটাইজ গুলোও ইয়োগা মেডিটেশনকে আধুনিক প্রাকটিস হিসেবে দেখাচ্ছে।

এভাবেই আমাদের আশেপাশে দাজ্জালের অনুসারীরা রয়েছে এবং নির্বিঘ্নে কাজ করে যাচ্ছে।। ওদের কার্যক্রমের উদাহরণ এরূপ যে কোন এক রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব হবে বলে কোন এক এলাকার সমর্থক পক্ষ তাকে বরন করে নেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্টেজ, প্যান্ডেল, ব্যান্ডবাদক, ফুল দ্বারা বরনের নানা আয়োজন। এখানে ওই রাজনৈতিক নেতাকে দাজ্জাল হিসেবে ধরুন এবং তার বরন আয়োজকরা তার আবির্ভাবের পরিবেশ সৃষ্টিকারী অনুসারী।

### ইসলামও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ঘটাবে-

শুধু এক সরকারি কেন্দ্রিক বিশ্ব শাসনব্যবস্থা যে শুধু দাজ্জাল করতে চাচ্ছে তা না,



সেটা আল্লাহরও সর্বকালীন নির্দেশ।। আল্লাহ বলেন।

"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)"[২:১৯৩]

আর এই মহিমাম্বিত হুকুম পালন করে যাচ্ছে একদল মুজাহিদ যারা সর্বযুগেই বিদ্যমান।

মুগীরা ইব্ন শু'বাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন  
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা  
বিজয়ী থাকবে। এমনকি যখন ফিয়ামত আসবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে।  
(৭৩১১, ৭৪৫৯, মুসলিম ৩৩/৫৩, হাঃ ১৯২১) (আ.প্র. ৩৩৬৯, ই.ফা. ৩৩৭৬)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৬৪০

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এ দলটি আজও আছে যাদের আমরা জঙ্গী নামে জানি। কাফেরদের মিডিয়া  
আমাদেরকে তাদের সন্ত্রাসী ডাকতে শেখায়।। এই দলটি ঈমাম মাহদী এবং  
অবশেষে ঈসা (আ) এর সাথে যুক্ত হয়ে দ্বীনকে বিজিত করবে এবং ওই

আয়াতের হুকুমের পরিপূর্ণতা দান করবে। এবং ইসলামের দ্বারাই ওয়ান ওয়ার্ল্ড  
গভার্নমেন্ট গঠিত হবে যা হবে শান্তির। তখনই মানুষ জানবে ইসলাম মানে সত্যিই  
শান্তি। দাজ্জাল লাঞ্ছনাজনক ভাবে খুন হবে ঈসা রুহুল্লাহর বর্ষার আঘাতে। তাগুতি  
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার পরাভূত হবে। বিইযনিলাহ

.....  
সুতরাং সকল তন্ত্র মন্ত্র ভুলে আসুন তাওহীদের ছায়াতলে। গুরাবাদের সাথী হউন।

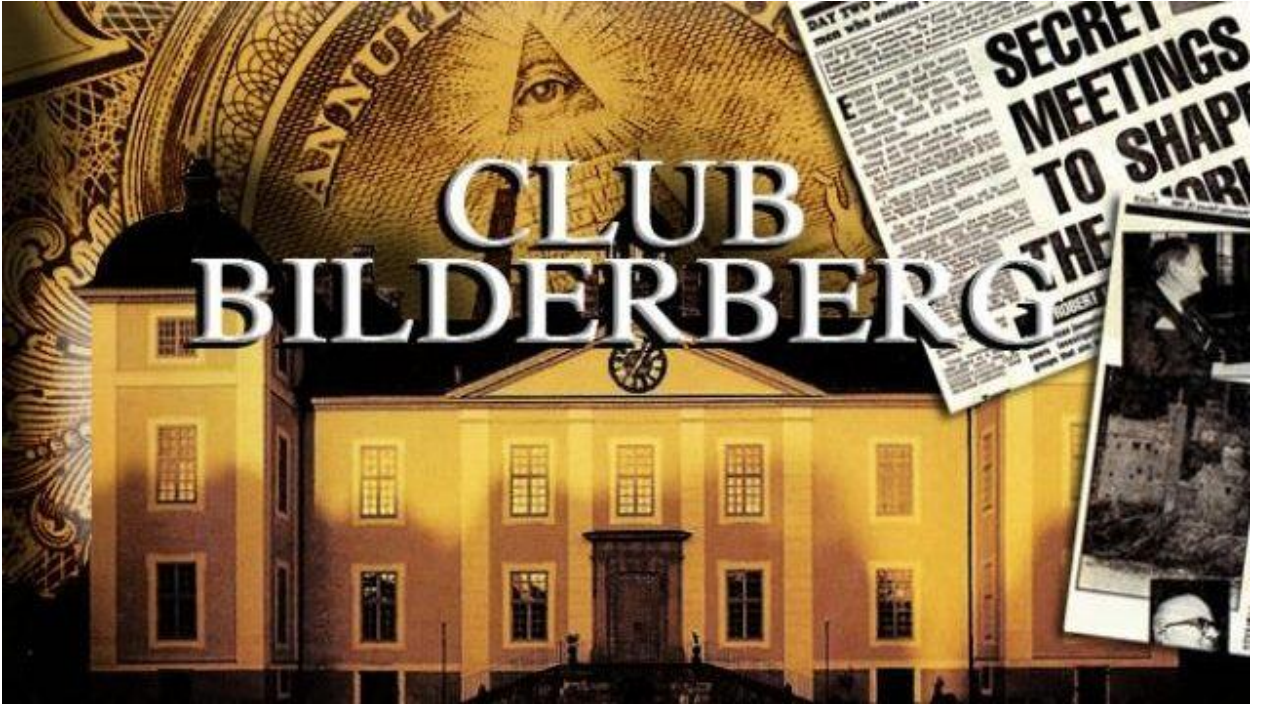
## রহস্যময় বিল্ডারবার্গ সম্মেলনের নাম শুনেছেন??

প্রতি বছর বিশ্বের ১৩০-১৫০ জন ব্যক্তি একটি গোপন মিটিং করে। রহস্যজনক সেই  
মিটিংএ সিদ্ধান্ত হয় আগামী এক বছর বিশ্ব কোন নিয়মে চলবে। এ গ্রুপটিকে বলে

বিল্ডারবার্গ গ্রুপ এবং সম্মেলনটিকে বলে ‘বিল্ডারবার্গ সম্মেলন’। বিল্ডারবার্গ  
সম্মেলনের সব কার্যক্রম থাকে মিডিয়ার সম্পূর্ণ আওতার বাইরে। বিল্ডারবার্গকে মনে  
করা হয় অন্তরালে বিশ্ব নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এ সম্মেলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য  
হচ্ছে, এ মিটিং এ কারা অংশগ্রহণ করছে বা কি আলাপ চলছে তা কখনই প্রকাশ  
করা হয় না। বিভিন্ন ইহুদী কোম্পানিগুলো এ মিটিং এর খরচ বহন করে।

১৯৫৪ সালে বিল্ডারবার্গ গ্রুপের প্রথম সম্মেলন হয়। বিল্ডারবার্গ সম্মেলনের মূল  
উদ্যোক্তা রকফেলার ও রথচাইন্ডের মতো ইহুদি ধনকুবের ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা।

২০১২ সালে বিল্ডারবার্গ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় এবং ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় ব্রিটেনে। বিল্ডারবার্গ সম্মেলনে কারা কিভাবে আমন্ত্রিত হয় তা থাকে সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত। বিশ্বের জায়ান্ট করপোরেশনের কর্তারা সব সম্মেলনে থাকে। এর বাইরে বিশ্বের প্রথম কাতারের ব্যাংকিং করপোরেশন, বীমা সংস্থা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারক, বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নীতিনির্ধারক ও রাজনীতিবিদ এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।



বিল্ডারবার্গ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কোন তথ্য এ পর্যন্ত কোন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় নাই। কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাও সম্মেলন কর্তৃপক্ষের রেফারেন্সে, কিন্তু সেগুলো আদৌ সত্য কি না তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তবে বিল্ডারবার্গ সম্পর্কে যতই রহস্য থাকুক, এটা নিশ্চিত যে,

- ১) ইহুদী ও ইহুদীবাদীরা এ সম্মেলন করে থাকে,
- ২) সামনের এক বছর কিভাবে বা কোন কৌশলে বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করা হবে তার রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়,

৩) মাত্র ১৩০-১৫০ জনই নির্ধারণ করে বিশ্ব কিভাবে চলবে,

৪) ইহুদী ও ইহুদীবাদীদের সকল স্বার্থ রক্ষা করাই এ গ্রুপের মূল উদ্দেশ্য।

৫) এ লোকগুলোই বিশ্বের থিং- ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করছে, তাদের বুদ্ধি দিয়ে সব কাজ হচ্ছে।

৬) অবশ্যই এ সম্মেলনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

তাই প্রত্যেক বছর সারা বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিশেষ ঘটনাগুলোকে বাছাই করে মুসলিম থিঙ্ক ট্যাংক দের চিন্তা করা উচিত:

এ ১৩০-১৫০ জন লোকগুলো আসলে কে?

কিভাবে তাদের স্বার্থগুলো কোন উপায়ে সংরক্ষিত হচ্ছে?? এবং পরের বছর বিশ্ব কোন দিকে যেতে পারে??

**N:B:** কাফেরদের পরিকল্পনা গুলোকে বাহ্যিক ভাবে যতই শক্তিশালী দেখাক না কেন, মূল বিজয় ইসলাম ও মুসলমানদের ইনশাআল্লাহ।

সম্রাট অশোক ও ৯ রহস্য মানব (এলিয়েন / শয়তান) এবং  
তাদের গুপ্ত জ্ঞানের সংরক্ষণ:



যেহেতু এই বিষয়টি অত্যন্ত রহস্যজনক এবং খুব বেশি মানুষ জানে না। তাই  
তিনটি আর্টিকেল দেয়া হলো। এক্ষেত্রে একই কথা কয়েকবার চলে এসেছে।

Article-1



সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩- ২৩২ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। দক্ষিণ ভারতকে কেন্দ্র করে পূর্বে আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমে ইরান ও আফগানিস্তান, উত্তরে পামির মালভূমি পর্যন্ত তিনি শাসন করতেন। কলিঙ্গ রাজ্য দখল করার জন্য (আনুমানিক ২৬১ খ্রিস্টপূর্বে) অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। সে যুদ্ধে কলিঙ্গ বাহিনীর প্রায় এক লাখ ও মৌর্য বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সৈন্য মারা যায়। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্রাট অশোককে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এর পর থেকে তিনি যুদ্ধের নীতি ত্যাগ করে অহিংস বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। অহিংসার বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোক বিভিন্ন সময় তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শিলালিপিতে নানা ফরমান জারি করেন। সম্রাট অশোক যিনি পরে একজন সাধু হয়ে যান।

তার প্রাসাদে ৯ জন রহস্যময় লোক ছিলেন যারা মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ৯টি বিষয়ে অনেক জ্ঞানী ছিলেন। বলা হয়ে থাকে আধুনিক বিজ্ঞানের এত আবিষ্কার সেই রহস্যময় ৯টি বইয়ের কিছু অংশমাত্র যা দুর্ঘটনা চক্রে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই রহস্যময় ৯ জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয়, তাদের বই ও জ্ঞানের ভাণ্ডারের কেবল গল্পই শোনা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ প্রমাণও দেখা গেছে, কিন্তু রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি।



## Article-2



সম্রাট অশোক আর তার নয় অজানা মানবা কারো কাছে ফ্যান্টাসি মনে হতে পারে, কারো কাছে মিথ, কারো কাছে সত্যিই ভাববার মতো। আমার কাছে মিথ আর সত্যের মাঝামাঝি কিছু। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেয়ার পরপরই গঠন করলেন ৯ সদস্যের একটি দল- পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে গোপনা যাদের দায়িত্ব ছিল জ্ঞান সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করা। তাও এমনসব জ্ঞান যা সাধারণ মানুষের কাছে বা ভুল মানুষের হাতে গেলে তা হতে পারে মানবসভ্যতার জন্য হুমকি। নয়জনে লিখলেন নয়টি বই যাতে যুক্তিসঙ্গতগত করা হলো কিছু বিদ্যা।

১. প্রপাগান্ডা ও সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার

২. ফিজিওলজি

৩. মাইক্রোবায়োলজি

৪. আলকেমি

৫. কমিউনিকেশন

৬. গ্র্যাভিটেশন

৭. কসমোলজি

৮. লাইট

৯. সোসিওলজি

ভারতে কী অবাক লাগে না। খ্রিস্টপূর্ব২৭৮ সালে এ ঘটনা ঘটেছিল। ধারণা করা হয় এ সোসাইটির লোকরা অর্থাৎ এ নয়জন মানুষ অমরত্ব লাভ করেছিলেন। আর মাঝে মাঝে তারা আসেন আমাদের মাঝে মনুষ্যত্বের খাতিরে মানবতার স্বার্থে। বলা হয়ে থাকে পোপ সিলভেস্টার ২য়- এর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। কলেরা ভ্যাকসিন আবিষ্কারেও নাকি ছিল এ নয়জনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। কম্পাইরেসি থিওরিস্ট ও থিওসফিস্টরা বিশ্বাস করেন এ নয়জন মানবতার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। জগদীশ চন্দ্র বসুও নাকি সরাসরি সহযোগিতা পেয়েছিলেন তাদের রেডিও আবিষ্কারের সময়ে।

### Article-3

**সম্রাট অশোকের দরবারে ছিলো ৯ এলিয়েন!**

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্রাট অশোকের জীবনযাপন ছিলো অন্যান্য শাসকদের চেয়ে ব্যতিক্রম। মুদ্রা ও ডাক ব্যবস্থার উদ্ভাবনের কারনে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু তৎকালীন মানুষ বুঝতে পারেনি বলে সেটি আর প্রচলিত হয়নি। শুধু তাই নয়, এমন বহু কিছু তিনি

আবিষ্কার করেছিলেন যেগুলো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বলে তিনি গোপন করেছিলেন।

প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে জানা গেছে সম্রাট অশোকের দরবারে ৯ সদস্যের একটি বিশেষ দল ছিলো। যাদের পরিচয় তো দূরে থাক তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানাও সম্ভব হয়নি।



এই ৯ জনের দায়িত্ব ছিলো জ্ঞান ৯ টি বিশেষ শাখায় জ্ঞান সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করা। ইতিহাসবিদদের মতে, ওই নয়জন আলাদাভাবে বিশেষ বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। পরবর্তীতে সেই ৯ জনই আলাদাভাবে ৯টি বই লেখেন। এই ৯টি বিষয় হলো মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কৌশল, দেহ বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জীবাণুবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মহাকর্ষ, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আলো।

এই রহস্যময় ৯ ব্যক্তিকে নিয়ে মার্কিন বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক ট্যালবট মানডে ১৯২৩ সালে লেখেন বিখ্যাত উপন্যাস দি নাইন আননোউন

(The Nine Unknown)। যে রহস্য রোমাঞ্চে ভরা উপন্যাসটির পটভূমি ছিল সম্রাট অশোকের সেই অজানা ৯ মানবা

সেখান থেকে জানা যায়, যিশু খ্রিস্ট জন্মেরো আড়াইশ বছর আগে অশোক এই ৯টি জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু মানব জাতির অস্তিত্বের স্বার্থে তা চিরকালের জন্য গোপন করে ফেলেন সম্রাট অশোকা।

ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মতে, অশোকের মৃত্যুর আগে গোপন ৯টি বইকে বিপথগামী মানুষের হাত থেকে রক্ষার জন্য ৯ জনের দলটি আত্মগোপনে চলে যান।

এদিকে একদল বিজ্ঞানী বলছেন সম্রাট অশোকের সাক্ষিণ্ডে হঠাৎ আসা রহস্যময় মানুষেরা আসলে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান এলিয়েন ছিলেন। যারা বিভিন্ন সময় উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানা প্রমাণ হিসেবে তারা বলছেন এডিসনের সঙ্গে সবসময় থাকা এক ব্যক্তির কথা শোনা যেত যার নাম কেউ কখনো জানতে পারেনি। তিনি এডিসনকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। এমনভাবে এলিয়েনরা চিরকালই বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের পাশে থেকে তাদের প্রভাবিত করেছেন।

RM: নিচে দেয়া তথ্যসূত্র গুলোতে ভিজিট করলে আপনারা বুঝতে পারবেন, এই ৯ রহস্য মানব, মূলত মানুষরূপী এলিয়েন (জীন / শয়তান) ছিল। এরা (এলিয়েন) তখন থেকেই তাদের পূজারীদেরকে (সিক্রেট সোসাইটির সদস্য) বিভিন্ন গুপ্ত জ্ঞান সরবরাহ করে আসছে।

বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চই বুঝে ফেলেছেন, ভারতীয়দের বিজ্ঞান নামক অপবিজ্ঞানের জনক কে বা কারা?

Source:

<http://bangladesherkotha.com/2019/09/23/232698/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9F-%E0%A6%85%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0->

[%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=Ohs1y1hMVqE>

<https://www.youtube.com/watch?v=6OqdZiHtFe0>

## **The Mysterious Secret Society of Ancient India and The Nine Unknown Men of Ashoka**

<https://www.ancient-origins.net/myths-legends-asia/mysterious-secret-society-ancient-india-and-nine-unknown-men-ashoka-006714>

## **The Mystery of the 9 Unknown Men**

<https://medium.com/storymirror/the-mystery-of-the-9-unknown-men-a80060f944a7>

Ancient Aliens

## **S 11 E 8**

### **The Mysterious Nine**

Jul 08, 2016 | 43m 11s | TV-PG

In 2013, former Canadian Minister of Defense, Paul Hellyer, made a shocking claim--that there is a federation of extraterrestrial beings monitoring and guiding humanity. But why would such an esteemed politician make such a controversial announcement? Ancient Astronaut theorists believe evidence can be found throughout history to prove his claims are true. Stories of emperors, kings and pharaohs consulting a pantheon of nine gods can be found in virtually every culture across the globe. Even channeling sessions conducted by CIA scientists in the 1950s connected with an otherworldly group of entities called "The Nine" -- extraterrestrials here to influence the events on Earth. Could there be an intergalactic council of nine secretly working behind the scenes, dictating the course of humanity?

<https://www.history.com/shows/ancient-aliens/season-11/episode-8>

## **The Secret Nine of Ashoka**

<https://bitmesra.ac.in/naps/the-secret-nine/>

সিক্রেট সোসাইটি-‘মিথরাস’(সান গড / হোরাস / মৈত্রেয় / দাজ্জাল):



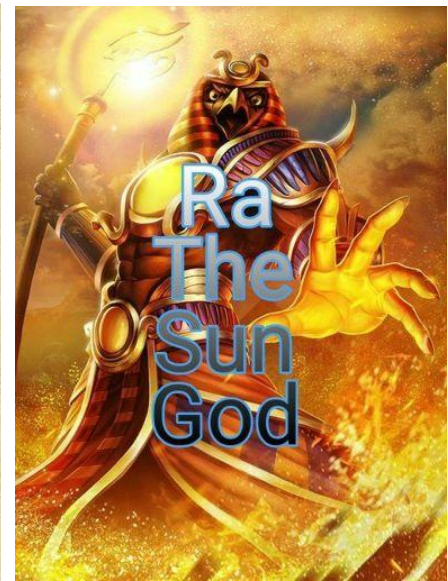
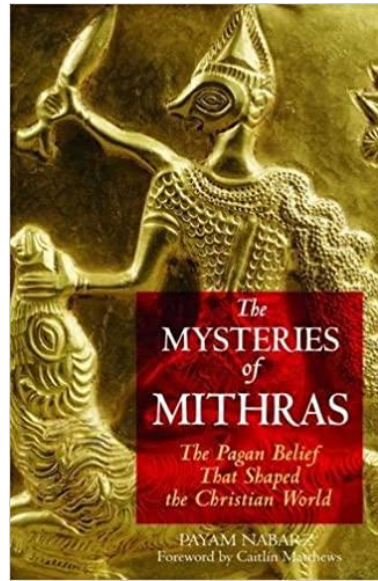
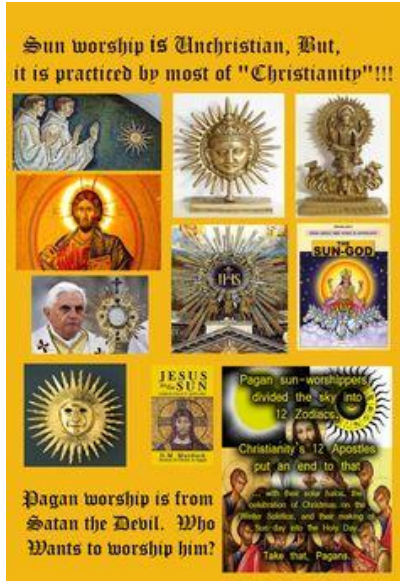
সিক্রেট সোসাইটিগুলো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এক ধরনের বাড়তি আকর্ষণ পায়া সময় ও পরিস্থিতি কখনো কখনো আলোকচ্ছটার মত তাদের সামনে এনে দিলেও, আল্টিমেটলি এগুলো মিথিক্যাল হয়েই থাকে। একটি প্রচলিত মিথ হল শক্তিশালী কিছু সিক্রেট সোসাইটি প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে আদতে পুরো মানবজাতিকেই নিয়ন্ত্রণ করে। ইলুমিনাটি নামক সোসাইটিটির নিয়ন্ত্রণক্ষেত্র ফিল্ম, মিউজিকসহ বিনোদন জগৎ। পৃথিবীর বৃহৎ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রী হলিউড বলিউডে



(অভিনেতা সাইফ আলী খানের ইলুমিনাটি প্রডাকশন! [১]) তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ইলুমিনাটিরা প্যাগান বা শয়তানের উপাসকা আসলে অতীব গোপনীয়তাই তাদের মিথে পরিণত করেছে, ফলে সত্য-মিথ্যা প্রশ্নবিদ্ধই থাকে। তবে ঐতিহাসিক কিছু বাস্তবতা অবশ্যই আছে। তবে দেখা গেছে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এসব সিক্রেট সোসাইটিগুলো লোকচক্ষুর আড়ালে যেতে বাধ্য হয়। ইলুমিনাটি, ফ্রিমেসন নামের গোপন সংগঠনগুলো যতটা আলোচনায় আসে, সে হিসেবে ‘মিথরাস’ নামক গোপন সংগঠনটি খুব কমই আলোচিত হয়। অথচ এই ‘মিথরাস’দের ধর্ম ছিল একসময়ে প্যাগান ইউরোপীয় সভ্যতায় খুবই প্রভাবশালী একটি ধর্ম। শুধু তাই নয় এর ব্যাপ্তি ঘটেছিল সারা পৃথিবীব্যাপী। এর প্রভাব এতোই শক্তিশালী ছিল যে এটি একেশ্বরবাদী ক্রিষ্টিয়ান ধর্মকেও প্যাগানিজমের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। মূল স্রোতের ক্রিষ্টিয়ানিটি প্যাগানিজম দ্বারা প্রভাবিত এরকম একটা ধারণা প্রচলিত থাকলেও, সেই প্যাগানিজমের উতস যে ‘মিথরাস’ সেটা হয়ত অনেকেই জানে না। এই লেখায় সেই ‘মিথরাস’দের জানার চেষ্টা করা হবে।

পার্সিয়ান ভাষার প্রভাব এই উপমহাদেশে অনেক আগে থেকেই। তাই পার্সিয়ান ‘মেহের’ নামটির সাথে তারা পরিচিত হয়ে থাকবেন। তেমনি শুনে থাকবেন ভারতীয় ‘মিত্রা’। এই ‘মিত্রা’ বা ‘মেহের’ হল ইন্দো-ইরানিয়ান সূর্যদেবতা ‘মিথরাস’ যাকে পার্সিয়ানরা খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সালের দিকে উপাসনা করত। পার্সিয়ানদের বিশ্বাস অনুযায়ী ‘মিথরাস’ হল তাদের রক্ষাকর্তা। হিন্দুদের ‘মিত্রা’ দেবতা হলেন পার্সিয়ানদের সেই দেবতা ‘মিথরাস’। মিত্রাকে নিয়ে ঋগ্বেদ-এ স্তুতিবাক্যও আছে (৩:৫৯)। মিত্রাকে হিন্দুরা দেবতা বরুণ এর সাথে সুরণ করে। বরুণ ও মিত্রার মিলিত রূপ হল ‘অসুর’ [৩]। তবে কালক্রমে ‘মিত্রা’ অনেকটা আড়ালে চলে যায়, তা অপেক্ষা ‘বরুণ’ অনেক বেশী প্রভাবশালী হয়ে যায়।

পার্সিয়ান (বর্তমান ইরান) ধর্ম থেকে অন্য সব দেবতারা বিতারিত হলেও ব্যাপক জনপ্রিয়তার জন্য আরিয়ান দেবতা ‘মিথরাস’ পার্সিয়ানদের ধর্মে জায়গা করে নেয়া ‘মিথরাস’ এর আধুনিক নাম ‘মেহের (Mehr)’। এর পার্সি অর্থ হল ‘ভালবাসা’ ‘বন্ধুত্ব’ ও ‘সূর্য’। এর সাথে মিল পাওয়া যায় মিশরীয় সূর্যদেবতা ‘হোরাস’ এরা প্রাচীন মিশরীয়রা নিজেদের দেবতা হোরাসের ঔরসজাত মনে করত!



মজার ব্যাপার হল বর্তমান মিথরাসদের (মিথরাস দেবতার অনুসারী) ধর্মীয় আচারে [২] হোরাস ও তার পিতামাতা আইসিস ও ইসিরিসকেও (আইসিস ও ইসিরিস আবার যমজ ভাইবোন!) স্মরণ করা হয়, যেন একই সূত্রে গাঁথা! ইংল্যান্ডের মিথলজীর কিং আর্থারও সূর্য দেবতা। চাইনিজ মিথলজিতেও এই মিথরাস শয়তানের হাত থেকে রক্ষাকারী ত্রাণকর্তা। বৌদ্ধদের বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বশেষ বুদ্ধা হলেন ‘মৈত্রেয় (Maiterya)’। ইউরোপের সেলটিকদের সাথেও এই মিথরাস’দের যোগসাজোশ আছে। সেলটিক দেবতা ওগমা (Ogma) এবং লুঘ (Lugh) সেই মিথরাস এর সমতুল্য।

ফ্রান্সের গল’এ এই ওগমাকে ওগমিউস বলা হতো যিনি আলো ও শিক্ষার দেবতা। রিচবার্গে যে পুথি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ওগমার মাথা থেকে রশ্মি বের হয়ে আসছে। ‘মিথারাস’ দেবতা পার্সিয়ানদের সীমানা ছাড়িয়ে বিখ্যাত রোমান সাম্রাজ্যে সৈনিকদের মধ্যে এতো জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে যুদ্ধদেবতা হিসেবে মিথরাস এর উপাসনা ছিল তাদের নিয়মিত ধর্মীয় আচারের অংশ। রোমানদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে ইউরোপে ক্রিষ্টিয়ানিটি জায়গা করে নেবার আগে মিথরাসরাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় প্যাগান কাল্ট। কিন্তু ক্রিষ্টিয়ানিটির প্রভাব বাড়তে থাকলে মিথরাসদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ে। তাদের উপাসনালয়গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রিষ্টিয়ান চার্চ। বাধ্য হয়েই তারা গোপনে চলে যায়, কিন্তু পরবর্তী সভ্যতায় তাদের ছাপ ঠিকই রেখে যেতে সক্ষম হয়।

পার্সিয়ান মিথরাসদের সাথে রোমান মিথরাসদের মিল থাকলেও কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। পার্সিয়ান মিথরাস’রা মনে করে তারা অবিবাহিত দেবী আনাহিতার সন্তান যিনি মিথরাস যিনি খৃষ্টপূর্ব ১৭৫ সালে জন্ম নেন ও খৃষ্টপূর্ব ২০৮ সালে স্বর্গে পৃথিবী ত্যাগ করেন। সেখানে তাকে চিত্রিত করা হয় তীর ধনুক হাতে শিকারীর বেশে। অপরদিকে রোমান মিথরাস দেবতাকে দেখা যায় ষাঁড় হত্যাকারী হিসেবে। তবে কালক্রমে পার্সিয়ান মিথরাস, রোমান মিথরাস এর মধ্যে অনেকটাই বিলীন হয়ে যায়। আর মানব ইতিহাসে মিথরাসদের যে প্রভাব সেটা মূলত রোমান মিথরাসদের। রোমান মিথরিক প্রথা অনুযায়ী মিথরাসরা ডান হাতে হ্যান্ডশেক করে ডান হাতে হ্যান্ডশেক করে আত্মিক সম্পর্ক তৈরী করা মিথরাসদের একটি খুব প্রচলিত প্রথা ছিল, যা এখনও বিদ্যমান। মিথরাস’রা সূর্যের দিকে তাকিয়ে স্যালুট দেয়, যা থেকে স্যালুট এর প্রচলন ও প্রসার ঘটে বলে ধারণা করা হয়। পার্সিয়ান মিথরাসকে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই উপাসনা করে থাকে, কিন্তু রোমান মিথরাস হল পুরুষকেন্দ্রিক একটি কাল্ট।

ধারণা করা হয় ইউরোপীয়ান খৃস্টানদের নাইট টেম্পলার, ফ্রিমেসনারী, ইলুমিনাটি নামক সিক্রেট সোসাইটি মিথরাসদেরই শাখা। ফ্রিমেসনদের সাথে মিথরাসদের সম্পর্কের কথা জানা যায় ১৮৭০ সালে ‘Charter of the Mitharas Lodge’ থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল ডকুমেন্টে প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড সম্পর্কে জানা যায়-

**Garfield, James Abram,. Address at the Mitharas Lodge of Sorrow, Washington, November 10, 1881**

উল্লেখ্য গারফিল্ড ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ২০তম রাষ্ট্রপতি এবং একজন ফ্রিমেসন। তার এই লজটি এখনও ওয়াশিংটন ডিসিতে চালু আছে বিভিন্ন শাখা উপশাখা নিয়ে। এর মধ্যে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় “Mehr Lodge”।

বর্তমানে মিথরাসদের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় মূলত পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে [৪]। তবে জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ডেও তাদের শাখা আছে। তবে তারা হাজার হাজার বছর ধরে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে এখনো যে বিদ্যমান সেটাই উল্লেখ করার মত। ফ্রিমেসন কার্ল কেলনার উনিশ শতকের শেষের দিকে মিথরাসদের লজ “Ordo Templi Orientis (OTO)” প্রতিষ্ঠা করেন, যার সদস্যরা তান্ত্রিক ও যাদুবিদ্যার মাধ্যমে উপাসনা করে থাকে। বিখ্যাত ব্রিটিশ যাদুকর আলিস্টার ক্রাউলি ১৯২২ সালে এর প্রধান হন! ক্রাউলি নিজেকে একজন ফ্রিম্যাসন হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং মিথরাস কাল্টেরও সদস্য। অনেকের কাছে সে শয়তানের পূজারী! মিথরাসদের ‘OTO’ ওয়েব সাইটগুলোতে [২] এইসব আলোচিত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়!

মিথরাসরা নিজেদের স্বাধীন লোকদের সংগঠন বলে থাকে [২]. তারা ব্যক্তির স্বাধীনতার স্ফূরণ ঘটাতে চায়। তাদের সাথে এ সময়ের প্রসারিত বস্তুবাদী ধ্যান ধারণার একটা মিল পাওয়া যায়। ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্টের অন্যতম একজন অগ্রপথিক বিখ্যাত নাস্তিক ও মুক্তমনা ফ্রেডরিক নীটশেকে তারা খুব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে! শুধু তাই নয়, তাদের লজগুলোতে Gnostic প্রার্থনার আয়োজন হয়। উল্লেখ্য ইউরোপের ১৮'শো শতকের এনলাইটেনমেন্টের সময় প্রাচীন Gnoticism নতুনরূপে বোদ্ধামহলে প্রভাব বিস্তার করে। ডারউইনের দাদাসহ ডারউইন নিজেও এই Gnoticism দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ম্যাজিসিয়ানদের মধ্যে মিথরিক এর চর্চা সীমাবদ্ধ থাকলেও ইদানীংকালে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও ছায়াছবিতে এরা নতুনভাবে প্রাণ পাচ্ছে। উল্লেখ্য পিকাসো তার বিভিন্ন চিত্রকর্মে মিথরিক সিম্বল ব্যবহার করেছেন। মিথরাসরা মুসলিমদের সুফি মতবাদে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য সম্ভবত খৃষ্টান ধর্মে তাদের প্যাগানিজমের ছাপ রাখতে পারার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে জেসাস এর জন্ম সারা পৃথিবীব্যাপী বেশীরভাগ খৃষ্টানই পালন করে থাকে। তবে খৃষ্টানদের সব দল তা ২৫শে ডিসেম্বর পালন করে না।



খৃষ্টানদের এরকম একটি দল হল জোহেভা'স উইটনেট। গসপেলে জেসাস এর জন্ম নিয়ে কোন কথা পাওয়া যায় না এবং প্রথমদিকে চার্চ একে উদযাপনও করেনি। জেসাস

এর জন্ম হয়েছিল শীতকালে, গ্রীষ্মে নয়। স্যার জেমস জে ফ্রেজারের মতে খ্রিষ্টীয়ানিটি স্থায়ী ভিত্তি পাওয়ার আগে তার প্রতিপক্ষ প্যাগানদের থেকে তা খ্রিষ্টানদের উৎসবের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সূর্যকেন্দ্রিক জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৫শে ডিসেম্বর সূর্য সবচেয়ে দীর্ঘ, আর মিথরাস'রা সূর্যের জন্মদিন হিসেবে এই দিন পালন করে থাকে। উল্লেখ্য রোমান সম্রাট অরেলিয়ান ২৫শে ডিসেম্বর ২৭৪ সালে সূর্যদেবতাকে সাম্রাজ্যের প্রধান প্যাট্রন হিসেবে অভিহিত করেছিলেন এবং 'ক্যাম্পাস মিরথিয়াস' নামে একটি উপাসনালয় উৎসর্গ করেন। মিথরাসদের থেকে খৃষ্টান ধর্মে ঢুকে যাওয়া কিছু জিনিষ হল:

১. মিথরাস দেবতার জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর।

২. মিথরাস দেবতা ভার্জিন মা থেকে জন্ম নেন।

৩. মিথরাস হলেন রক্ষাকর্তা, যিনি রক্তক্ষরণ দ্বারা তা করে থাকেন।

৪. মিথরাস'রা ব্যাপটাইজট হতো।

৫. ওয়াইনকে মিথরাস'রা উৎসর্গকৃত রক্ত হিসেবে দেখে থাকে।

৬. রবিবার তাদের কাছে পবিত্র।

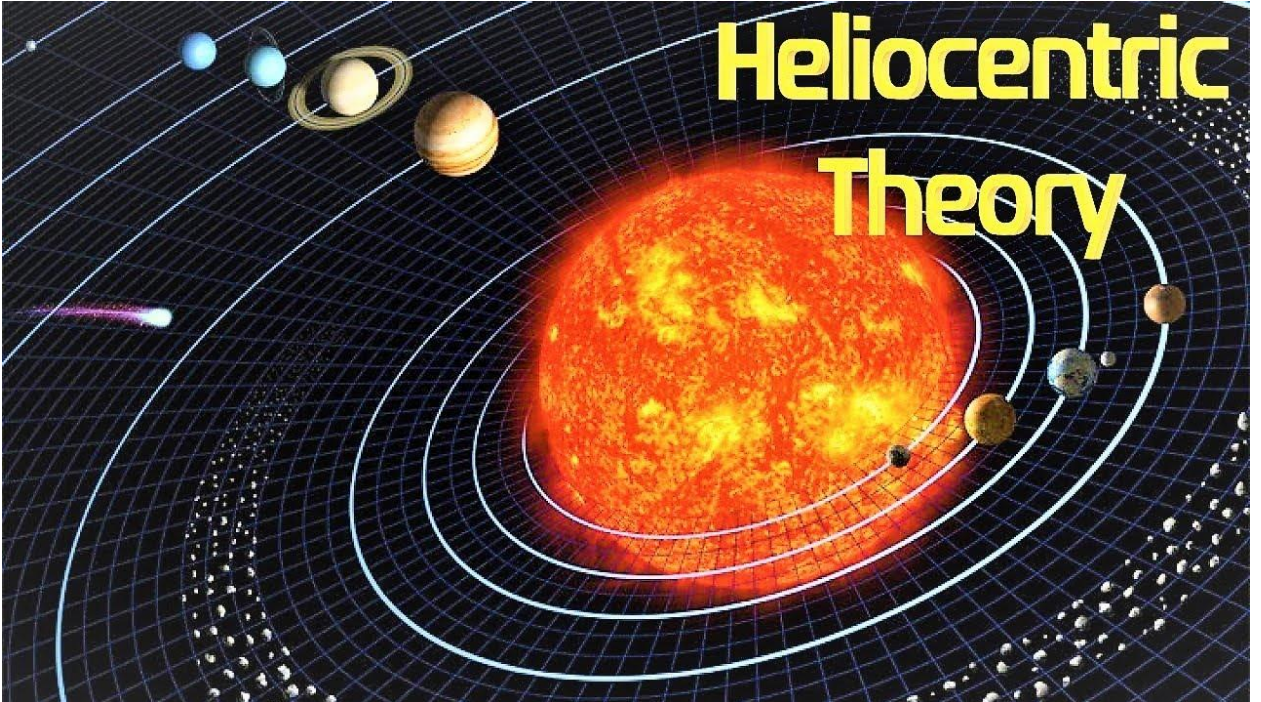
৭. চার্চ এর ফাদারদের মতো মিথরাসদের টেম্পলে ফাদার থাকে।

৮. মিথরাসদের পবিত্র ফাদাররা লাল টুপি, চাদর ও রিং পরিধান করে যার সাথে রোমান ক্যাথলিকদের মিল আছে। অবশ্য মিথরাসদের পরিহিত এই টুপি ফরাসী বিপ্লবীরা



পরিধান করত। রোম সাম্রাজ্যে স্বাধীন হয়ে যাওয়া দাসরাও লাল টুপি পরিধান করত, যাকে স্বাধীনতা টুপি বলা হতো।

মিথরাসরা বিভিন্ন বিপ্লবের কারিগর বা এতে প্রভাব বিস্তারকারী এরকম একটি ধারণাও প্রচলিত। যেমন, মিথরাস'রা বা তাদের সমগোত্রীয় ম্যাসনদের হাত ছিল ফরাসী বিপ্লবো। মিথরাসদের মত ফরাসী বিপ্লবে পরিহিত লাল টুপির মানে ছিল স্বাধীনতা ও সমতা। ল্যাটিন আমেরিকান বিপ্লবীরাও লাল টুপি পরিধান করত। অপরদিকে আমেরিকান বিপ্লবীরা প্রাথমিক দিকে এই লাল স্বাধীনতা টুপি পরিধান করতো, যেই বিপ্লবের সাথে কেউ কেউ ম্যাসনদের যোগসাজেশ দেখিয়ে থাকেন। মিথরাসদের অবদানের ঐতিহাসিক বাস্তবতা আছে, কিছু আছে যোগসাজেশ এর সাথে মিথ মিলে তাদের একটি রোমাঞ্চকর সিক্রেট সোসাইটিতে পরিণত করেছে।



সূত্র:

[১] <http://www.bollywoodlife.com/tag/saif%E2%80%99s-production-house-illuminati-films/>

[২] <http://mithras-oto.org/announce.html> (মিথারাদের একটি সাইট)

[৩] <http://www.wisegeek.com/who-is-mitra.htm>

[৪] <http://www.oto.org/>

[৫] The Mysteries of Mithras, *The Pagan Belief that Shaped the Christian World*, by Payam Nabarz

## “দ্য সানস অব দ্য ম্যাজাই”

সৌদিআরবের প্রধান মুফতি বলেছেন, ইরানীয়রা মুসলিম নয়।

বিবিসির সংবাদে দেখলাম তিনি আরো বলেছেন, “They are the sons of the Magi”। ইন্ডিপেন্ডেন্ট.ইউকে একই ফ্রেজ ব্যবহার করে উদ্ধৃতি করেছে।

ওহাবী সৌদির চোখে শিয়া ইরানীদের অমুসলিম বলার পেছনে রাজনীতি থাকতে পারে, ৭ম শতক থেকে চলে আসা ধর্মীয় বিদ্বেষ ও থাকতে পারে। ও আমার আগ্রহের বিষয়ও নয়।



আমার কেবল আগ্রহ জন্মেছে ঐ ফ্রেজের প্রতি। এই ‘সান অব দ্য ম্যাজাই’ কি জিনিস?

সাহিত্যের বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে একটি গল্প খুব পরিচিত। ও. হেনরির গল্প। “গিফট অব দ্য ম্যাজাই”(ম্যাগি নয়)। যদিও আমাদের দেশের অনুবাদগুলোতে উচ্চারণ ম্যাগি লেখা। যেমন ইহুদি আলেমদেরকে র্যাবাই এর পরিবর্তে রাবিব লেখা হয়। যদিও ইংরেজি বাদেও মূল হিব্রুতে উচ্চারণ র্যাবাই।

যাহোক, মক্কার মুফতি ও ও.হেনরির **Magi** একই বিষয়। **Gift of the Magi** একটি বিবলিক্যাল টার্ম। মানে বাইবেলের বিষয়। জেসাসের জন্মের পর প্রাচ্যদেশীয় তিনজন পণ্ডিত একটি নক্ষত্র অনুসরণ করতে করতে বেতলেহেম এ উপস্থিত হয়েছিলেন। যে নক্ষত্রটি স্থির হয়েছিল জেসাসের আঁতুর ঘরের উপর। তারা নিয়ে এসেছিলেন ঐশ্বরিক মানবশিশুর জন্য কিছু উপহার। এই উপহারই “**Gift of the Magi**”।

ম্যাজাইগণ প্রাচীন ইরানের ধর্ম যুরাত্রস্টানিজম এর পণ্ডিত। অগ্নিপূজক এরা পার্সিক হিসেবেও পরিচিত। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে এই ধর্ম ছিল ইরানের মূল ধর্ম। পার্সিকদের একটা বড় অংশের বাস বর্তমান ভারতে। টাটাসহ ভারতের বড় ব্যবসায়ীদের অনেকেই পার্সিক সম্প্রদায়ের।





R:M: পার্সিয়ানরা (ইরানিরা) আগে অগ্নি পূজারী ছিল, তা আমরা সবাই জানি। আর বর্তমানে সেখানে শিয়া ও ইহুদি সম্প্রদায়ের বসবাস। আর শিয়ারা যে অমুসলিম সেটাও আমরা সবাই জানি। এছাড়াও তারা এক চোখকে নিরাপত্তার প্রতীক মনে করে। তারা সবজায়গায় এটার ব্যবহার করে। আসলে এটার সাথে দাজ্জালের দারুন একটা সম্পর্ক রয়েছে। এক চোখ হচ্ছে হোরাস বা সূর্য দেবতার প্রতীক। আর ওদের সাথে সূর্য বা আগুনের পূজার সম্পর্ক অনেক পুরানো। শিয়ারা মনে করে, তারা গুহায় লুকানো ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় আছে। অথচ তারা মূলত দাজ্জালের অপেক্ষায় আছে। অনেকেই শিয়াদেরকে মুসলমান হিসেবে প্রমানের খুব চেষ্টা করে। তারা হয়তো শিয়াদের ইতিহাস ভালো করে জানেনা। জানলে এই অপচেষ্টাটা করতেনা।

## ওলাদচক্র মেয়েদের কেন অপহরণ করা শুরু করলো?

১৯৯০ সালে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা অঞ্চল থেকে হওয়া এক খবর বাইরের বিশ্বে খুব হইচই ফেলে দিয়েছিলো, সেটা হল সাতক্ষীরা ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে হঠাৎ করেই বেশ কিছু নাবালিকা মেয়ে মানুষ গায়েব হয়ে যায় ।

কিছুতেই তাদের খোজ পাওয়া যায় না । "ওলাদচক্র (Oladhchakra)"

নামে এক গ্রুপের এই ঘটনার পেছনে প্রত্যক্ষ হাত ছিলো বলেই জনশ্রুতি ঘটে । সবাই বলতে শুরু করে এই "ওলাদচক্র"ই মেয়েদের হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়ার পেছনে দায়ী ।

### কে / কি এই ওলাদচক্র?

স্যাটানিজমের (Satanism) নাম আমরা সবাই শুনেছি । সৃষ্টিকর্তা হিসেবে শয়তানকে বিশ্বাস করা ও তার পূজা করাই এক কথায় স্যাটানিজম । এটা এমন একটা স্বতন্ত্র ধর্ম যার চর্চা করা সভ্য সমাজে পুরোপুরি নিষিদ্ধ । এর চর্চা করতে হয় গোপনে এবং যুগে যুগে বিভিন্ন গ্রুপ এই স্যাটানিজমের চর্চা করে এসছে ।

"ওলাদচক্র" তেমনি একটি গ্রুপ ।

ওলাদচক্র মেয়েদের কেন অপহরণ করা শুরু করলো?

এর কারণ হচ্ছে জ্বীনজাতির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জাত "ইফ্রিত" (Ifrit) এর বংশবিস্তারের উদ্দেশ্য । ইফ্রিতের অস্তিত্বের কথা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী পরীক্ষিত ।

\*ইসলামে ইফ্রিতের অস্তিত্বের কথা জানা যায় বুখারী শরীফ থেকে। সেখানে বর্ণিত আছে মহানবী (সাঃ) কে এক ইফ্রিত নামাজে বাধা দিয়েছিল, এজন্য মহানবী (সাঃ) ইফ্রিত কে বেধে রাখতে চেয়েছিলেন যেন সকালে সবাই ইফ্রিতকে দেখতে পারে কিন্তু হঠাৎ করে তার মনে পড়ে, হযরত সোলায়মান (আঃ) ‘ইফ্রিত’-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন (সূরা নাম্বল ২৭:১৫-৪৪),

এ কথা মনে পরার সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে দেনা\* (এই প্যারাটুকু ব্লগ থেকে নেয়া, ভেরিফিকেশন করি নি)



### #ইফ্রিতের\_পরিচয়ঃ

আগেই বলা হয়েছে ইফ্রিত জ্বীনজাতির মধ্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর ও বিপদজনক। তাদের কখনো দেখা যায় না, তবে তাদের আওয়াজ শোনা যায়, তাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এরা মানব নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং এতে করে সেই মানবনারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে থাকে।

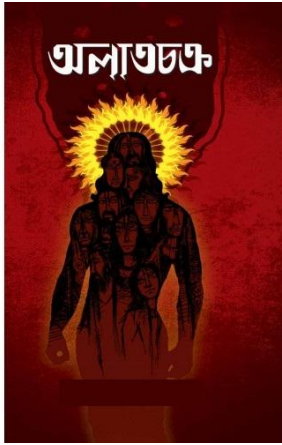
সাধারণ মানুষ নয় মাসের মাথায় জন্মগ্রহণ করলেও ইফ্রিত এর সন্তান জন্ম নেয় এক মাসের মাথায়। তার ঔরসেই মানবীর গর্ভে ২৯ দিনে বেড়ে উঠে ভ্রূণ। যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম নেয় "Naval Cord" ছাড়াই, অর্থাৎ সে এই একমাস



মায়ের গর্ভে বড় হয়েছে ঠিকি কিন্তু মায়ের শরীর থেকে পুষ্টিলাভ করেনি, তাকে হুটপুট করে বড় করে তুলেছে খোদ শয়তান জ্বীন ইফ্রিত নিজে।

এই সন্তান ভবিষ্যতে ইফ্রিতের হয়ে বংশবিস্তারের ধারা অব্যাহত রাখে এবং এভাবেই ইফ্রিতের অস্তিত্ব টিকে থাকে যুগের পর যুগ।

সাতক্ষীরা অঞ্চলের 'ওলাদচক্র' ছিলো এই ইফ্রিত জ্বীনের উপাসক সংঘ এবং তাদের কাজ ছিলো এই জ্বীনের জন্য মেয়েদের কে ধরে আনা। জ্বীনদের সঙ্গম হয়ে গেলে তারপর একদিন বাচ্চার জন্ম হয়ে যাবার পর মেয়েটিকে মেরে ফেলা হতো। এভাবেই চলতে থাকতো প্রক্রিয়া।



কিন্তু এই খবর চাপা থাকে না। মানুষের কাছে কোনভাবে পৌঁছে যায় এই ওলাদচক্রের খবর, আর "কেয়ামত আন্দোলন" নামে এক আন্দোলন শুরু হয় এই ওলাদচক্রের বিরুদ্ধে যার নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর কাসিম আলী (Qasim Ali)। সবাই এই আন্দোলনকে সমর্থন দিলেও দিনে দিনে এই আন্দোলনের নিয়মকানুন চরমপন্থী হওয়ার দিকে ধাবিত হলে একটা সময়ে সরকার এদের ব্যান করে দেয়।

প্রফেসর কাসেম আলি একটা বই লিখেছিলো, বইয়ের নাম “The Evil Child” বইয়ের মূল বিষয়বস্তুই ছিলো ইফ্রিত!

এই নিয়ে বলিউডের মুভি রয়েছে যার নাম হচ্ছে পরি। এমন মুভিতে সাতক্ষীরায় ঘটনাকেও দেখানো হয়েছে।

RM: বিষয়টি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য লাগতে পারে। তাই, দুটো রিলেভেন্ট ভিডিও লিংক দিয়ে দিলাম।

এই ভিডিওটি উপরোক্ত আটিকেলের উপর ভিত্তি করেই বানানো হয়েছে দেখতে পারেন।

ইফরিত জিনের অজানা রহস্য || বাংলাদেশের অউলাধচক্রের সত্যতা ||

**REALITY OF IFRIT JINNAH AND AULADHCHAKRA**

[https://www.youtube.com/watch?v=-2BamjUpepU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rg9Ktlywfyjl\\_SP9xrg1eFJ9rf3WukMQkttRa4DtHf8vS6iIV4G\\_q5LI](https://www.youtube.com/watch?v=-2BamjUpepU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rg9Ktlywfyjl_SP9xrg1eFJ9rf3WukMQkttRa4DtHf8vS6iIV4G_q5LI)

<https://youtu.be/-2BamjUpepU>

আর নিচের এই ভিডিওতে সরাসরি শয়তান ও মানব নারীর কর্মকান্ড দেখতে পারবেন। সাথে আছে জ্যাক পার্সনের শয়তানির আলোচনা।

খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এরা (শয়তানিস্টরা) সারা বিশ্বে বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে আছে। ভারত উপমহাদেশে আছে ওঁলাদ চক্র নামে।

**△ △ The Occult History of NASA. Jack Parsons, Babalon Invocation & Rituals at 33rd parallel**

<https://www.youtube.com/watch?v=fomHDZyGMCw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2->

RT3RfmEZnAX78iW47rFK0UtMjNkKui9pbNWJC5Afc  
cOqIPWOzY4dA88

<https://youtu.be/fomHDZyGMCw>

কাল্ট লিডারদের মাইন্ড কন্ট্রোল প্রক্রিয়া (যেভাবে মানসিক  
দাসে পরিণত করে):



লোকটার স্বঘোষিত ছদ্মনাম শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। কোয়ান্টাম

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশনের গুরু। বহুকাল  
ধরে আমার পিছে লেগে আছে এবং তার ব্রেইনওয়াশড মাইন্ড কন্ট্রোলড স্লেভ  
আন্ডারওয়ার্ল্ড স্পাই বাহিনী দিয়ে ক্রমাগত আমার উপর জুলুম করে যাচ্ছে, বিশেষ  
করে আয় ইনকামে বাধা দিয়ে এবং পয়জনিং করে।

আমি এক সময় কোয়ান্টাম কোর্স করি। পরবর্তীতে কোয়ান্টামে স্বেচ্ছাসেবক  
হিসেবে কাজ করি। এরপর কোয়ান্টামে চাকরি করি। পরবর্তীতে কোয়ান্টামের

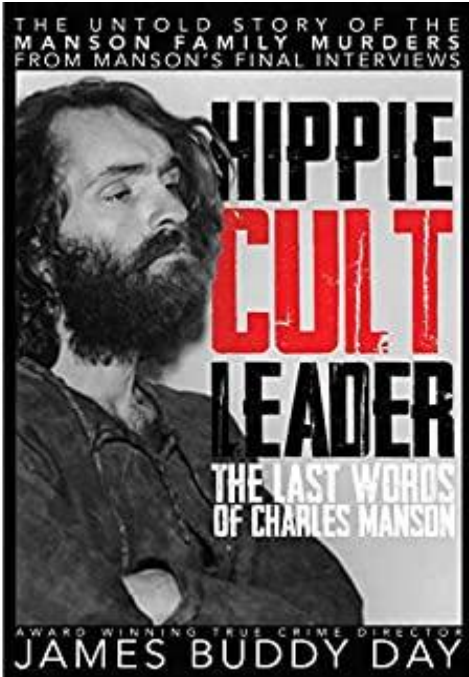
প্রতারণা ও ভন্ডামী বুঝতে পেরে চাকরি ছেড়ে দেই এবং কোয়ান্টাম ছেড়ে দেই। আমি বাইরে থেকে জানতাম না যে কোয়ান্টাম একটা কাল্ট এবং কোয়ান্টাম গুরু একজন কাল্ট লীডার। আমি তাদের বাহ্যিক উপস্থাপনা দেখে মনে করেছিলাম যে তারা আত্মউন্নয়ন মূলক কোর্স করানো একটা প্রতিষ্ঠান এবং সাথে মানব কল্যাণ মূলক কাজ করে। কিন্তু ভিতরে যেয়ে বুঝতে পারি যে কোয়ান্টাম একটা কাল্ট সংগঠন এবং কোয়ান্টাম গুরু একজন সাইকোপ্যাথ কাল্ট লীডার।

যারা জানেন না কাল্ট এবং কাল্ট লীডার কী তাদের জন্য বলছি। কাল্ট হচ্ছে একজন গুরুভিত্তিক গোষ্ঠী বা সংগঠন যা কিছুটা ধর্মের মত আচরণ করে। এদের নিজস্ব রিচুয়াল, আচার আচরণ পদ্ধতি, ধর্মের মত কিছু রীতিনীতি কমবেশি থাকে। এবং অনুসারীদেরকে মানসিক ভাবে একটা গভীর ভিতর রাখা হয় এবং একজন গুরু বা পীরের আনুগত্য করানো হয়। অনুসারীদেরকে ব্রেইনওয়াশ মাইন্ড কন্ট্রোল করে অন্ধ ভক্ত বানিয়ে গুরু তাদের উপর কর্তৃত্ব করে। এই গুরু বা পীর হচ্ছে কাল্ট লীডার।

সাধারণত কাল্ট লীডাররা মানুষকে খুব সহজে কনভিন্স করতে পারে, তাদের আচরণ খুব বিনয়ী ভদ্রলোকের মত হয়, খুব চমৎকার আকর্ষণীয় ভাবে ভদ্রলোকের মত কথা বলে মানুষকে প্রভাবিত এবং মুগ্ধ করে ফেলতে পারে। প্রভাবিত করে মানুষকে তার অনুগত অনুসারী বানিয়ে কাজে লাগায়।

কিন্তু তার নেপথ্যে থাকে আরেক রূপ। তাদের ভয়ঙ্কর একটা রূপ থাকে যা ঠান্ডা মাথার খুনির মত। অনেকটা গডফাদার গল্লের গডফাদারের মত। এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যে তারা করতে পারে না বা করে না। মানুষকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করে না। নেপথ্যে তারা ভয়ঙ্কর এক সাইকোপ্যাথ (Psychopath) কী জিনিস তা মেহেরবানী করে একটু গুগল করে দেখে নেবেন।

আমাদের পাশের দেশ ভারতে গুরু রাম রহিম সিং এর নাম শুনে থাকবেন হয়তো। ভয়ঙ্কর খুনি এবং ধর্ষক। সাইকোপ্যাথ কাল্ট লীডারের একটা পারফেক্ট উদাহরণ। এছাড়া ভগবান রজনীশ ওশোও কাল্ট লীডার ছিল। আমেরিকার জীম জোনস ছিল ভয়ঙ্কর সাইকোপ্যাথ কাল্ট লীডার। তার কাল্টের সদস্যদের সে সুইসাইড করতে অনুপ্রাণিত করে। ফলাফল প্রায় ৯১৮ জন একসাথে আত্মহত্যা করে যা ইতিহাসে মাজ সুইসাইড নামে পরিচিত। হিটলারও সাইকোপ্যাথ কাল্ট লীডার ছিল। সে তার নাৎসী কাল্টের অনুগতদের এমন ভাবে প্রভাবিত করতে পারতো যে হিটলারের নির্দেশে তার অনুগতরা জীবন দিতেও দ্বিধা করতো না। চার্লস ম্যানসন, ডেভিড কোরেশ, রাজ পুটিন, এল রন হুবার্ড সহ অসংখ্য সাইকোপ্যাথ কাল্ট লীডারের নাম দেখতে পাবেন গুগলে **Psychopath Cult Leader** লিখে সার্চ দিলে।



### কাল্ট লীডারদের কিছু কমন বৈশিষ্ট্যঃ

- \* চমৎকার কারিশমাটিক বিনয়ী ভদ্রলোকের আচরণ দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করে প্রভাবিত করে ফেলে অনুসারী বানায়।
- \* অনুসারীদের থেকে আনুগত্য ডিমান্ড করে বা অনুসারীদের অন্ধ অনুগত বানায়।

\* অধিকাংশ কাল্ট লীডার নারসিসিস্ট থাকে। মানে তারা উপর দিয়ে ভাল সেজে নেপথ্যে ক্ষতি করে আবার ভিক্তিমকেই উল্টো দোষারোপ করে।

\* অধিকাংশ কাল্ট লীডার সাইকোপ্যাথ থাকে (ঠান্ডা খুনীর মত)।

\* এদের অন্ধ ভক্ত অনুসারীদের ব্যবহার করে বিভিন্ন কুকর্ম করায়, মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করে না।

আরও অনেক বৈশিষ্ট্য জানতে গুগল করুন এবং এই লিংকে

দেখুনঃ <https://www.livescience.com/65164-what-cult-leaders-have-in...>

কোয়ান্টাম গুরু কীভাবে ব্রেইনওয়াশ করে তার অনুসারীদের অন্ধ ভক্ত অনুগত গোলাম বানায় তা এই ভিডিওর অডিও শুনলে বুঝতে পারবেন। মেডিটেশনের নামে সম্মোহন করিয়ে সেখানে এই কমান্ড প্রয়োগ করে মানুষকে অনুগত

ব্রেইনওয়াশড মাইন্ড কন্ট্রোলড স্লেভ বানায়।

এখানে দেখেন সে বলছে, পরিত্রাণ পেতে গেলে এই গুরুর আনুগত্য করতে হবে, মানে গুরু নিজেকে "রক্ষাকর্তা" হিসেবে ভক্তদের ব্রেইনে প্রোগ্রাম ঢুকাচ্ছে। এবং পরে অনুগত এবং বিশ্বস্ত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে, এই গুরুর নির্দেশ পালন করার জন্য প্রোগ্রামড করাচ্ছে এই সম্মোহনের ভিতর।

এছাড়া- গুরুর নির্দেশ স্রষ্টার নির্দেশ, গুরুর কাজ স্রষ্টার কাজ, সংঘের (কোয়ান্টামের) কাজ স্রষ্টার কাজ, এবং এগুলো স্রষ্টার নির্দেশ হিসেবে পালন করতে হবে এই ধরনের একটা প্রোগ্রামও দেওয়া হয়।

নিজেকে সে আত্মিক ধারা পরম্পরার প্রতিনিধি, স্রষ্টার প্রতিনিধি, নবীজীর সিলসিলা, ইমাম মাহদি, উলিলে আমর, যুগ সংস্কারক, নবী রাসুল, ইত্যাদি হিসেবে নিজেকে কম বেশি উপস্থাপন করে সুকৌশলো। এগুলোর মধ্যে যেগুলো কম বিতর্কিত হবে



সেসব কিছু কিছু জিনিস সে নিজে মুখে বলে যেমন যুগ সংস্কারক, আত্মিক ধারা পরম্পরার প্রতিনিধি, ইত্যাদি। বাকি কিছু জিনিস সে তার অতি মাত্রায় ব্রেইনওয়াশড গোলাম ভক্ত অনুসারীদের দিয়ে বলিয়ে নেয় যেমন নবীজীর সিলসিলা, উলিলে আমর, নবী, ইমাম মাহদি, ইত্যাদি। আর সম্মোহন এবং বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল কৌশল অবলম্বন করে তার অন্ধ ভক্তদের এমন ফীলিংস দেয় যে সে হচ্ছে এ যুগের নবী রাসুল অথবা ইমাম মাহদি।

এই কারণে কোয়ান্টামের অতি মাত্রায় ব্রেইনওয়াশড হওয়া অনুসারী অন্ধ ভক্তরা তাকে এই যুগের নবী রাসুল মনে করে।

এইসব অন্ধ অনুগত ব্রেইনওয়াশড মাইন্ড কন্ট্রোলড স্লেভদের থেকে একদিকে যেমন সে অর্থ, সময়, শ্রম, জীবন, যৌবন, শক্তি চুষে ছিবড়ে খায়; তেমনি এদেরকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেয়া কাউকে হেনস্থা করতে চাইলে আন্ডারওয়ার্ল্ড স্পাই বাহিনীর মত গোপনে নিরবে ব্যবহার করে তার সিলেক্টেড অন্ধ অনুগত ব্রেইনওয়াশড গোলাম বাহিনী। তারা স্পাইয়ের মত গোপনে টার্গেট ব্যক্তির ক্ষতি করে। যেহেতু প্রমাণ থাকে না তাই ভিক্টিম তেমন কিছুই করতে পারে না।

ভিডিওটির দ্বিতীয় অংশে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল দেখানো হলো। দোয়া বিক্রি করে ধান্দাবাজী করে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সরাসরি না দিতে পারলে বিকাশে দিতে বলছে।

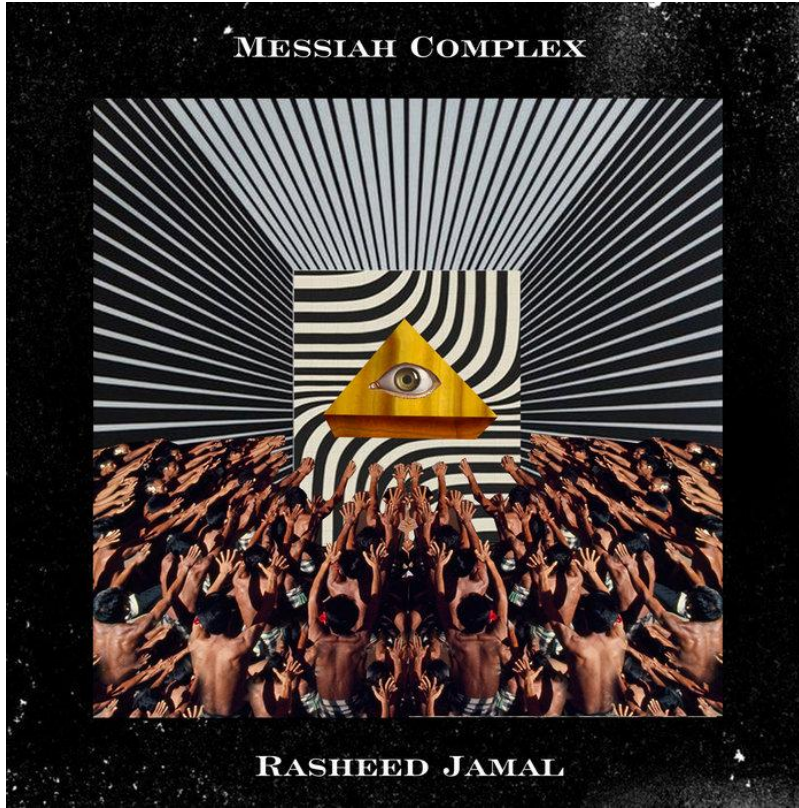
তার এই দাবি করা বা অনুভূতি সৃষ্টি করা- উলিলে আমর, যুগ সংস্কারক, আত্মিক ধারা পরম্পরার প্রতিনিধি, স্রষ্টার প্রতিনিধি, ইমাম মাহদি, নবী, রাসুল ইত্যাদি হচ্ছে

**Messiah Complex** নামে একটি মানসিক রোগ।

**Messiah Complex** নামে একটি মানসিক রোগ আছে।

এ রোগে ভোগা ব্যক্তি মনে করে তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে স্পেশাল একটা মিশন দিয়ে। আর সেই মিশন হল, পৃথিবী থেকে সব মন্দ দূর করে মানুষকে রক্ষা করা। মেসিয়া কমপ্লেক্সের রোগীরা সবসময় নিজেকে "কর্তৃপক্ষ" এবং "রক্ষাকর্তা" মনে করে অন্যকে কন্ট্রোল করতে চায়, অন্যকে কমান্ড করতে চায়, অন্যকে ব্রেইনওয়াশড মাইন্ড কন্ট্রোল্ড রোবটিক গোলাম বানিয়ে তার নির্দেশ মান্য করিয়ে কর্তৃত্ব করতে চায়। নিজেকে গড বা গডের কাছের লেভেলের কেউ মনে করে।

**Superiority Complex-**এ ভুগে নিজেকে "মুই কি হনু" মনে করতে থাকে।



**Messiah Complex** চরম পর্যায়ে পৌঁছালে অনেকের মধ্যে বিশ্বাস জাগে ঈশ্বর তাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছে "রক্ষাকর্তা" হিসেবে। আর তার দাবী করা এসব যারা বিশ্বাস করে অন্ধ ভক্ত হয়ে, তারা **Shared Delusion-**এ ভোগে।

নেটফ্লিক্স এর ওয়েব সিরিজ **The Messiah** দেখেছেন কি?

সিরিজের কাহিনী অনুযায়ী, পায়াম গোলশিরি নামের এক লোক সিরিয়ার যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার মাঝে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে নিজেকে মেসিয়া / ইমাম মাহদি / রক্ষাকর্তা হিসেবে দাবি করে। তার বেশ কিছু অনুসারী জুটে যায়। তাদের সহায়তায় সে ইজরাইল, মেক্সিকো, আমেরিকা সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তার অনুসারী বাড়তে থাকে। কয়েন অদৃশ্য করে দেওয়া, পানির উপর দিয়ে হাটা সহ বেশ কিছু ট্রিক দেখিয়ে জনগনকে চমৎকৃত করতে থাকে সে।

এক পর্যায়ে ডাক্তার এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা তাকে ভালভাবে এনালাইসিস করার সুযোগ পায়। তার অতীত ইতিহাস ঘেটে দেখা যায়, সে একটা সার্কাস পাটির সাথে ঘুরে বেড়াত। এই কারণে অনেক ম্যাজিক ট্রিক শিখেছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় সে মেসিয়া কমপ্লেক্সে আক্রান্ত হয়। নিজেকে সে বিশ্বের রক্ষাকর্তা হিসেবে মনে করছে।

আমি কোয়ান্টাম ছেড়ে আসার পর থেকেই আমার পিছে লেগে আছে। মূলত ছেড়ে আসার সময় মহাজাতকের চেন্সারে তার ভন্ডামী বিষয়ে কিছু কথা বলে এটা বলেছিলাম যে- এসব মানুষ জানলে এই প্রতিষ্ঠান আর টিকে থাকবে না। সেই থেকে তার খানিকটা ভয় জাগে আমার ব্যাপারে। আমাকে দমিয়ে রাখার ইচ্ছা থেকে বা আমাকে ব্যর্থ বানানোর চেষ্টা থেকে পিছে লেগে আছে যেন আমি দাঁড়াতে না পারি, কারণ দাঁড়ালে যদি তার মুখোশ খুলে দেই। আর সে সময় কেউ মহাজাতকের ভন্ডামী তেমন ধরতে পারেনি বা বুঝতে পারেনি যতটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই সে খানিক ভয় পেয়ে যায় এটা ভেবে যে আমি যদি তার মুখোশ খুলে দেই। এখন অবশ্য কমবেশি অনেকেই বুঝতে পারছে বা ধরতে পারছে কিন্তু

সেই সময় সেই অবস্থায় যদি আমাকে দমিয়ে দিতে পারে তাহলে কেউ জানবে না  
- এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই তার মূলত আমার পিছে লেগে থাকা শুরু।

আবার তার উচ্চতর কোর্স করার পর সবাই কম বেশি ব্রেইনওয়াশড মাইন্ড কন্ট্রোল্ড গোলাম হয়ে যায়। আমি ছেড়ে আসার সময় সে উপলব্ধি করে যে আমাকে ব্রেইনওয়াশ করতে পারেনি উচ্চতর কোর্স করিয়েও, আমাকে মাইন্ড কন্ট্রোলড স্লেভ বানাতে পারেনি, বরং আমি তার ভন্ডামী সব বুঝে ফেলেছি অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে ভাল ভাবো। এই কারণে খানিকটা ভয় থেকে, খানিকটা জিদ থেকে, খানিকটা অহংকার থেকে আমার পিছে তার ব্রেইনওয়াশড গোলাম স্পাই বাহিনী লাগিয়ে দেয় নিরবে গোপনো। যেহেতু সব সময় সে তার অনুসারীদের কাছ থেকে আনুগত্য পেতে অভ্যস্ত, তাই আমার আনুগত্যহীনতা তার ভাল লাগে নাই। আমাকে চেপে ধরে কষ্ট দেওয়া শুরু করে সবদিক দিয়ে যেন তার কাছে মাথা নত করে যেয়ে তার পা ধরতে বাধ্য হই আমি। এজন্য ক্রমাগত আমার উপর জুলুম করে আমাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে যেন আমি তাকে গুরু মেনে তার আনুগত্য করি। আর পুরোটাই তার গোপন স্পাই বাহিনী দিয়ে করে।

মূলত আমার আয় ইনকাম সব দিক দিয়ে বন্ধ করে দেয় তার আন্ডারওয়ার্ল্ড স্পাই বাহিনী দিয়ে। আমি যখন প্রথম ব্যবসা শুরু করি তখন প্রায়শই দেখা যেত আমার ক্লায়েন্টের কাছে কমপ্লেইন করেছে যেখানে খোজ নিয়ে জানা যেত যে এসব কমপ্লেইনকারীরা আসলে কোয়ান্টাম উচ্চতর কোর্স করা মহাজাতকের অন্ধ গোলাম স্পাই।

আবার অনলাইনে ইনকাম করতে গেলে হ্যাকার দিয়ে তা বাধাগ্রস্ত করবো। তাদের ফোন এবং ইন্টারনেট ট্র্যাকিং এর উন্নত ব্যবস্থা আছে। খুব সহজে তারা অবজার্ব করতে পারে ফোনে কী কথা বলা হচ্ছে বা ইন্টারনেটে কী করা হচ্ছে। ফলে খুব সহজে যেকোনো কাজে বাধাগ্রস্ত বা প্যাচ লাগাতে পারে লোক লাগিয়ে।

এটা নিয়ে বিস্তারিত পরে পোস্ট দিচ্ছি কীভাবে আমার আয় বাধাগ্রস্ত করে এবং আমাকে পয়জনিং করে অসুস্থ বানায়।

যেকোনো ভাবে যদি কখনো আমার জীবন অবসান হয় তাহলে বুঝবেন যে সেটা এই মহাজাতকের দ্বারা হয়েছে বা মহাজাতকের জুলুমের কারণে হয়েছে।

**N:B: এক ভুক্তভোগী ভাইয়ের ফেসবুক টাইমলাইন থেকে নেয়া হয়েছে।**

এটা আমার (রুহ মাহমুদ) জীবনের কাহিনী নয়।

## এসোটেরিক এজেন্ডা বাংলাদেশে -২:

রুদ্রচক্রীর (দাজ্জাল) অনুসারীরা সমাজের রক্তে রক্তে প্রবেশ করেছে। এর আগে ব্যাপকভাবে লেখালেখি চালিয়েছিলাম আধ্যাত্মবাদীদের ওয়ার্ল্ডওয়াইড নেটওয়ার্কের ব্যাপারে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়। অতঃপর ওদের এদেশীয় শাখা হিসেবে কোয়ান্টাম ম্যাথড, সিলভা, ব্রোঞ্জ ম্যাথড নামের ও এ ধরনের অনেক সংগঠনের ব্যাপারে মুখোশ উন্মোচন করে ব্যাপক লেখালেখি করতাম। এদের জাল যে কতটা সুদূরপ্রসারী সেটা এখন ঠাহর করতে পারছি।





কিছুক্ষন আগে অবাক হয়ে যাই এটা দেখে যে, এবিসি রেডিওর জ্বীনভূতের ঘটনা শোনায়ে এরূপ একটা রেডিও অনুষ্ঠান "ডর ট্যারট" তাদের জনপ্রিয় পেইজ দ্বারা কৌশলে এই নিষিদ্ধ গুপ্তবাদীদের(Esoterist) কুফরে আকবর চর্চা প্রচার করছে। এর নেপথ্যে আরজে কিব্রিয়া এবং রাদবি রেজা নামের দুজন 'বিখ্যাত' ব্যক্তিত্ব একত্রে প্রকাশ্যে কাজ করছে। পেছনে কোন অর্গানাইজেশন আছে সেটা অজানা। তবে আকিদা বা বিলিভ সিস্টেম কিসের সেটা সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। এটা কোন বিলিফ সিস্টেম বললে ভুল হবে বরং এটা একটা রিফর্মড ধর্ম। একে ইংরেজিতে বলা যায় স্পিরিচুয়ালিজম বা মিস্টিসিজম বা এসোটেরিসিজম। এ পথের অনুসারীরা প্রাচীনযুগেও ছিল, এখনো আছে। প্রাচীনযুগে ইব্রাহীম (আ) এর অনুসারীদের ধর্মে কাব্বালা, জিনস্টিক, জিনোসিস আর সুফিবাদ হিসেবে ছিল। আর বিভিন্ন দর্শনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

আর প্যাগান অগণিত ধর্মে ছিল। কিন্তু এ ধর্মের ধর্মগুরুরা জানতে পেরেছে, বর্তমান যুগ হচ্ছে এইজ অব একুরিয়াস। আধ্যাত্মিকতার যুগ, এ যুগেই মসীহ(এসেন্ডেড মাস্টার/ওয়ার্ল্ড টিচার) আসবে বিপুল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আর জ্ঞান



নিয়ে। 'এজন্য তার নৈকট্যপ্রাপ্ত তারাই হবে যারা আধ্যাত্মিক সাধনায় সুউজ্জ্বল।

এজন্য সাধনায় আলোকদ্রষ্টা হয়ে নিজেকে এনলাইটেড হতে হবে। রেনেসার পরে

থেকে অন্ধকারযুগের(ধর্মভিত্তিক চিন্তার) পতন ঘটে। মডার্ন এজের রিবার্থ ঘটে।

এর ফলে ম্যাটেরিয়ালিজম এর জয়যাত্রা শুরু হয় যা আমাদেরকে ঈশ্বরের থেকে

আলাদা করে দেয়। আত্মা আর শরীর আলাদা হয়ে যায়। তাই আত্মার উৎকর্ষ

সাধনে ঈশ্বরকে খুজতে আমাদেরকে ধ্যানের মাধ্যমে। ঈশ্বর তো আমাদের মধ্যেই

আছেন। এজন্য নিজের মধ্যে সুপ্ত ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ক্ষমতা জাগরনে ধ্যান ও

মনোসংযোগের দ্বারা সাধনা করতে হবে।' এটাই হচ্ছে monism বা ওয়াহদাতুল

উজুদ(সৃষ্টি-স্রষ্টার এক অস্তিত্ব) কোর বিলিফের একটি। যেহেতু ধ্যানচর্চার দ্বারা

নিজেকে চিনতে হবে তাই এ ধর্মের গুরুরা রিফর্মেশনের চিন্তা শুরু করে। লক্ষ্য

হচ্ছে কিভাবে এর চর্চা সবার মাঝে প্রবেশ করানো যায়। কারন পুরাতন

সুফিবাদী, কাব্বালিস্ট বা মরমিবাদে আধুনিক যুগের মানুষরা ঢুকবে না, তাই

আধুনিকভাবে রিফর্ম করতে হবে। এভাবেই ধীরে ধীরে গঠিত হয়

থিওসফি, নিউএজ, ইস্কন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রেইকি তুম্মু ইত্যাদি

একআমব্রেলার হাজার নামের হাজার সংগঠন। গ্লোবাল এলিটদের ছত্রছায়ায় সারা

পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এডভার্টাইজ থেকে শুরু করে মুভিসহ সব কিছু

বানানো হলো। ফাদে পা না দিয়ে তুমি যাবে কই বাছা!



ওদের আধ্যাত্মবাদী এ প্যাগান মতবাদের সংগঠনের মধ্যে মৌলিক বিশ্বাসগত পার্থক্য নাই। ওদের ধর্মের মতবাদের মিশ্রবিশ্বাস গুলো হচ্ছে, ইহুদিদের কাব্বালা, সুফিবাদ, বাতেনিয়্যাহ(এসটেরিসিজম), মরমিবাদ, বাউলধর্মমত, আনন্দমর্গ, ব্রাহ্মকুমারী(ইত্যাদি অনেক রিফর্মড হিন্দু সেকটর), হিন্দু, বৌদ্ধধর্ম, শিখ, জৈন, বৈষ্ণব(ধর্মচক্রে সব), প্যাণ্টেইস্টিক সবগুলো(যেমনঃ প্যানেস্তেইজম, প্যাণ্ডেইজম, প্যানেণ্ডেইজম, ন্যাচারালিজম, এনিমিজম, কনফুসিয়াস, তাওবাদ ইত্যাদি আরো অনেক...) আর সরাসরি শয়তানের পূজাদেওয়ার পথ গুলোর মধ্যে খেলেমা, থিওসফি, আলকেমি চর্চা ইত্যাদির ভাই। যারা এরিফর্মড ধর্মে 'সচেতনভাবে জেনেবুঝে' বিশ্বাস করে, তাদের জঘন্যতার দিক দিয়ে হিসাব করলে যেকোন সাধারণ কাফেরদের চেয়ে উপরে। এরা শয়তান(ইবলিসের) পূজারীদের সমকক্ষ। যে পোস্টটা দেখে এসব লেখা সেটার লিংক -

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1905893159626055&id=1818259065056132&rdr#1905895996292438](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1905893159626055&id=1818259065056132&rdr#1905895996292438)

স্পেস রিমুভ করে প্রসিড করুন।

এর পূর্বে এই পেজের এডমিনসহ এদের হিতাকাক্ষীদের সাথে সামান্য বাক্য বিনিময় হয়, সেদিনই তাদেরকে সতর্ক করেছিলাম। এক গুরাবাও সেদিন প্রত্যক্ষ করে। তবে আজ একেবারে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করল!!

## এসোটেরিক এজেন্ডা বাংলাদেশেও -২:

ইতোপূর্বে লেফটহ্যান্ড পাথ আধ্যাত্মবাদের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এবার আধ্যাত্মবাদীদের একটা প্রাকটিস এর ব্যপারে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। যাকে ট্যারট কার্ড রিডিং বলে। কিছু মিস্টিক জাদুবিদ্যার ছবি সংবলিত তাসের ন্যায় কার্ড যা দিয়ে (শয়তান জ্বীনদের সহায়তায়) আধ্যাত্মবাদীরা ভাগ্যগণনা ও ভূত ভবিষ্যতের কথা বলে। ট্যারটের ব্যপারে উইকিপিডিয়া ঘাটলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে এটা গুপ্তসাধনের(শয়তানী জাদুবিদ্যাভিত্তিক কাজে) পারপাজে ডিজাইনড।



দেখুন - <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tarot>

তাছাড়া আলকেমি, এস্ট্রোলজি-হরোস্কোপ, হেরমেটিসিজম, ইহুদী মিস্টিসিজম  
কাব্বালা, খ্রিষ্টানদের জিনোসিস ইত্যাদি মিস্টিস্ক্সের সাথে স্পষ্টভাবে যুক্ত।  
ইহুদীদের মিস্টিসিজম কাব্বালার গোড়া খুজতে থাকলে হযরত সুলাইমান  
আলাইহিসালাম এর শাসনের সময় শয়তানের জাদুবিদ্যার প্রচলনকে পাওয়া যায়।  
এখনো সেসময়কার জ্ঞানে জাদুশাস্ত্র চলছে।

"তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি  
করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে  
জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ

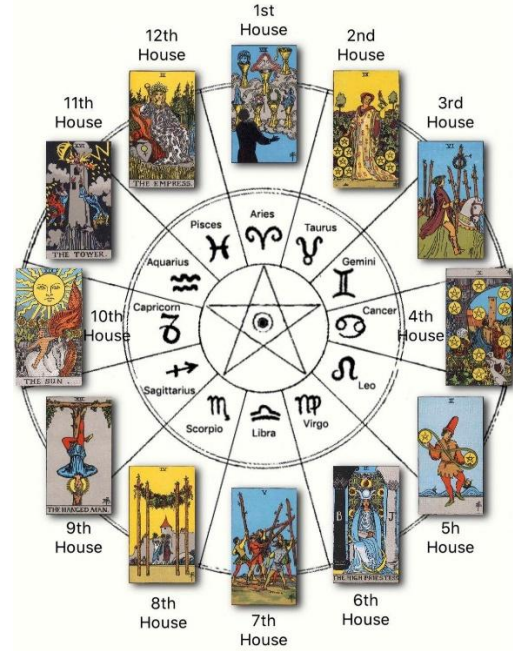
হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ে না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।" (সূরা বাকারা ১০২)

জাদুবিদ্যার মূল ইতিহাস খুব পুরাতন, এমনকি হযরত নূহ আলাইহিসালাম এর সময়েও এর অস্তিত্ব ছিল।

<https://m.tarot.com> , ওয়েবে গেলে ট্যারটের সাথে ওতপ্রোত

অস্ট্রোলজির সংশ্লিষ্টতা বুঝতে পারবেন। এর চর্চাকারীরা ভাগ্যগণনা, ভবিষ্যৎবলার ক্ষমতার দাবি করে। যদিও ১৫ শতকে অফিশিয়ালি ব্যবহার শুরু হয়, তবে এর শিকড় বেশ প্রাচীন। কিছু অকাল্ট বই রাইটার বলেন ট্যারট সম্পর্কযুক্ত প্রাচীন মিশরীয় জাদুবিদ্যার কিতাব তোখ! ট্যারট কার্ডকে মেজর আর মাইনর আরকেনায় ভাগ করা হয়।





এই বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে উচ্চশ্রেণীর স্পিরিচুয়ালিস্ট মিস্টিকের(থেইস্টিক  
 স্যাটানিজম) সম্পর্কযুক্ত। আপনি হয়ত বুঝতে পারছেন না, তবে শয়তানের  
 পূজারীরা এর সিগনিক্যান্স বোঝে। খ্রিষ্টান কাফের আহলে কিতাবধারীরা এসকল  
 চর্চাকে বলে ফর্বিডেন নলেজ সিকিং আর এর পাপকে বলে অরিজিনাল সিন।  
 ইসলামি পার্সপেক্টিভে এসব জাদুবিদ্যা আর শয়তানের আরাধনার ব্যপারে অত্যন্ত  
 কঠোর। যেখানে পথভ্রষ্ট কিতাব প্রাপ্তরাই এটার জঘন্যতা সম্পর্কে কঠোর, সেখানে  
 এক্ষেত্রে আমাদের কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে (?)! soothsayer,  
 clairvoyance, astrology, fortuneteller দেব ব্যপারে রাসূল (স)  
 অত্যন্ত কঠোর কথা উচ্চারণ করেছেন। এমনকি যে ভাগ্যগণনাকারীদের কাছে যায়  
 তার ইবাদতও ৪০ দিন কবুল হয়না, আর সে এসব সাধনা বা চর্চা করে!! ইনালিল্লাহ  
 | এটা শক্ত কুফর।



বিস্তারিত দেখুন-

<http://www.ummah.com/forum/showthread.php?158429-Tarot-cards>

<https://islamqa.info/en/2538>

<https://islamqa.info/en/114820>

(উপরের/নিচের ছবি গুলো এ উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে যেন ট্যারট বিষয়টি কিসের সাথে জড়িত, আধ্যাত্মবাদী কুফরি দর্শনের সাথে কতটা নিবিড় সম্পর্কযুক্ত সেটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, চাইলে ভিডিওগুলোর নাম ধরে সার্চ করে বিস্তারিত দেখুন)

শঙ্কর বিষয় যে, এদেশে কোয়ান্টাম ম্যাথড তাদের স্পিরিচুয়ালিস্টিক কুফরি দর্শন প্রচারে সফল হয়েছিল ইসলামকে ব্যবহার করেই, এবার এই স্পিরিচুয়ালিস্ট এজেন্ডাদের কাল্ট প্রাক্টিস প্রচারের দায়িত্বে কাজ করছে এদেশের স্বনামধন্য রেডিও স্টেশন -#এবিসি\_রেডিও এর নিয়মিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান "ডর ট্যারট", আর এতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছেন রাদবি রেজা নামের একজন আরেকজন জনপ্রিয় রেডিও জকি ও টেলিভিশন উপস্থাপক কিবরিয়া সাহেব। তাদের অনুষ্ঠান অল্প দিনে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং লক্ষাধিক ফ্যান এ বাম রাস্তায় বিশ্বাস ও হাটা শুরু করেছে!

পেজ লিংক-

[https://m.facebook.com/daartarot/?refid=52&\\_\\_tn\\_\\_=C](https://m.facebook.com/daartarot/?refid=52&__tn__=C)

রাদবি রেজা সাহেবের ফেসবুক আইডি-

<https://m.facebook.com/radbi?refid=46&sld=eyJzZWYyY2hfc2lkIjo1NTM5ZmQyM2ZhYjJkMGI5MDNiOTM0ZGYzZjZlYTVkZDQiLCJxdWVyeSI6InJhZGJpIHJle mEiLCJzZWYyY2hfdHlwZSI6IINIYXJjaCIsInNlcXVlb mNlX2lkIjo1NTgwODk0MDAsInBhZ2VfbnVtYmVyljo xLCJmaWx0ZXJfdHlwZSI6IINIYXJjaCIsImVudF9pZ CI6NjY5MTkyMjY4LCJwb3NpdGlvbil6MCwicmVzd Wx0X3R5cGUlOjIwNDh9&fref=search>

এ পথের কালোদিক কোন ইসলামি জ্ঞানহীনরাও অনুধাবন করতে পারে যদি অকাল্টিজমের ব্যপারে কিছু তথ্য জানা থাকে। তাছাড়া বহু দুর্বল জ্ঞানের মুসলিমরা ইতোমধ্যে এই অনুষ্ঠানের ব্যপারে বিরূপ মন্তব্য করা শুরু করেছে। তাদের পেজের কন্টেন্ট গুলো ইসলামি পার্সপেক্টিভে চরম ডেভিয়েটেড। গতকাল পেজটি তাদের গ্লোবাল আধ্যাত্মবাদী চেতনার জানান দিয়েছেন এ পোস্টের আটিকেল এর মাধ্যমে

।

লিংক -

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1905893159626055&id=1818259065056132#comment\\_from\\_1818259065056132\\_1905893159626055](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1905893159626055&id=1818259065056132#comment_from_1818259065056132_1905893159626055)

এই পোস্ট যে বিশ্বাসগত আদর্শ বহন করে তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছি -

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=777888975714434&id=100004800152023&refid=17&\\_ft=top\\_level\\_post\\_id.777888975714434%3Atl\\_objid.777888975714434%3Athid.100004800152023%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1496300399%3A3634114067770331984](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=777888975714434&id=100004800152023&refid=17&_ft=top_level_post_id.777888975714434%3Atl_objid.777888975714434%3Athid.100004800152023%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1496300399%3A3634114067770331984)

সংক্ষিপ্ত তথ্যের জন্য রাদবি রেজা সাহেবের স্পিরিচুয়ালিস্টিক বিলিফ সিস্টেমটি কোন স্কুল অব টিচিং এর সেটা স্পষ্ট নয়। অল্প তথ্য বলতে বলতে পারে না তিনি ধর্মচক্রের কোন আধ্যাত্মিকতা নাকি তাও নাকি হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাস্কির নাকি এলিস বেইলি নাকি বেঞ্জামিন ক্রিমের সেক্টরের, নাকি কোয়ান্টাম মিসিসিজম বা নিউএজের....। তারা যে আদর্শ পাবলিকে প্রচার করছে তা যদি জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতায় জাহেলিয়াতের জন্য হয়, তবে বৃহত্তর কল্যাণে তাদেরকেই সেটা থেকে বেরিয়ে আসাটা সমীচীন, অন্যথায় তারা যদি ডলার বিলের উপরে লিখিত নোভাস অর্দো সেকলোরাম বা নতুন ধর্মনিরপেক্ষ আইনের অনুসারীদের ছত্রছায়ায় সচেতনভাবে কাজ করে থাকেন তবে সংশোধনের অনুরোধ কেবলই বৃথা অনুনয়। (ওয়া আল্লাহ্ 'আলাম)

বইঃ রিয়াযুস স্বা-লিহীন, অধ্যায়ঃ ১৮/ নিষিদ্ধ বিষয়াবলী, হাদিস নম্বরঃ ১৬৮০

৩০৩ : গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন নিষিদ্ধ

৪/১৬৮০। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা বেড়ে যাবে।” [আবু দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে] [1]

[1] আবু দাউদ ৩৯০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, আহমাদ ২০০১, ২৮৩৬ হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

### ডিস্কোভারী চ্যানেলে স্পিরিচুয়ালিজম:

ডিস্কোভারি চ্যানেলে প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার রাত সাড়ে ১১ টায় পোল্টারগাইস্ট/প্যারানরমাল বাস্তব ঘটনার উপরে প্রোগ্রাম সম্প্রচার করে। প্রত্যেক এপিসোডেই ওরা স্পিরিচুয়ালিস্টিক একটা মতবাদকে প্রোমোট করে। সেটা হচ্ছে হন্টেড বাড়ির একটা ট্র্যাজিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, হয়ত একশো বছর আগে কোন একটা মার্ডারের ঘটনা বা সুইসাইড কেইস ছিল অথবা সাধারণ মৃত্যুর ঘটনা।

ওরা উপস্থাপন করে, ওইরকম স্পটের সুপারন্যাচারাল এন্টিটি আসলে ওই মৃতদের আত্মা। যেমনটা গত শুক্রবারেও দেখিয়েছিল। উপদ্রব প্রশমনে ওরা খ্রিষ্টান যাজকদের সাহায্য নেওয়া দেখায়। সেই খ্রিষ্টান বাড়িওয়ালা পরবর্তীতে বাড়ির ইতিহাস ঘেটে আবিষ্কার করে, তার বাড়িটি ছিল একটি হাসপাতালের অংশ, সকল মুমূর্ষু রোগীরা থাকত। ব্যস, তিনিও এই বিশ্বাসকে দলিলের সাথে সত্য বানিয়ে দেখালেন। তার মানে মূল ঘটনা হচ্ছে ওই মৃতদের আত্মাই ওই বাড়িতে অবস্থান করে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটাতো!

এদেশের অনেক জ্ঞানহীন সাধারণ জাহেলরা ভারতীয় হরর প্রোগ্রাম এবং হলিউড দেখে এমনিতেই আত্মার দুনিয়াতে স্বাধীন অবস্থানকে বিশ্বাস করে এর উপর ডিস্কোভারি চ্যানেলেরও পরোক্ষ এসার্শন! ওরা জ্বিন জাতির অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে চায় না যত কিছুই হোক।

অথচ এই বিশ্বাস ইসলামের সাথে কম্প্যাটিবল নয়।

ওই আকিদা পলিথেইস্ট/স্পিরিচুয়ালিস্ট/সর্সারারদের। এরা বিশ্বাস করে মানুষ মরলে হয় রিইনিকারনেশন ঘটে অথবা স্বাধীন অমর আত্মা হয়ে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়।



অথচ ইসলাম আমাদেরকে বলে, জ্বীনরা মৃত মানুষের বেশ ধরে ধোকা দেয়।  
দাজ্জালের আবির্ভাবের পরে দাজ্জাল জ্বীনদের সাহায্য নিয়েই মৃতকে জীবিত করার  
নাটক সাজিয়ে রুবুবিয়্যাতের দাবি করবে।

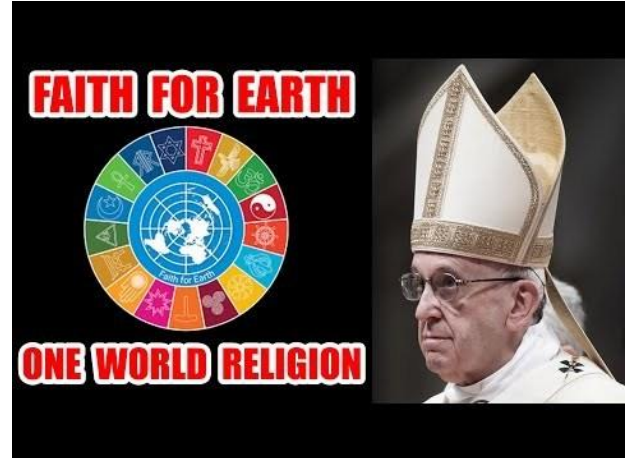
কুরআন আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে, মৃত্যুর সময় ফেরেশতা কর্তৃক আত্মা  
ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপার। অতঃপর আমল অনুযায়ী সেটা হয় ইল্লীন বা সিদ্জিনে(৭ম  
জমিন) যায়। মৃত্যুর পরে আত্মার পুনঃপ্রত্যাবর্তন সাধারণভাবে কখনোই হয়  
না(আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত)। ওরা আমাদেরকে এভাবেই ওয়ানওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নের



দিকে আস্তে আস্তে একটু একটু করে নিয়ে যাচ্ছে। কখনো কোয়ান্টাম ম্যাথড  
কখনো বা কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর মোড়কো ।

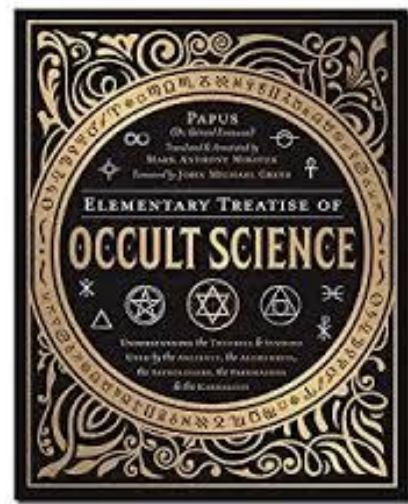
## ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলে একযোগে কাজ করছে:

বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত ও প্রমাণিত কুফরির দ্বারা বিশ্বে যাদুশাস্ত্রভিত্তিক ওয়ান  
ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলে একযোগে কাজ করছে। আমাদের  
মুসলিমদের অবস্থা কিরূপ? আমরা কি বিশ্বের চলমান কুফরের স্রোতের অনুকূলে  
চলছি? দুর্ভাগ্যজনকভাবে উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। আমরা মুসলিমরা ইহুদী ও বৈদিক  
অপবিদ্যাকে আপন করে গ্রহণ করে নিয়েছি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে। বিজ্ঞানের নামে  
অস্পষ্ট করে দেয়া সুস্পষ্ট কুফরি যাদুশাস্ত্রকে শুধুমাত্র সাধারণ মুসলিমরাই গ্রহণ  
করেনি, আলিমরাও একে বৈধতা দিয়েছেন।



আলিমরা আজ তাদের ধর্মীয় বায়ানে দু একটা [অপ]বৈজ্ঞানিক শব্দ মুখে আওড়াতে পারলে ধন্য মনে করেন। নিজেকে খুবই বিজ্ঞ মনে হয়। প্রচার করছে তাওহীদ কিন্তু সেটাকে রিইনফোর্স করছে ইত্তেহাদের আকিদা দ্বারা। প্রচার করছে ইসলামের কিন্তু একে সত্যায়নের জন্য রেফারেন্স হিসেবে যেটাকে টানছে সেটা বেদান্তশাস্ত্রের এবং এর অনুসারী অকাল্ট ফিলসফারদের। এরা আলিম হয়ে প্রচার করছে জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভর আকাশবিদ্যার ধারনাকে, যেখানে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) একে যাদুবিদ্যার শাখায় ফেলেছেন। সমস্ত নিষিদ্ধবিদ্যাকে বৈধতাদানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইজতেহাদের দরজাকো।

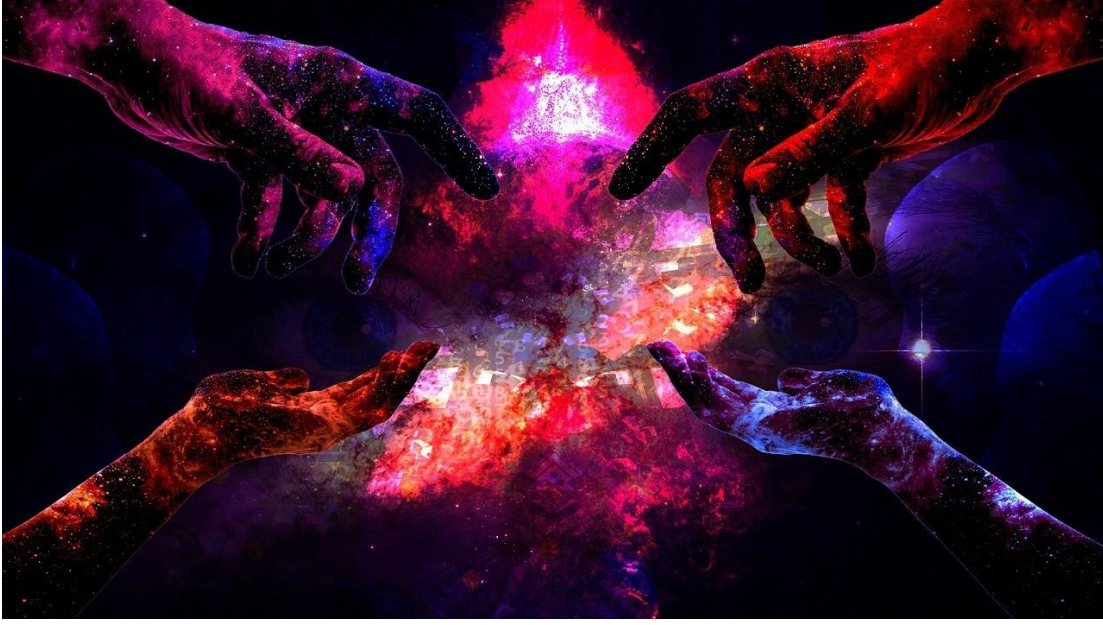
আলিমদেরই যদি এই অবস্থা হয়, সাধারণ মুসলিমদের কি অবস্থা হবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সাধারণ মুসলিমরা আজ [অপ]বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনকে মানতে ও বুঝতে পছন্দ করে। কোন কিছু বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেটাকে যেভাবেই হোক বৈজ্ঞানিক বানাতে চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক না হলে তাদের ঈমান ঈয়াক্বিনের খুঁটি নড়বড়ে হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে অপবিজ্ঞানকে ধারনের যাত্রা শুরু হয় আরবে গ্রীক-ভারতীয় দর্শন তথা কালামশাস্ত্র গ্রহণের মাধ্যমে।



কালামিরা ছিলেন, আজও কালামিদের উত্তরসূরীরা আছেন। যদি বলেন গ্রীক দর্শনের ফিতনা শেষ তবে বড় ভুল করবেন, কেননা মধ্যযুগে ব্যাবিলনীয়ান মিস্টিসিজম থেকে আসা গ্রীক দর্শনের প্রভাব আজকের তুলনায় খুব সামান্যই ছিল। সেসময় গ্রীকদর্শন বহিরাগত বিদ্যা হিসেবে খুব স্পষ্টই ছিল। কিন্তু আজ এর পোশাক ফ্লেভার একদমই পাল্টে ফেলা হয়েছে 'বিজ্ঞান' নামের দ্বারা।

বিজ্ঞান আজ প্লেটোনিক আইডিয়ালিস্টিক অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে সত্যায়ন করেছে[৬৪], যে বিজ্ঞান সর্বজনগৃহীত শ্রদ্ধেয় নিষ্কলুষ বিদ্যা। অর্থাৎ আড়ালে থেকে ভিন্ন নামে কালামশাস্ত্র সর্বত্র আরও শক্তভাবে প্রবেশ করেছে। আগে কালামশাস্ত্রের ইল্লের বিরুদ্ধে বলার মত অনেক আলিম ছিল, কিন্তু আজ এর বিরুদ্ধে বলা তো দূরের কথা, উল্টো সপক্ষে ইজতিহাদের পক্ষের আলিমদের অভাব নেই। এর উল্টোটা বললে খারেজি কিংবা "পথভ্রষ্ট গোমরাহ চক্র" ট্যাগ মিলতে পারে। এজন্য কালামিরা শেষ হয়ে যায়নি। উল্টো নব্যকালামিদের দ্বারাই সর্বত্র ছেয়ে গেছে।

পদার্থবিজ্ঞানীগন আজ এক প্রাচীন ধর্মের দিকে আহবান  
করছেন:



পদার্থবিজ্ঞানীগণ আজ প্রাচীন এক ধর্মের দিকে স্পষ্টভাবে ডাকছেন। সারাজীবন যাদুশাস্ত্র নিয়ে পড়ে থেকেও নিউটন,কেপলারদের আহবানে অস্পষ্টতা ছিল, স্পষ্টতা থাকলেও সে নথি লুকিয়ে ফেলা হয়েছে সবাইকে তাতে প্রবেশ করানোর জন্য। পরবর্তীতে আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, স্ট্রোডিঞ্জারগণ অনেক স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন।

আর আজকে এরই ধারাবাহিকতায় তাদের উত্তরসূরিদের সবাই গৌতমবুদ্ধের মত বলছে

Reality is illusion! Everything is the different emanation of singular consciousness! Oneness is fundamental! Everything you believed as real is not real! You are living in a simulation. We are just a cluster of tetrahedron! Everything is number and



geometry! Everything is nonlocal, everything is connected with everything!



এই ধর্মের শুরু হয় ব্যাবিলনের শয়তান জ্বীনদের হাতে। ওরাই প্রচার করে বাদশাহ সুলাইমান আলাইহিসালাম নাকি যাদুকর ছিলেন। এরপরে বাবেল শহরের ইহুদীদের থেকে মিশর, গ্রীস ও ভারতে পৌঁছায়। সাইন্স ও ফিলোসোফিয়ার ফাউন্ডিং ফাদার এবং সেই ধর্মের অনুসারী ও প্রচারক 'পিথাগোরাস' বলতেন, সবকিছুই নাম্বার। ফ্রিম্যাসনদের মহাগুরু এলবার্ট পাঙ্গক তো পিথাগোরিয়ান এস্ট্রোনমিকে সরাসরি এস্ট্রলজি বলেছেন, এভরিথিং ইজ ভেইল্ড ইন নাম্বার। আজকে এই বিশেষ ধর্মটি এমন মহাশক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে গেছে, যে অধিকাংশই অস্বীকার করলেও তার কিছু না কিছুতে বিশ্বাস ও আস্থা রাখছে। সেই প্রাচীন যুগ থেকে এইসকল পদার্থবিজ্ঞানী তথা ন্যাচারাল ফিলসফারগন ম্যাথম্যাটিকস এবং ইকুয়েশন দিয়ে অখণ্ডনীয়, অভ্রান্ত জ্ঞানের আসনে নিয়ে এসেছে। মিচিও কাকু বলেন, 'যা আমাদের ব্ল্যাকবোর্ড(ম্যাথম্যাটিক্যাল লজিক/ইকুয়েশন) থেকে আসে তা যেন

জোহার(কাব্বালার কিতাব) এবং কাব্বালিস্টিক প্রাচীন শাস্ত্রগুলোরই প্রতিফল।' লা  
হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

পলিটিকাল শক্তিগুলো সেগুলোকে সাধারণ মানুষকে গ্রহণের জন্য বাধ্য করছে।

বস্তুত, অধিকাংশ মানুষ সেসব ইচ্ছে করেই গ্রহণ করে। ওরা সেসব শিক্ষা করে

বিশেষ জ্ঞানের দস্ত প্রদর্শন করে।

বিজ্ঞানীরা আজ ইন্দ্রজালের(net of indra) শিক্ষা দিচ্ছে। ওদের গবেষণাগারের

সামনে রয়েছে নটরাজ শিবের মূর্তি। হকিং থিওরি অব এন্ড্রিথিংয়ের প্রত্যাশা

করেছিলেন। ওরা বলছে যখন মানবজাতি এই ফাইনাল থিওরির দেখা পাবে, সেটা

তাদেরকে এক স্বপ্নরাজ্যের চাবি হাতে দেবে। মানবজাতি অফুরন্ত

এনার্জির(নিউট্রিনো/ব্রিল/এথেরিক/বা এরকম কিছু) দেখা পাবে যা এমনকি দারিদ্র্য

থেকেও বের করে আনবে। এটা মহাসমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। ইতোমধ্যে

**Magic/mystery theory(এম থিওরি)** চলে এসেছে। ওদের প্রচারকারীরা

বলছে, একজন লর্ড হয়ত এই সিমুলেটেড রিয়ালিটি নির্মান করে পর্দার আড়ালে

আছেন। কেন তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন! কেন তিনি নিজেকে **reveal**

করছেন না!





ব্যবিলনের বাশিওয়ালাদের সুরে মাতাল 'আপনি' হয়ত এ লেখাটির কিছুই বুঝতে পারছেন না, অথচ আইরনি দেখুন, এই মস্তিষ্ক নিয়ে আপনি এস্ট্রথিওলজিতে বিশ্বাস করেন, হয়ত তা আংশিকভাবে। আপনি **Cosmic Evolution** এ বিশ্বাসী কিন্তু আবার **Biological Evolution** এ অবিশ্বাসী! **How stupid!** এই জ্ঞান নিয়েই কিন্তু আপনি বিদ্রূপ করেন যখন আমরা বলি ছয় দিনে সৃষ্ট এই আসমান জমিনের, জমিন শয্যাক্ষেত্রস্বরূপ সমতল এবং আসমান গম্বুজাকৃতি। আমরা যখন সাহাবাদের(রা) রেফারেন্স দেই তখন আপনি অস্বীকার করবার নানা রাস্তা খোজেন। অথচ বাবেলের শয়তানের কখন গুলো আপনার কাছে সত্য এবং পছন্দনীয়! সেগুলোকে সত্যায়িত করতে কুরআনকেও ব্যবহার করতে ছাড়েন না! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

আমরা যেমনি গণতান্ত্রিক ইসলামকে বৈধতা দিতে পারি না, তেমনি এই প্রাচীন ধর্মকে ইসলামের সাথে মেশানো সহ্য করতে পারি না।

## এক চোখ এজেন্ডার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা:

ওয়ান আই এজেন্ডার লক্ষ্য বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা হচ্ছে সকল ধর্ম এবং আদর্শগত দর্শনসমূহকে একিভূত করা। এজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল একটি কমনগ্রাউন্ড প্রতিষ্ঠা। এজন্য তারা পূর্বে হিউম্যানিজম বা মানবধর্মকে এথিস্টিক প্লটে প্রচার করত। একই ভাবে হিউম্যানিজম এর অপর পিঠে স্পিরিচুয়ালিজম/স্পিরিটিজমের প্রচার করত থেইস্টিক প্লটে।

এদের উভয়ের বক্তব্য একই। ওরা বলে 'সবার উপর মানব সত্য তাহার উপর নাই'!

এ কথা হিউম্যানিজমের ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ডক্ট্রিনের সাচে বসে গেছে। আবার একইভাবে স্পিরিচুয়াল মিনিংয়েও দেহতাত্ত্বিক দর্শনের দ্বারা 'মানুষ'কেই স্রষ্টার আসনে বসিয়ে একই দর্শন প্রচার করছে। ওরাও নিজেদেরকে হিউম্যানিস্ট বলে প্রচার করছে।



রিলিজিয়াস সেক্টরে স্পিরিচুয়ালিস্টিক আইডিওলজিকে প্রতিষ্ঠিত করতে

ধর্মগুলোকে স্বীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে হবে। এজন্য সব ধর্মের মিস্টিক্যাল স্থান গুলোকে প্রমোট করে ধর্মগুলোর অর্থোডক্স রূপটাকে পূর্ণভাবে উৎখাত করার কাজ চলছে। আর সে দায়িত্বটা নিয়েছে কাব্বালিস্ট, জিন্সটিক, সুফিস্টরা। যখন ধর্মগুলো পুরোপুরি করাপ্টেড হবে তখন কোন এক গ্লোবাল রিলিজিয়াস মার্জার এসে সব ধর্মগুলোকে একসুতোয় গেঁথে ফেলবে। একত্ববাদী(তাওহীদের) দ্বীন ইসলামে আউটসাইডার ভাইরাস সর্বেশ্বরবাদী(মনিজম-ওয়াহদাতুল উজুদ/ইত্তেহাদ) আকিদার সুফিবাদ(মিস্টিক্যাল স্কুল) এখন সরকারি বেসরকারি সর্বত্রই পরম পূজনীয়। ইলেক্ট্রনিক বলুন আর প্রিন্ট মিডিয়া বলুন সর্বত্রই এর খুব ফোকাস করা হচ্ছে। আর একত্ববাদ তথা তাওহীদকে আইসোলেটে করে দিতে পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে একত্ববাদী চেতনা মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক চেতনা বহন করে। কারন তাওহীদের প্রথম শর্তই(রোকন) কুফর বিত তাগুত। অর্থাৎ তাগুতের সাথে কুফরি। আর তাগুতকে কুফর করলে আপনি জঙ্গী হবেনই। সন্দেহহীন।।



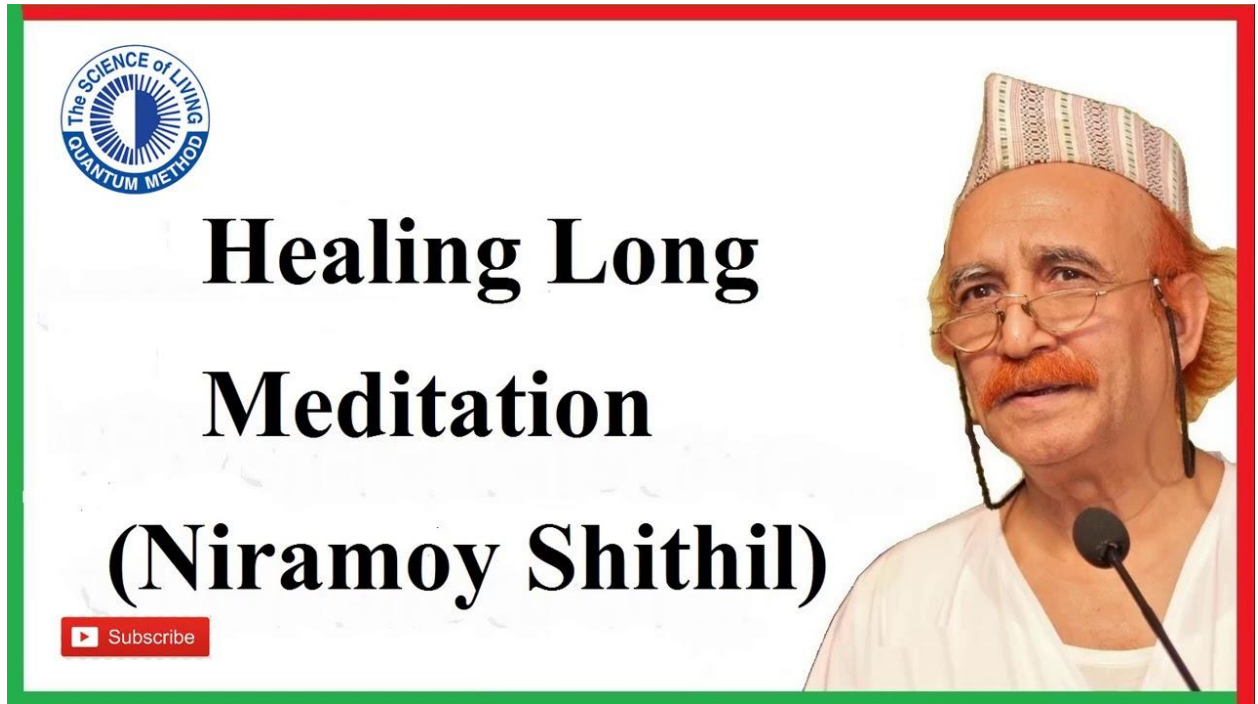
সুফি মিস্টিসিজম এজন্যই কাফেরদের কাছে ভাল, কারন কোন মানুষ যখন

সর্বেশ্বরবাদী এই আকিদা অন্তরে লালন করে তখন যেকোন নোংরা অথবা  
 অনৈতিক কাজকেও তেমনকিছু মনে করবে না। কারন, তাদের চিন্তা অনুযায়ী সবই  
 সৃষ্টিকর্তার অংশ অতএব, যে যাই করুক না কেন তাতে কোন সমস্যা নেই। স্রষ্টাই  
 করছেন। মনে নেই? যখন পীর সাহেব পতিতালয়ে সুন্দরী পতিতার সাথে  
 সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষন করেন তখন ঐ নারী ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জন্য  
 অসম্মত হয়, তখন পীরছাহেব ঐ নারীর লজ্জা ভাঙ্গতে তার পতিতাবৃত্তিকে উদ্দেশ্য  
 করে বলেন 'করনে ওয়ালা কন আর করানে ওয়ালা কন.....' এজন্যই সকল কুফরি  
 কাজ, পাপাচারীতা ও কুফরি আকিদার ব্যপারে এরা মৌন অবস্থানে থাকে, এর  
 কোন বিরোধিতা করে না। সকল ধর্মের বিশ্বাসের ব্যপারে সহনশীল থাকে। আর  
 এটাই শাসকগোষ্ঠী চায়। ওয়াহদাতুল উজুদ বা এক অস্তিত্বের বিশ্বাসে ধর্মগুলোর  
 সাম্প্রদায়িকতা/অসহিষ্ণুতা নিতান্তই অবান্তর। এজন্য ওরাও কঠোর জঙ্গীবিরোধী।

একচক্ষুবিশিষ্ট ঐ নেতার আগমনের অপেক্ষমানদের আশা ছিল যে একদিন  
 একত্ববাদীদের একঘরে করে দেওয়া হবে। তার পরে তাদের এ্যনিহিলেট করে  
 ওমঃশান্তি প্রতিষ্ঠায় একোনমিক্যাল মুভমেন্ট এর আদলে ইউনাইটেড রিলিজিয়ন  
 প্রতিষ্ঠা করবে ইউনাইটেড ন্যাশনের ছত্রছায়ায়। ওদের প্ল্যানমাফিক এখন পর্যন্ত  
 সাফল্য দেখা যাচ্ছে। তাওহীদপন্থীদের জঙ্গী নাম দিয়ে একঘরে করা হয়েছে। এখন  
 তাদের কাউকে হত্যা করলে অন্য কথিত মুসলিমরাও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে!

আপনারা কি টেলিভিশন এর সব চ্যানেলে বাউলদের রিভাইভ্যাল দেখছেন না?

ওরাও কিন্তু হাইলি স্পিরিচুয়ালিস্ট। নিজেদেরকে মানবধর্মাবলম্বী দাবি করে। শুধু তাই না জ্ঞানী বেরেলভিস্টরাও। দেওবন্দের এক বিরাট মুজাদ্দিদ খ্যাত জনৈক ছাহেবের গ্রান্ডসনও এ দাবি করতে ছাড়েননি। ফ্রিম্যাসনিস্টদের গুপ্ত লিনিয়েজ স্পিরিচুয়ালিজমের নবজাগরণ ঘটাতেও বাদ রাখেনি। মেডিটেশন, রেইকি, বাই নিউর্য়াল বিট, তৃতীয় নয়ন জাগরণ ইত্যাদি এখন এনলাইটমেন্ট এর রাস্তা! এগুলো নাকি সাইকিক এ্যাবিলিটি তৈরি করে! বিজ্ঞাপনগুলোও এসবে উৎসাহ দিচ্ছে। শিক্ষিত কর্পোরেট ব্রো-সিসরা এখন এটাকে ট্রেন্ড/ফ্যাশন আর আধুনিকতা হিসেবে দেখছে। ইয়োগা কোর্স করছে, এগুলো তাদের সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেসমুক্ত করছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এর কথা কি আর বলব!





মহাজাতক সাহেব প্রকাশ্যে ফ্রিকিক দিয়েই যাচ্ছেন। নায়িকারা ও সেখানে গিয়ে বলছে কোয়ান্টাম ম্যাথড আমার আস্তানা! একটি রেডিও চ্যানেল আগে চেপে চেপে প্রোগ্রামে এই গ্লোবাল মতাদর্শ নিয়ে প্রচার করত। এখন শুনলাম ৫০০ টাকা টিকিটে রেইকি ট্রেনিং ক্যাম্পিং শুরু করেছে।

জাতিসংঘ এত দিন চুপিচুপি গ্লোবাল স্পিরিচুয়াল এয়োয়াকেনিংয়ের ফান্ডিং করে যাচ্ছিল। এবার প্রতীক্ষা... কবে বাধ্যতামূলক ইউনাইটেড ন্যাশনের ন্যায় কবে ইউনাইটেড রিলিজিয়নের ঘোষণা দেয়। হয়ত একচোখ ওয়ালা গুরু বের হবার পরে নিজেকে মা'বুদ দাবীর পরে। অবশ্য মিলিয়ন-বিলিয়ন এখনই তাকে প্রকাশ্যে পূজো দিচ্ছে। ফাইনাল অবতার আসছে।





## বিনোদনের বিষয়গুলি যখন ব্রেইনওয়াশের হাতিয়ার:

মিথ্যা মসীহের আগমনের স্টেজ নির্মানকারীরা তাদের দর্শনের সপক্ষে মেটাফিজিক্সের সাথে গভীরভাবে জড়িত কোন নতুন ডক্ট্রিনকে মেইনস্ট্রিমে আনার জন্য প্রথমেই গল্প/ম্যাগাজিন/নাটক/সিনেমায় ফ্যান্টাসি তৈরি করে মঞ্চস্থ করেছে। সেটাকে জনগন বিনোদনের জন্য গ্রহণ করেছে।



কিন্তু অবচেতনে ঠিকই বিশ্বাসও করে নিচ্ছে। এমনটা চন্দ্রবিজয়ের নাটকের আগেও করেছিল। প্রথমেই আউটার স্পেস ট্রাভেল ফ্যান্টাসি নিয়ে গল্প, সিনেমা বানানো শুরু করে। সেসব প্রকাশের সময় একই সাথে বাস্তবজগতে সেই মিথ্যাকে সত্যায়নের জন্যও নাটক তৈরি প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এভাবেই প্রথমে আমাদেরকে 'সায়েন্স ফিকশন' টার্মের অধীনে খাওয়ানো হয়। অতঃপর সে ফিকশনকে বাস্তব জীবনে সত্য আকারে দেখানো হয়।

এই প্রক্রিয়ায় আউটার স্পেসের অস্তিত্ব, স্পেস ট্রাভেলের সম্ভাব্যতা, চন্দ্রবিজয় কে দ্ব্যর্থহীন সত্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর এর উপরে সবার মাথায় গেঁথে

দেওয়া হয়েছে মহাজাগতিক বিবর্তনের(বিগব্যাং) ফসলঃ ইনফিনিট আউটার স্পেস যুক্ত হেলিওসেন্ট্রিক মডেল এবং সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট গুলোর

স্ফেরিসিটি(বর্তুলাকৃতি)।

এ ব্যপারে চমৎকার ডকুমেন্টারি দেখুনঃ

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=333&v=ss7QT6uCZdU](https://www.youtube.com/watch?time_continue=333&v=ss7QT6uCZdU)

আর এই ডায়াবোলিক্যাল প্রোগ্রামিং এর ফসল হিসেবে কাফেরদের ভ্রান্ত অপপ্রচারের উপর অন্ধ বিশ্বাসের নমুনা দেখুনঃ

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1903489516367972&id=100001208264338](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1903489516367972&id=100001208264338)



জিঁ ওরা এভাবে অত্যন্ত সফল। এ প্রক্রিয়ায় একযোগে অগনিত মানুষের বিশ্বাসকে পালটে ফেলা যায়। শুনলে অবাক হবেন, এরকমই মহাপরিকল্পনা স্বরূপ ১৮ বছর

আগে বৌদ্ধ কুফরি দর্শন এর উপর ভিত্তি করে দ্য ম্যাট্রিক্স মুভিটি তৈরি করে।

ওদের উদ্দেশ্য ছিল ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন। সেই প্রাচীন ব্যাবিলনীয়ান এস্ট্রা থিওলজির উপর গজিয়ে ওঠা প্যাস্কেইস্টিক ধর্মটির দিকে আহবান। এবং হ্যা, আজ সেই আহবানে সাড়া দিয়ে সারাবিশ্বে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ সেই তাগুতি দ্বীনকে গ্রহন করেছে।

আর উহাকে মেইনস্ট্রিম সাইন্সের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করতে ইমার্জেন্স থিওরির ইমার্জ হয়েছে। আসছে 'থিওরি অব এন্ট্রিথিং' হয়ে। অর্থাৎ ম্যাট্রিক্স মুভিতে রিয়েলিটি/দর্শন নিয়ে যে চিন্তাধারাকে বহু বছর আগে দেখিয়েছে তা-ই সত্য হিসেবে বাস্তবায়ন চলছে। মনে রাখবেন যে ওয়ার্ল্ডভিউ সেই মুভিতে দেখিয়েছিল সেটাই পিথাগোরাস ব্যাবিলন থেকে শিখে এসেছিল হাজার বছর আগে এবং বলত 'এন্ট্রিথিং ইজ নাম্বার'। ওটাই কাব্বালিস্টিক ওয়ার্ল্ডভিউ।

আপনি কি ওই বিশেষ ধর্মটিকে চিনতে পারেন নি(?)! আমাদের দেশে কোয়ান্টাম ম্যাথড নামে যা চলছে, সেটাই!

## বাংলাদেশে এন,জি,ও (NGO) অপতৎপরতা !



লিখেছেন মাও. মাহফুযুল হক দা.বা.।

আল্লাহ তা’আলা মানব জাতির পথ ও পাথেয় রূপে কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্য দ্বীন ও ধর্ম হিসাবে নির্বাচন করেছেন ইসলামকে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, **ان** **الا سلام ع ندا لله ال دين** .

অর্থাৎ “আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।”

কিন্তু মুসলমানদের চির শত্রু“ কাফের, মুশরেক, ইহুদী, খৃষ্টানরা এসত্য কথাটি অনুধাবন, উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা, তাহযীব ও তামাদ্দুন, ইসলামী ইতিহাস- ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে, দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে চিরতরে মুছে ফেলার মানসে ইসলামের শুরু যুগ থেকেই গভীর ষড়যন্ত্র করে

আসছে। আর তাদের অন্যতম একটি ষড়যন্ত্র হলো এন,জি,ও তৎপরতা। তাই

আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

**أول ياء وال نصرى ال يهود وات تخذ لا امنوا ال ذين أي هيا** .

অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না।”

## এন,জি,ও এর পরিচয়:



এন,জি,ও শব্দটি ইংরেজী “নন গভর্নমেন্ট ভলেন্টারী অর্গানাইজেশন” এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আভিধানিক অর্থে বেসরকারী যে কোন সংস্থাই হলো এন,জি,ও। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত নয় এমন যে কোন বেসরকারী সেবামূলক বা সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থাকেই এন,জি,ও বলা হয়। এখানে আমার আলোচনা এমন সব দেশী-বিদেশী এন,জি,ও নিয়ে, যারা সেবার আড়ালে দেশ ও জাতি, দ্বীন ও ধর্মের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় লিপ্ত।

## বাংলাদেশে এন, জি, ও আগমনের পটভূমি ও তার পরিসংখ্যান ঃ

ষাটের দশকে ছিল জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। সত্তরের দশকে আগমন ঘটে এন,জি,ওদের। ৭০এর জলোচ্ছাস এবং ৭১এর দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর স্বাধীন হয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে তখন দেখা দেয় অন, বস্ত্র ও বাসস্থানের চরম সংকট। ভয়াবহ যুদ্ধের পর জাতি যখন অনাহারে অর্ধাহারে, বিভিন্ন

কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করছিল। তখনই এমন সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে সেবার মুখোশ পড়ে দূর দেশ থেকে এগিয়ে আসে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সন্ত্রাসবাদী চক্র ইয়াহুদী-খৃষ্টান তথা এন,জি,ও সংস্থা সমূহ। ১৯৭২ সালে দেশের ভেঙ্গে যাওয়া সবকিছুকে পুনর্বাসিত করে দেয়ার বাহ্যিক অঙ্গিকার নিয়ে দু' বছরের জন্য বাংলার জমিনে আগমন করে পাশ্চাত্যের শত শত এন,জি,ও প্রতিষ্ঠান। এমনিভাবে ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর এন,জি,ওদের তৎপরতা আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে বিদেশী সাহায্য প্রত্যাশি রেজিস্ট্রেশনভূক্ত এন,জি,ওএর পরিসংখ্যান ৬৩৫। আর দেশী-বিদেশী রেজিস্ট্রেশনকৃত এন,জি,ও সংখ্যা ৬৫০ উল্লেখ করা হয়। এছাড়া নামে-বেনামে আরো প্রায় ৬ হাজার সংস্থা এন,জিও হয়ে কাজ করছে। এক হিসাবে দেখা গেছে প্রতি থানায় গড়ে ৪ টি এন,জি,ও কাজ করছে। এন.জি.ও ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে এদেশে বিদেশী সাহায্য পুষ্ট এন,জি,ও এর সংখ্যা ৮ শত। এর বাইরে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন নিয়ে কাজ করছে এমন এন,জি,ও এর সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ হাজার। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ১.১৮ বর্গমাইলের মাঝে একটি করে এন,জি,ও কাজ করছে।

### এন,জি,ও দের শ্রেণী বিভাগ:

কার্যক্রম বিচারে দেশী-বিদেশী এন,জি,ওদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা:



১. মিশনারী এন,জি,ও | যারা সরাসরি খৃষ্টধর্ম প্রচার করছে।

২. ঐ সকল এন,জি,ও যারা সেবা ও উন্নয়নের আড়ালে পরোক্ষভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছে।

৩. যারা সেকুলার প্রকৃতির। অর্থাৎ যারা কোন ধর্ম প্রচার করেনা। বরং ধর্মের বিরোধীতা করে। তবে এ কথা বাস্তব সত্য যে, তাদের মাঝে কাজ ও কর্মসূচির দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সকলের প্রধান লক্ষ্যই হল এদেশে খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

### এন,জি,ও দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

সাম্রাজ্যবাদী এন,জি,ও দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. এদেশে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা
২. খৃষ্টধর্মের প্রচার-প্রসার করে এদেশকে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃষ্টরাজ্যে রূপান্তরিত করা।

মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করা।

৪. পাশ্চাত্যের লেজুড ভিত্তিক শিক্ষা তৈরী করা এবং উচ্ছৃংখল যৌনবাদী ধ্যান ধারণার প্রচার-প্রসার করা।

৫. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কায়দায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে এদেশকে খ্রিষ্টীয় সেবাদাস রূপে তৈরী করা।

### সেবামূলক তৎপরতা:

এন,জি,ওরা তাদের এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সকল তৎপরতা কার্যক্রম চালায় তার প্রধান কয়েকটি দিক নিম্নে তুলে ধরা হল:

‘কালিমাতু হাক্কিন উরীদা বিহিল বাতিল’ কথা সত্য মতলব খারাপ মূলনীতিতে বর্তমানে এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ব্যবসা-বানিজ্য সর্বত্র এন,জি,ওরা অবাধ বিচরণ করছে। সেবা তাদের মুখোশ বা আবরণ মাত্র। মূল লক্ষ্য ভিন্ন এবং সুদূর প্রসারী। অর্থাৎ তারা গরীব আর্তপীড়িত জনগনকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। মুসলমানদের মন ও মস্তিষ্ক ধোলাই করত খৃষ্টান জনতার বিস্ফোরণ ঘটচ্ছে। তাদের এই দূরভিসন্ধি বাস্তবায়নে ৫২টি মিশনারী সংস্থা পাগল পাড়া হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যার প্রমাণ মিলে খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ করলে।

১৯৩৯ সালে যেখানে খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার । সেখানে ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে দেখা গেছে তাদের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লক্ষে। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে তাদের জনসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও ‘সেবার অন্তরালে দারিদ্রবিমোচন’ শ্লোগান তুলে নিঃস্ব, অসহায় গরীবদেরকে ঋণ দিয়ে তাদের প্রতি শোষণ, জুলুম ও অত্যাচারের ইস্ট্রিম রোলার

চালাচ্ছে। কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার অজুহাতে নারী ধর্ষণ ও তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অসংখ্য নারীর স্বামী হারা ও আত্মহত্যার ঘটনাই এর জলন্ত প্রমাণ।

### অপসংস্কৃতির তৎপরতা:



এন,জি,ও মিশনারী সংস্থাগুলো ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে এবং পশ্চিমা অপসংস্কৃতি, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীলতা নির্লজ্জতার সয়লাব ঘটানো। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী করার হীন উদ্দেশ্যে খৃষ্টীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রচার প্রসার করত: এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে তুলছে শত শত এন,জি,ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে কচিকাঁচা কোমলমতি মুসলিম সন্তানদের মন ও মস্তিষ্ক ধোলাই করে শিক্ষা দিচ্ছে সালামের পরিবর্তে গুড মর্নিং। খোদা হাফেজের পরিবর্তে গুডবাই ইত্যাদি।

### নাস্তিক মুরতাদ ও দালাল সৃষ্টির তৎপরতা:

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেমন অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে মীর জাফর, মানিকচাঁদ, উর্মিচাঁদ, জগৎশেঠ ও রাজ বল্লবের মত ঘাতক দালালদের ক্রয় করে ভারতের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে এই এন,জি,ও চক্রবাদীরাও আমাদের

দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এদেশের জাতীয় পত্র-পত্রিকা, লেখক, সাহিত্যিক ও ক্ষমতাসীন লোকদেরকে খরিদ করেছে। দেশের সংসদ থেকে নিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক সহ সকল শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মাঝেই তাদের মদদপুষ্ট একটি দালালশ্রেণী প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। যারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে এন,জি,ওদের সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রকে সাধারণ জনগন থেকে গোপন রাখতে চেষ্টা করেছে। এন,জি,ওদের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তুললে এরাই তা প্রতিহত করতে উদ্যত হয়ে থাকে।

### জনগণকে ওলামা বিদ্বেষী করণের তৎপরতা:

১৮০৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মোড়লরা মুসলিম শাসকদের থেকে দিল্লীর সিংসাহন ছিনিয়ে নিয়ে মসনদে সমাসীন হলে ভারতবর্ষের বীর সেনানী ওলামায়ে কেরাম ভারতবর্ষকে ‘দারুল হারব’ ঘোষণা করে “ইংরেজ খেদাও, দেশ বাঁচাও” শ্লোগান তুলে জোড়ালো ভাবে জিহাদী আন্দোলন গড়ে তুলেন। যার ফলে ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠি ১৯৪৭ সালে লেজ গুটিয়ে ভারতবর্ষ থেকে পালাতে বাধ্য হয়। মোটকথা, তাদের ত্যাগের মূলে রয়েছে ভারতকে ওলামায়ে কেরামের দারুল হারব ঘোষণা। একারণেই বর্তমান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন,জি,ও মোড়লরা তাদের অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ পূর্বক তাদের পূর্বসূরীদের ভারত ত্যাগের মূলমন্ত্র সেই ফাতওয়া ও তার ঘোষক ওলামায়ে কেরামের মান-মর্যাদা ও অ্যাকশনকে মুসলমানদের অন্তর থেকে চিরতরে উৎখাত করা ও জনতার অন্তরে ঘৃণার পাত্রে

পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে ফতোয়াবাজ, মৌলবাদ, মোল্লারা প্রগতির পথে অন্তরায়, মৌলবাদীরা উন্নতি ও অগ্রগতি চায় না, ওরা ধর্ম ব্যবসায়ী ইত্যাদি বলে গালি গালাজ করে প্রচারোভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

### সরকারের বিরুদ্ধে এন,জি,ও তৎপরতা:

এন,জি,ওগুলো সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবস্থান নিচ্ছে। নারায়নগঞ্জ জেলার নীমতলী ও টানবাজার পতিতাপল্লী উচ্ছেদ এবং ঢাকার বস্তি উচ্ছেদ কালে এন,জি,ওদের কর্মকাণ্ডে খোদ সরকারি মহল বিব্রত বোধ করেছে। বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে সরকারের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী এন,জি,ওদের কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ প্রকাশ এমনকি জবাবদিহিতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

### তথা কথিত নারী মুক্তির নামে তৎপরতা:

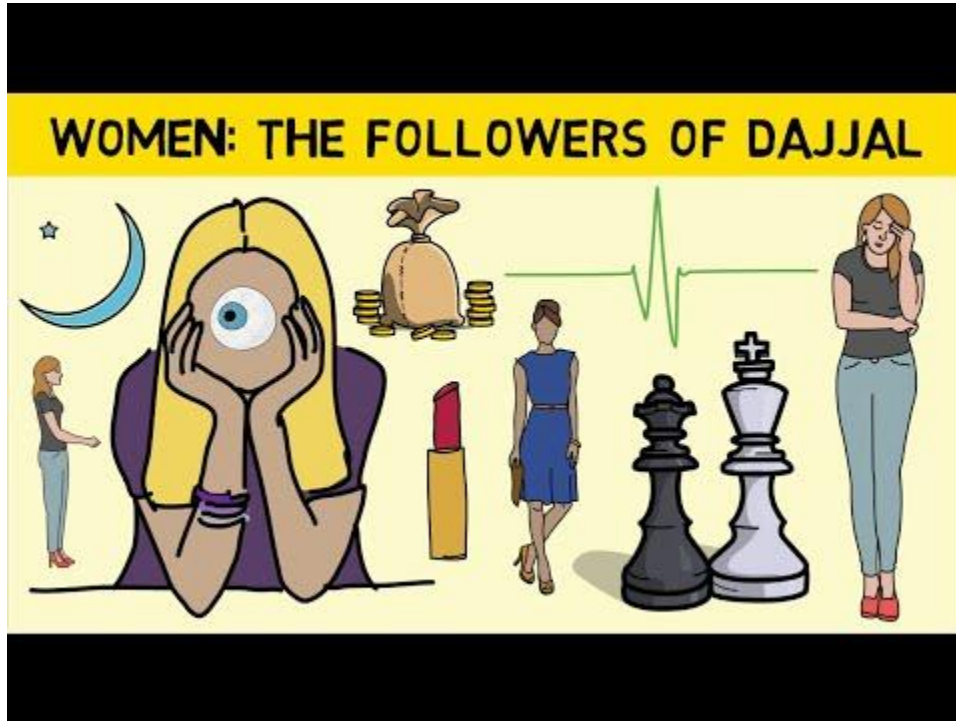


৭ মে ১৯৯৪ ইং দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত ঘটনা। হবীগঞ্জ থানার নিশাকুড়ি গ্রামের

স্বামী পরিত্যাক্তা স্ত্রী ৪ সন্তানের জননী রাবেয়া বেগম গ্রামীণ ব্যাংক কর্মীদের চাপের মুখে মাত্র দেড়শত টাকার ঋণ পরিশোধের জন্য ৮ মাসের শিশুকে বিক্রি করে বাকী ৩ সন্তান নিয়ে লোকলজ্জার ভয়ে অজানা পথের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। আরো জানা যায়, ১ এপ্রিল ৯৪ ইং হবীগঞ্জ থানার কাজল শাহ ইউনিয়নের দিন মজুর আলাউদ্দীনের মেয়ে আয়শা বেগমকে সেলাই প্রশিক্ষণের নাম দিয়ে “এন,জি,ও বাংলাদেশ গ্রাম উন্নয়ন বান্ধব” এর লোকজন নিয়ে যায় এবং একাধারে ২, ৩ ও ৪ এপ্রিল একটি কক্ষে আটকে রেখে ধর্ষণ ও পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটায়। (১৪ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং, দৈনিক ইনকিলাব)

### এন,জি,ও দের কুরআন-হাদীস, ঈমান আকীদা বিরোধী শ্লোগান:

এন,জি,ও সংস্থার কর্মকর্তারা সু-কৌশলে তাদের মাঠকর্মী ও তাদের থেকে ঋণ গ্রহিতা নারীদের এমন কিছু শ্লোগান শিক্ষা দেয় যা সুস্পষ্ট ভাবে কুরআন ও হাদীস





বিরোধী এবং ঈমান পরিপন্থি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে মহিলাদের শিক্ষা দেয় “সন্তান একটি হলে দুটি নয়, দুটি হলে আর নয়।” অপরদিকে দারিদ্রতার ভয়ে নিষ্পাপ সন্তানকে হত্যা করতে নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা সূরা আনআমে ইরশাদ করেন,

كَمْ وَايَ اَنْزَرْقَهُمْ ذَحْنٍ , اَمَلَقْ خَشْدِيَّةَ كَمْ تَقْتُلُوا الْوَلَدِ وَلَا

অর্থাৎ “তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করো না। কেননা আমিই তো তাদের এবং তোমাদের রিযিক দিয়ে থাকি।”

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, رَزَقَهَا اللَّهُ عَلَى الْاَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا

২. তাদের আরেকটি শ্লোগান হল “স্বামীর কথা মানবো না, বন্ধ ঘরে থাকবো না”

অথচ কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছে, اَلْاِنْسَاءُ عَلَى قِوَامِ اَرْجَالٍ

অর্থাৎ “পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল।”

অপরদিকে হযরত আবু হুরায়রা রা.এর সূত্রে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন

لَزَوْجَهَا تَسْجُدُ اِنْ اَلْمَرْأَةُ لَامَرَتْ لِاحَدٍ يَسْجُدُ اِنْ اَحَدًا اَمَرَكَ نَتَلُو

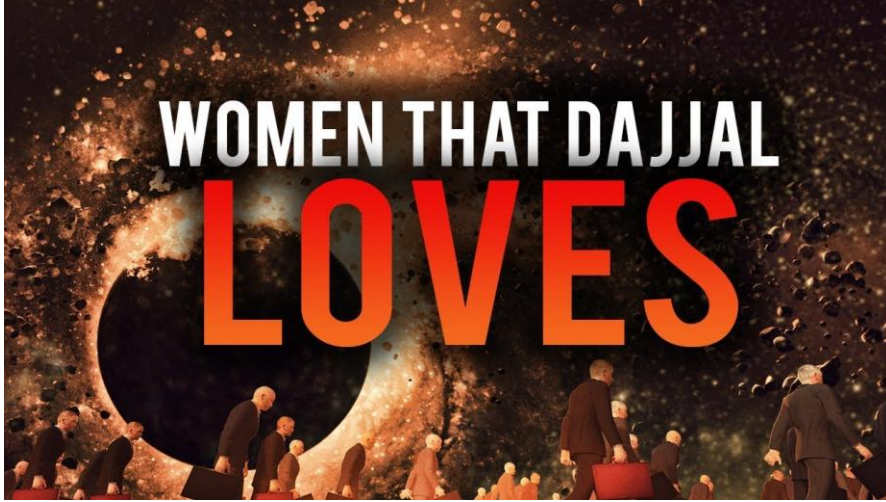
অর্থাৎ “যদি আমি কাউকে আল্লাহ ব্যতীত সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে

আমি অবশ্যই প্রত্যেক স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।”

الْجَنَّةُ خَلَّتْ دَرَا ضَى عَنْهَا وَزَوْجَهَا مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ اَيُّ مَا

অর্থাৎ “কোন স্ত্রী যদি এমতবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট তাহলে

সে জান্নাতে যাবে।”



৩. তাদের আরেকটি শ্লোগান হল “ফতোয়াবাজদের কথা মানবো না, ভাঙ্গা ঘরে থাকবো না”। অথচ আল্লাহ পাক নারীদের গৃহাভ্যন্তরে থাকার কথা তুলে ধরে সূরা আহযাবে ইরশাদ করেন,  
 . الاولیٰ الیٰ الجاهلیۃ تہٰ بہ برج تہٰ برجن و لا بہ یوتہ کن فی وقرن  
 অর্থাৎ তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্থতার যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।



৪. অবৈধ মেলামেশা, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অপর একটি শ্লোগান শিক্ষা

দেয় “কুড়ি হলে বুড়ি নয়, বিশের আগে বিয়ে নয়”। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু সাঈদ খুদরী রা. সূত্রে বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে, **فَلْيُحَسِّنْ وَلَدًا مِنْ** **فَإِذَا صَابَ جِهَيزُ وَلَدًا مِنْ بَلَدٍ لَغِيْلٍ فَاِنْ فَلَ يَزُوجْهُ بِ** **لَغِيْلٍ فَاِذَا دَبَّهَ وَأَسْمَهُ** **أَبُيْهِ عَلَى إِثْمِهِ فَاِذَا مَا**

অর্থাৎ “যে ব্যক্তির সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, সে যেন তার ভাল নাম রাখে। তাকে আদব শিক্ষা দেয়। আর যখন সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তখন যেন তাকে বিবাহ দিয়ে দেয়। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে যদি সে যিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার গুনাহ পিতার উপর বর্তাবে।”

প্রিয় পাঠক,

এক কথায় নব্য সাম্রাজ্যবাদী এন,জি,ও মিশনারী সংস্থাগুলো সেবার মুখোশ পড়ে, সাহায্যের অন্তরালে মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা, তাহযীব ও তামাদ্দুন, ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে পশ্চিমা অপসংস্কৃতির সয়লাব, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার প্রসারে উঠে পড়ে লেগেছে। এদেশের সন্তানদেরকে সভ্যতার নামে শিক্ষা দিচ্ছে অসভ্যতা। সাংস্কৃতির নামে অপসাংস্কৃতি। এমনকি মুসলিম সন্তানদের পাচার করার মত হীন ষড়যন্ত্র করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করছে না।



দারিদ্র বিমোচনের শ্লোগান তুলে ব্র্যাক, আশা ও গ্রামীণ সংস্থার মাধ্যমে সুদ ভিত্তিক ঋণ দিয়ে সরলমনা নিরীহ মুসলমানদের উপর চালাচ্ছে অত্যাচারের ইষ্ট্রীম রোলার। সর্বপরি আজ আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখব যে, তাদের অত্যাচার, অবিচার, জুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত আজ গোটা সমাজ। পত্রিকার পাতা উল্টালেই দেখা যায় তাদের অত্যাচারে অপমানে ধৈর্য্যহারা হয়ে নিজ গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করছে অসংখ্য পল্লীবধূ। আর নরখাদক এন,জি,ও দের করাল গ্রাসে পালাক্রমে ধ্বিঁত হচ্ছে শত শত মুসলিম নারী। যা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়ে দেয়।

### এন,জি,ও তৎপরতার প্রতিকার:

বর্তমান সময়ের পতনোন্মুখ মুসলিম মিল্লাতের এন,জি,ওদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কবল

থেকে রক্ষা করতে হলে এবং মুসলিম মা-বোনদেরকে নরখাদক এন,জি,ওদের হিংস্র থাবা থেকে মুক্তি দিতে হলে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধরে রাখতে হলে এখনই যে সকল প্রদক্ষেপ গ্রহন করা জরুরী ও অপরিহার্য তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. **أَوْثَ بَاتَ فَاذْ فَرُوا حَذْرَكُمْ خُذُوا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ اٰيَهَا يٰ ا**  
**جَمِيعًا اذْ فَرُوا .**

অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা অস্ত্র ধর এবং দলবদ্ধভাবে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়।”

এই আয়াতের আলোকে উজ্জীবিত হয়ে বাতিলের মুকাবেলায় জিহাদে

আতœনিয়োগ করতে হবে। বিশ্ব মোড়লদের চোখ রাঙ্গানির তোয়াক্কা না করে বীর মুজাহিদদের পদাংক অনুসরণ করতে হবে।

২. আমাদের ইসলামী এন,জি,ও গড়ে তুলতে হবে। এবং বাংলাদেশে যে সকল ইসলামী এন,জি,ও সংস্থা রয়েছে তাদের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে।

৩. গরীব আতর্পীড়িত জনগণকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

তাদের সামনে ইসলামের হাকীকত তুলে ধরতে হবে। তাদের মাঝে আল্লাহর ভয়,

আখেরাতের ভীতি সঞ্চার করতে হবে। মৃত্যু, কবর, জান্নাত, জাহান্নাম ও কিয়ামত

দিবস সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তৌফিক দান করুন।

আমীন।

## অধ্যায়-২: (সিক্রেট এজেন্ডা ও প্রজেক্ট ও টেকনোলজি)



### নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারঃ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা !

এটা এমনই একটা শব্দ যেটা আমেরিকার বিভিন্ন প্রেসিডেন্ট, রাজনৈতিক নেতা সামরিক প্রধান, অভিজাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মুখে একাধিক বার শোনা গিয়েছে!! নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে গোটা বিশ্বকে একটি অভিন্ন জাতি ও অভিন্ন ধর্মতে পরিণত করার মহা পরিকল্পনা । নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয় কয়েকশ বছর আগে। এখন এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্তমান জাতিসংঘ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে ঐ পরিকল্পনার বড় ধরনের সাফল্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই পরিকল্পনারই ফল বলেই অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর



মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে, ফলে তারা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় স্বস্তি পায়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবকটি রাষ্ট্রকে আয়ত্তে আনা হয়। ঠিক একই ভাবে ওয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে শান্তি স্থাপনের নাম করে **One World Government** বা **New World Order** প্রতিষ্ঠা করা হবে। একটি সভায় ডেভিড রকফেলার বলেন: "আমরা একটি বিশ্বব্যাপী রূপান্তরের শেষপ্রান্তে, এখন আমাদের শুধু একটি **major crisis** দরকার যাতে সমস্ত জাতি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার গ্রহণ করে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর "ভিক্টরি উইদাউট ওয়ার" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের শাসকে পরিণত হবে এবং এই বিজয় তারা যুদ্ধ ছাড়াই অর্জন করবে। তারপর মাসিহ (দাজ্জাল) নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিবেন। যেন উল্লেখিত সন পর্যন্ত মাসিহর সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়ে যাবে আর আমেরিকার দায়িত্ব এসব ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করা পর্যন্ত। তারপর মাসিহ রাজ্য পরিচালনা করবে।

### এখন প্রশ্ন হচ্ছে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার টা কি ?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা বা জীবনব্যবস্থা যেখানে একজন অনির্বাচিত রাজা বা সরকার প্রধান (দাজ্জাল) সমগ্র পৃথিবীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে পরিচালনা করবেন। নতুন এই পৃথিবী এক শাসক, এক ধর্ম, এক মুদ্রা, এক আর্মি ও এক আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থায় সকল ব্যক্তিদেরই নিয়ন্ত্রণ করা হবে, হোক সে নারায়ণগঞ্জের কিংবা নিওয়র্কের। তাদের অন্যতম সিম্বল হচ্ছে "**All Seeing Eye**" কোন কিছুই তাদের আড়ালে হতে পারবে না। সবার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, অধিকার, খাদ্য, পানি, বিবাহ, সন্তান,

বাসস্থান, স্বাধীনতা, মুক্তমত এবং অর্থনীতি সহ সকল কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা হবে অনেকটা ঈশ্বরের মত করে।



### নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর উদ্দেশ্য ?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখা। সারা বিশ্বে কয়েক হাজার গুপ্ত সংস্থা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এদের লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবী থেকে সমস্ত ধরনের সরকার উচ্ছেদ করা, সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, স্বদেশপ্রেম ধ্বংস করা, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করা, সকল প্রকার ধর্মের বিনাশ করা এবং একটি

**One World Government** তৈরি করা। নতুন এই বিশ্ব ব্যবস্থার নাগরিক হতে হলে শয়তান কে ঈশ্বর হিসেবে মানতে হবে। **David Spangler, Director of Planetary Initiative, United Nations** stated that "No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer".

শয়তান সমগ্র বিশ্বকে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসন করতে চাই। যারা এই শাসনব্যবস্থা মেনে নিবে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে আর যারা মানবে না

তাদেরকে খাদ্য, পানি, অর্থনৈতিক অবরোধ ও যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

### নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কিভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব ?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে যদি ১০ টি ধাপে ভাগ করা হয় তাহলে বলব এর ৯ টি ধাপই সম্পন্ন হয়ে গেছে। তারা **Secularism**(ধর্মনিরপেক্ষতা), **Communism** (সাম্যবাদ), **Humanism** (মানবধর্ম), **Atheism**(নাস্তিকতা), **Materialism**(বস্তুবাদ) ব্যবহার করে ধর্ম কে মানবতা ও বিজ্ঞানের শত্রু বানিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি ও দুঃশাসনের মাধ্যমে যৌনতা, সমকামিতা ও নৈতিক অধঃপতন ঘটানো হয়েছে। তারা সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের নামে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা একটা একক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে এখন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়নের জন্য এখন শুধুমাত্র একটি **crisis** দরকার যাতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শান্তি স্থাপনের নামে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়ন করা যায়। অন্য ধর্ম গুলো যেমন খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্ম **NWO** এর কাছে আগেই পরাজিত হয়েছে, এখন তাদের পথের একমাত্র বাধা হচ্ছে ইসলাম।

### নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কি সফল হবে?

২য় বিশ্বযুদ্ধে ৮ কোটি লোক হত্যা করা হয়েছিলো। তারা এখন আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে কমপক্ষে ২০০ কোটি লোক হত্যা করতে চাই, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে জনসংখ্যা সীমিত রাখা হবে। প্রযুক্তির কল্যাণ আর অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা সফলকাম হবে। যদি বাংলাদেশের দিকে তাকায় তাহলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ সেকুলার হয়ে গেছে, বায়োমেট্রিক ফেসবুক টুইটারের মাধ্যমে সবার উপর নজর রাখা হচ্ছে, মাইন্ড কন্ট্রলের মাধ্যমে তাদের ব্রেইন কে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে যৌনতা ছড়ানো হয়েছে, সবাইকে বস্তুবাদী করে ইলিউসনের

মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। এমন অবস্থায় তাদের পরাজিত করে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়ন খুব সহজ হয়ে গেছে।

### আমাদের করনীয়?

কুরান এবং হাদিসের অনেক যায়গাই দাজ্জাল ও শয়তান ফেতনা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে। দাজ্জালের ফেতনা কতটা ভয়াবহ একটি বিষয় দ্বারাই তার অনুমান করা যায় যে, স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং তিনি যখন সাহাবাগনের সম্মুখে এই ফেতনার আলোচনা করতেন, তখন তাদের মুখে ভয়ের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেত। প্রশ্ন হল, দাজ্জালের ফেতনায় সেই বিষয়টি কোনটি, যেটি সাহাবা কেয়ামকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল? সেটি কি ভয়াবহ যুদ্ধ, নাকি মৃত্যু?

কিন্তু সাহাবা কেয়ামগন এ বিষয়গুলোকে ভয় পাওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না। সেই বিষয়টি হল, দাজ্জালের ধোঁকা এবং প্রতারণা। সে সময়টি এত ভয়াবহ হবে যে, বাস্তব অবস্থাটা আসলে কি তা বোঝাই সম্ভব হবে না। মানুষকে বিভ্রান্তকারী নেতার ছড়াছড়ি থাকবে। অপপ্রচারের অবস্থা এই হবে যে, মূর্ত্তের মধ্যে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। মানবতার শত্রুকে মুক্তিদাতা আর মুক্তিদাতাকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা হবে। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ইহুদিদের শত বছরের মহা পরিকল্পনার ফল। আল্লাহ সুবহানা তাআলা বলেনঃ

এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন।  
বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। (Aali Imraan: 54)

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্ৰীতিকর মনে করে। **(At-Tawba: 32)**

আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্ঝন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক সুরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিদ্বারা। **(Al-Hajj: 40)**

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। **(At-Tawba: 14)**

<http://www.threeworldwars.com/new-world-order.htm>

<http://www.nwotoday.com/.../the-powers-behind-the-global-empi...>

<https://goo.gl/XTYSVs>

<http://goo.gl/lV21og>

<https://goo.gl/XcHMPI>



## প্রজেক্ট ব্লু বিমঃ (হলোগ্রাফিক প্রজেকশন)



### Modern Warfare-দ্যা প্রজেক্ট ব্লু-বীম এবং ইলুমিনাটি।

প্রজেক্ট ব্লু বীম হলো হলোগ্রাফিক টেকনোলজি যা ব্লীন নামেও পরিচিত। এটা নিয়ে ডারপা (DARPA) ও নাসা (NASA) প্রচুর গবেষণা করেছে। একজন আগত প্রভুকে প্রমোট করার জন্য স্যাটেলাইট ও টেলিপ্যাথিক সিস্টেম ব্যবহার করে আকাশে ত্রি মাত্রিক(3D) ছবি দেখানো হতে পারে! এজন্য ব্যবহৃত হবে মানুষের থেকে হাজার হাজার গুণ বেশী বুদ্ধি ও ক্ষমতাসম্পন্ন সুপার কম্পিউটার, মাইন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম।

দাজ্জালের আগমনের ঠিক চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে এই টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে। গোটা পৃথিবী মিথ্যা এলিয়েন ইনভেশন দেখবে। সব কিছু আকাশে হলোগ্রাফিক প্রজেকশনের দ্বারা বাস্তব নির্ভর করে উপস্থাপন করা হবে। মহাকাশের



স্যাটেলাইট, কিউবস্যাট, কেমট্রাইল এবং L.R.A.D, H.A.A.R.P সবকিছু চরম সত্য বলে উপস্থাপন করবো(সবই মানব ঘটিত)



অর্থাৎ আকাশে হিন্দুরা দেখবে কৃষ্ণ কথা বলছে, বৌদ্ধরা দেখবে যশোধরার স্বামী গৌতম বুদ্ধ কথা বলছে , খ্রিষ্টানরা দেখবে তাদের জিসাস এর কল্পিত রূপ কথা বলছে এভাবে সব মিলে হঠাৎ একজন প্রভুর অবয়ব নিবে এবং সে এই সুযোগে মানুষদের ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করবে।অনেকে মনে করেন এই আগত প্রভু Anti-Christ বা দাজ্জাল হবে!তার জন্য ই New World Order এর কাজ চলছে। যে নতুন সমাজে অশ্লীলতা, অনাচার,অসৎ গুণাবলি,কাজসমূহকে ভালো

আকারে, প্রশংসনীয় করে দেখানো হবে, সেগুলোতে ই প্রত্যেককে খাপ-  
খাওয়ানোতে বাধ্য করা হবে।



আবার এক প্রকার অডিওফিল মানের হাই-ফাই 3D সাউন্ড বাতাসে ছড়াতে  
থাকবে হামিং করতে করতে আর এতে মানুষদের মনে হবে কেউ তাদের সাথে  
কথা বলছে প্রভৃতি মারাত্মক ধোঁকাবাজি। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে ELF  
(Extra Low Frequency), VLF (Very Low Frequency), LF (Low Frequency) প্রভৃতি তরঙ্গরশ্মি, যা মানুষের অবচেতন মন,  
মাইন্ডকে কন্ট্রোল, প্রভাবান্বিত করতে পারে।

মূলত তাদের এ প্রজেক্ট চারটি ভিন্ন ভিন্ন সুদূরপ্রসারী স্টেপে সম্পন্ন হবে, যাতে  
বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে প্রধান ধর্মসমূহের ধর্মবিশ্বাসের মূলউৎপাতন  
করে, লোকেদের চিন্তা ও মননে নতুন কোনো প্রভুর অস্তিত্বের বিশ্বাস স্থাপন করা  
হবে। সাথে এমন দেখানো ও বুঝানো হবে যে, তিনি আগে থেকেই ছিলেন, তিনি  
নতুন কেউ নন, কিন্তু তাকে কেউ চিনতে পারে নি, এখন চিনার সময়  
হয়েছে। এজন্য চতুর্থ পর্যায় হিসেবে সর্বাধুনিক এবং এখনো ও অপ্রকাশিত  
বিস্ময়কর প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হবে।

এই প্রজেক্ট ব্লু বীম যে সাংবাদিক সবার সামনে এনেছিলো তাকে য়ায়োনিস্টরা হত্যা করে ফেলে। অনেকের ধারণা ইজরাইল বা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের কর্তাশ্রেনী য়ায়োনিস্টদের কাছে এধরণের অনেক প্রযুক্তি ই আছে, যা মানুষের কল্পনাতে। আবার অনেকের মতে ইহা কেবল ই একটি 'কম্পাইরেসি থিওরী'।



প্রজেক্ট ব্লু বীম নাসা ও united state psy-ops division সংস্থার গোপন প্রজেক্ট এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যস্থিত ধর্মীয় মূল্যবোধের উপড় প্রবল প্রভাব বিস্তার যা কম্পিটার নিয়ন্ত্রিত মাইক্রোওয়েভ ইমেজ, শব্দ ও শূন্যে অতিজাগতিক ছবি মানবমনে চরম প্রভাব ফেলা হবে এবং এর মাধ্যমে দাজ্জালের সফল আবির্ভাব ঘটানো হবে। ব্যপারটি এতটাই নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ থাকবে যে কিছু দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট মানুষেরা দাজ্জালের অনুসারী হবে, বর্তমান যুগের মানুষেরা

পূর্বের যে কোন যুগের মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন তাই সচেতন পাবলিকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য যতটা সুক্ষ সমন্বয়ের দরকার তার জন্য কুফলার জাতিরা ব্যাপক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহন করে আছে যা সাধারণের লোকচক্ষুর অন্তরালে বা জনগন এসকল প্রযুক্তির ব্যপারে প্রশ্ন তুললে তাদেরকে বলা হয় এসব সেনাবাহিনীর উচ্চতর গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় | প্রতিবছর শত বিলিয়ন ডলার খরচ করা এসব ব্ল্যাক বাজেটের পেছনোয়া এসব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ক্লবিম সকল প্রযুক্তির সংমিশ্রনে একযোগে শুরু করা হবে | মানুষ তখন চারপাশে যত বিস্ময়কর দৃশ্য দেখবে তার সিংহভাগই প্রযুক্তির অপূর্ব সংমিশ্রনে ঘটানো বা অপটিক্যাল ইল্যুশন। হয়তো দাজ্জাল প্রকাশিত হবার পর সে নিজেই শয়তানের কিছু শক্তি কারসাজি ব্যবহার করবে। এবিষয়ে নিম্নোক্ত দু'টি তথ্যবহুল লেখা পড়া যেতে পারে----

.  
.....<http://www.thewatcherfiles.com/bluebeam.html>....

.  
.....[http://www.bibliotecapleyades.net/.../esp\\_sociopo](http://www.bibliotecapleyades.net/.../esp_sociopo)  
[I\\_bluebeam04](#).....

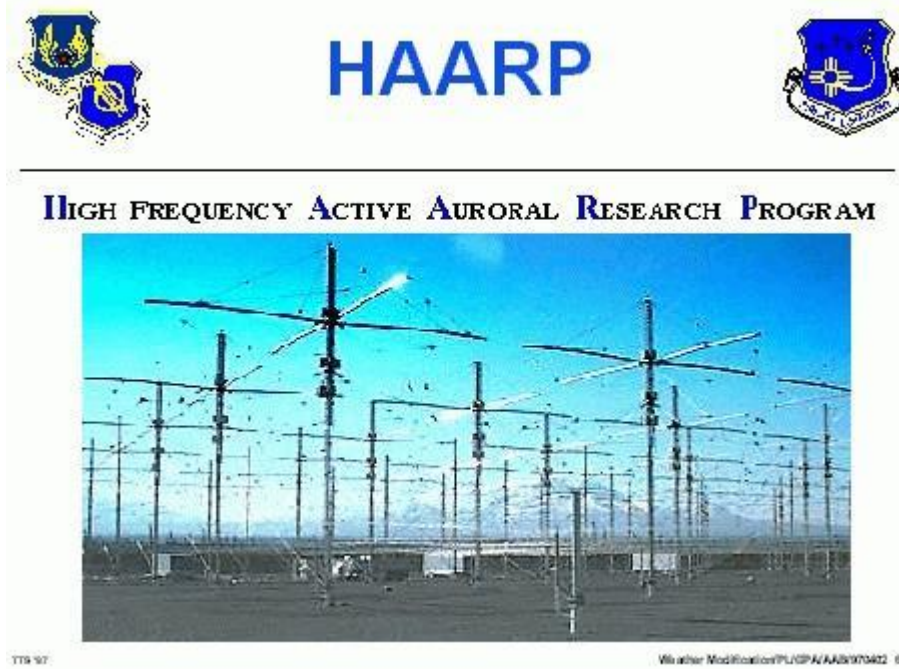
.  
\_\_\_\_\_চাইলে নিম্নের Youtube ভিডিও টি ও দেখতে পারেন....

.  
>>>>><https://www.youtube.com/watch?v=eoUMZO>  
[MavB8](#)<<<<<



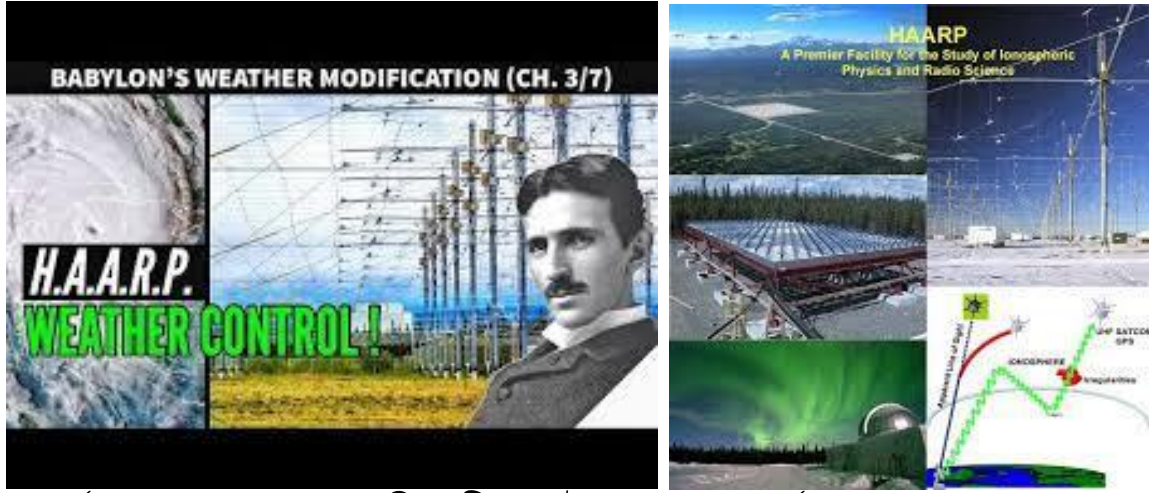
## দাজ্জালের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি হার্প (HAARP):

এর পুরো নাম High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) বা হার্প। US Air Force, US Navy, University of Alaska এবং Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এই প্রজেক্ট পরিচালিত হচ্ছে। আমেরিকার আলাস্কায় এই গবেষণা চলছে। এর মাধ্যমে বায়ু মন্ডলের ionosphere কে নিয়ন্ত্রণ করে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।



উচ্চ মাত্রার ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে তার মাধ্যমে বায়ু মন্ডলের ionosphere এর অবস্থা বিশ্লেষণ, তার সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ করাই এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য বলে তারা দাবী করে থাকেন। কিন্তু এর মাধ্যমে তারা গোপনে অনেক ধরনের মানব বিধবংসী অস্ত্রের পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। এই প্রজেক্ট শুরু হয় স্নায়ু যুদ্ধের শুরু থেকে। রাশিয়া এবং আমেরিকা আলাদাভাবে এসব প্রজেক্ট করে যাচ্ছে। এই প্রজেক্টের আওতায় আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়েই টেকটনিক

ওয়েপন তৈরি করেছে। যার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ভূমিকম্প ঘটানো সম্ভব। ভূমির অভ্যন্তরে শক্তিশালী ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক শক্তি উৎপন্ন করে এই ভূমিকম্প ঘটানো হয়। এর মাধ্যমে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী এলাকার আবহাওয়াও নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়। খরা-বন্যা-টর্নেডো-ভূমিকম্প ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করা যায়।



হার্পের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিজ্ঞানী এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে এ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তারা জানিয়েছেন, আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করার জন্য তাদের ডাকা হলেও কাজ করতে গিয়ে তারা টের পান আবহাওয়াকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা পেতে চেষ্টা চালাচ্ছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। হার্পের সাবেক প্রোগ্রাম ম্যানেজার জন এল হ্যাকশেয়ার বলেন, ‘জনগণকে বলা হয় যে, হার্পের কোনো মিলিটারি ভ্যালু নেই। যদিও এটি বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এর গভীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে কখনো জানানো হয় না। এর দ্বারা হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত শত্রু এলাকার আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলা যাবে’

ইতিমধ্যে তারা পৃথিবীর অনেক দেশে সফলভাবে তাদের এই অপারেশন চালিয়েছে ও ভবিষ্যতেও চালাবে। আমেরিকা ইসরাইল বিরোধী দেশগুলো এর প্রধান ভুক্তভুগী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “দাজ্জাল এক জনসমাজে গিয়ে



মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানাবো এতে তারা ঈমান আনবো দাজ্জাল তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আকাশকে আদেশ দিবো আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে, যমিন ফসল উৎপন্ন করবে এবং তাদের পশুপাল ও চতুষ্পদ জন্তুগুলো অধিক মোটা-তাজা হবে এবং পূর্বের তুলনায় বেশী দুধ প্রদান করবো অতঃপর অন্য একটি জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানাবো লোকেরা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবো দাজ্জাল তাদের নিকট থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসবো এতে তারা চরম অভাবে পড়বো তাদের ক্ষেত-খামারে চরম ফসলহানি দেখা দিবো দাজ্জাল পরিত্যক্ত ভূমিকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে বলবো গুপ্তধনগুলো বের হয়ে মৌমাছির দলের ন্যায় তার পিছে পিছে চলতে থাকবো” (সহিহ মুসলিম)

হার্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুনঃ

<http://www.shaptahik.com/v2/?DetailsId=5080>  
<http://www.somoyerkonthosor.com/2016/06/23/5007.htm>

## হার্প প্রযুক্তি ভয়াল থাবা | নেপথ্যে আমেরিকা | আগামী দিনে কি হবে??

নেপালের স্মরণকালের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিধবস্ত ভূমিকম্পে যেখানে ৯ হাজারের মতো মানুষ নিহত হয়েছে সেই ভূমিকম্প নিয়ে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক। তিনি তার এক গবেষণায় জোর দাবি দিয়ে বলেছেন, নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্প প্রাকৃতিক ছিল না, বরং বিশেষ প্রযুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র এই ভূমিকম্প ঘটিয়েছে।

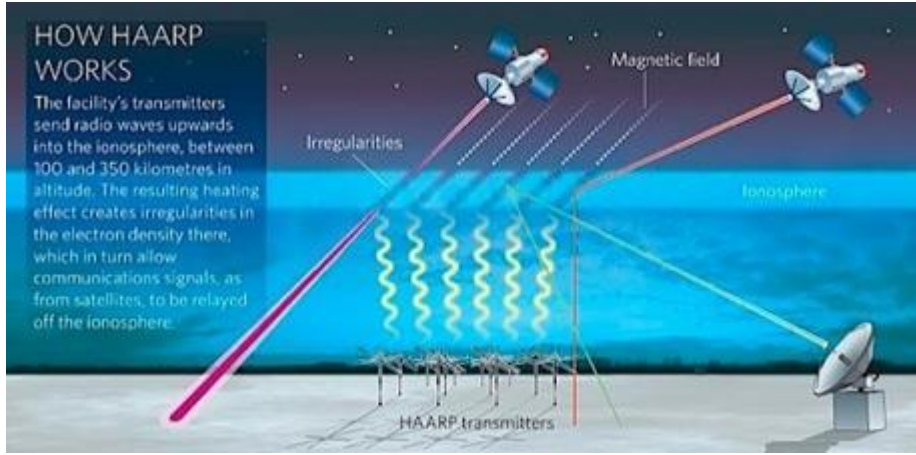
এই ভূমিকম্পের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আবিষ্কৃত হার্প প্রযুক্তিকে দায়ী করছেন তিনি। সাম্প্রতিক কালে নেপালে সুরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে পর্যটন সমৃদ্ধ দেশটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত নেপালসহ ভারত, চীন ও বাংলাদেশে সর্বমোট ৮৫০০ জনেরও অধিক মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু শহরে অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহ ভূমিকম্পের ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।



১৯৩৪-এর নেপাল-বিহার ভূমিকম্পের পর এটি ছিল নেপালে আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প। কানাডীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বেঞ্জামিন ফালফোর্ড তাঁর নিজস্ব ব্লগে জোরালোভাবে দাবি করেছেন, নেপালে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্প যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি।

তিনি অভিযোগ করেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনার মাধ্যমে ভারত এবং চীনকে বার্তা প্রেরণ করেছে। চীনকে এবং ভারতকে বোঝাতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পর্কে। চীনের হাত থেকে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই ভারতকে বাঁচাতে পারে-এটা বোঝানোও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আর ঠিক এজন্যই এ ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে।’

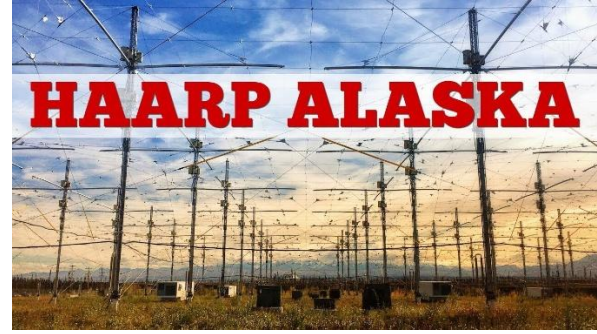
আর তাদের এই ম্যাসেজ দেয়ার জন্য বলির পাঁঠা হতে হয়েছে নেপালের হাজার হাজার সাধারণ মানুষকো’ তিনি তার ব্লগে আরো বলেন, নেপালে সৃষ্ট ভূমিকম্প মূলত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (হার্প প্রযুক্তি)-এর মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে। হার্পের পুরো নাম হলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকটিভ অরোরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম।



যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর আর্থিক সহায়তায় আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিরক্ষা উন্নয়ন গবেষণা কর্মসূচী সংস্থা (ডিআরপিএ) হার্প গবেষণা চালাচ্ছে ১৯৯৩ সাল থেকে। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুতের ওপর প্রভাব তৈরি করা। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি সমুদ্রের নিচে অথবা মাটির অভ্যন্তরে শক্তিশালী

বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে সুনামি অথবা ভূমিকম্প তৈরি করা যায়।

গবেষকদের দাবি, এর আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে কৃত্রিমভাবে এই ভূমিকম্প সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এ ধরনের অভিযোগের পক্ষে বিপক্ষে নানা মত রয়েছে। শুরুতে হার্প নিয়ে অভিযোগকে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে দেখানো হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হার্প দিয়ে মানববিস্বংসী অস্ত্রের পরীক্ষার অভিযোগ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। জানা যায়, এই প্রকল্প শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধের শুরু থেকে।



রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র আলাদাভাবে এ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। হার্পের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়েই কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সৃষ্টির অস্ত্র তৈরি করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। হার্প নিয়ে রাশিয়ার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই অভিযোগ বেশি আসছে বিভিন্ন মহল থেকে। এর আগে হাইতিতে ভূমিকম্পের পর পরই ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ অভিযোগ করেন, আমেরিকার হাইতিতে টেকটোনিক ওয়েপন বা ভূ-কম্পন অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে।

ওই পরীক্ষার ফলে হাইতির পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে সৃষ্টি হয় রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প। তিনি আরো বলেন, এই অস্ত্র দূরবর্তী কোনো স্থানের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। পরিবেশকে ধ্বংস করে দিতে পারে। শক্তিশালী বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে পারে। শ্যাভেজ আমেরিকাকে এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প অস্ত্র প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। হাইতির ঘটনায় প্রায় এক লাখ ১০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে ৩০ লাখেরও বেশি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া আরো বেশ কয়েকটি সূত্র থেকে দাবি করা হয়, এ ধরনের অপর এক অস্ত্র পরীক্ষায় চীনের সিচুয়ান প্রদেশে ২০০৮ সালের ১২ মে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এছাড়া রাশিয়া ২০০২ সালের মার্চে আফগানিস্তানে অনুরূপ

এক পরীক্ষা চালিয়ে ৭ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে।

## কিছু অনাগত দাজ্জালীয় প্রযুক্তি:

### টাইরানোস: উড়ন্ত গাড়ি



উড়ন্ত গাড়ি! হ্যাঁ, এই উড়ন্ত গাড়িই হতে যাচ্ছে আপনার ভবিষ্যতের বাহন। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। আজকাল হলিউডের মুভিগুলোতে যে ধরনের উড়ন্ত গাড়ি আমরা হরহামেশাই দেখি, তার একটির মালিক হতে পারেন আপনি। না, ভাই, আমি ঘুমিয়ে নেই! জেগেই আছি। তবে হ্যাঁ, এই উড়ন্ত গাড়ির বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র ৩০-



৩৫ বছর! লগি অ্যারোস্পেস (Logi AeroSpace) নামের একটি প্রতিষ্ঠান, আরো কয়েকটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে পরিকল্পনা করেছে এমন একটি গাড়ি বানানোর জন্য যা আকাশে উড়তে পারবে। আর এই গাড়িটির নাম রাখা হয়েছে “টাইরানোস”। এই গাড়িটি হবে ৪-হুইলার গাড়ি, যার ছোট ছোট ৪টি ঘূর্ণায়মান পাখা থাকবে। আর এই পাখাগুলোই গাড়িটিকে বাতাসে ভেসে থাকতে সাহায্য করবে। ৪ সিমের এ গাড়িটি হবে অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পন্ন এবং খুব সহজেই এটি তার পথের বাঁধাগুলোকে দূর করে সাবলীলভাবে আকাশে উড়তে পারবে। সবচেয়ে মজার কথা, “টাইরানোস”-কে আকাশের উড়ানোর জন্য আপনাকে পাইলট হওয়ার প্রয়োজন হবে না বা বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণও নিতে হবে না। এটি অন্য যেকোন সাধারণ গাড়ির মতোই চালানো যাবে এবং এর চেহারা হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

### জীবন্ত অ্যানড্রয়েড! নাকি মানুষ





এরা কি মানুষ? নাকি অ্যানড্রয়েড! আমি প্রায় নিশ্চিত করে বলে দিতে পারি, উপরে যদি “অ্যানড্রয়েড” কথা আমি উল্লেখ করে না দিতাম, তবে অনেকেই এটি বুঝতেই পারতো না উপরের ছবিগুলো দুজন অ্যানড্রয়েড মহিলার। এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন হতে পারে এই “অ্যানড্রয়েড” জিনিসটা আবার কি! অ্যানড্রয়েড

(Android) হচ্ছে, মানুষের মতো হুবুহু দেখতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রমানব। যা যন্ত্র হলেও এদের আচার-আচরণে সাধারণত মানুষের ব্যক্তিত্বই প্রতিফলিত হয়।

জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, কে কার চেয়ে ভাল অ্যানড্রয়েড বানাতে পারে। উপরের যে ছবিগুলো দেখছেন, এগুলো কিন্তু কল্পনার ছবি নয় বরং নিখাদ বাস্তবতা। এই রোবট রূপী অ্যানড্রয়েডগুলো মুখে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, এমনকি বেশ সাবলীলভাবে হাঁটা-চলাও করতে পারে।

কিন্তু মানুষের মন কি এতো সহজেই খুশি হয়। না, কখনই না। বরং মানুষ এখন চাইছে, এমন একটা রোবট বানাতে যা মানুষের মতো নয়, প্রায় মানুষই হবে।

কিন্তু এটাও কি সম্ভব! বিজ্ঞানীরা তো বলছে, হ্যাঁ, এটা সম্ভব। আর তারা যে শুধু বলছে তাই নয়, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণাও শুরু করে দিয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা কোন সময় বেঁধে দিতে চাচ্ছে না। তারা শুধু বলছে, অপেক্ষা করুন, নিকট ভবিষ্যতেই হয়তো আমরা হাজির হবো অবাক করা সে প্রযুক্তি নিয়ে, যা আপনাদের সব কিছু আবার নতুন করে ভাবার রসদ যোগাবে। চলুন না, তবে

আমরা অপেক্ষা করি, আর নিজেদের প্রস্তুত করি সেই সময়ের জন্য। আর তাছাড়া, আমাদের সবারই তো জানা আছে সেই ছোট বেলায় পড়া প্রবাদটি-“সবুরে মেওয়া (এক ধরনের ফল) ফলে”।

রোবট হোক আপনার চলার সঙ্গী (কল্পনাপ্রসূত ভবিষ্যত প্রযুক্তি)

(অ্যাসিমো) **ASIMO** রোবটের নাম আমরা কম বেশি সবাই শুনেছি। এ

রোবটগুলো দেখতে অনেকটাই মানুষের মতো। তবে, বর্তমানের (অ্যাসিমো) **ASIMO** রোবটগুলো শুধু দেখতেই মানুষের মতো, কাজে-কর্মে এরা মানুষের ধারে কাছেও নেই। কিন্তু, কল্পনা করা হচ্ছে, এই রোবটগুলোর ৮ম জেনারেশন হবে প্রায়ই মানুষের মতো। যারা সব কাজই মানুষের মতো করে করার চেষ্টা করবে। তবে, এ রোবটগুলোর প্রধান কাজ হবে মানুষকে গাড়ি চালানায় সহায়তা করা। এরা অনেকটা প্রফেশনাল ড্রাইভারের মতো কাজ করবে। সামনের কোনো বিপদের ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করে দিবে।

এটি হবে আপনার নিরাপদ ভ্রমণের সঙ্গী। প্রয়োজনে এরা ভ্রমণের সময় আপনার কার সিকনেস দূর করার জন্য আপনার সাথে আপন বন্ধুর মতোই কথা-বার্তা চালাতে পারবে। এদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে, আকস্মিক বিপদের সময় এরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির দায়িত্ব আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিবে। তবে, এই রোবটগুলোকে খুব সহসাই বাস্তবে দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। বাস্তবে এদের

পাওয়ার জন্য মনে হয় আমাদের দীর্ঘ অপেক্ষাই করতে হবে (তবে এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়, আমরা পারি আর না পারি, আমাদের সন্তান ঠিকই এদের দেখতে পারবে J)

### জিএফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অটো চার্জার



চার্জার! এটা আবার লেখার মতো কোন জিনিস হলো নাকি? হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, অবাক করা ভবিষ্যত প্রযুক্তির ব্যাপারটির সাথে চার্জার জিনিসটা মোটেও মানানসই না। তবে এটা যদি হয় বিশেষ ধরনের চার্জার, তবে এটাও অবশ্যই উল্লেখ করার মতো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে। কিভাবে? তবে শুনুন। আমরা এখন প্রায়ই অনেক গাড়ির কথা শুনি যেগুলো বিদ্যুত শক্তিতে চলে। কিন্তু এই

গাড়িগুলোর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল যে, এরা যেহেতু চার্জে চলে....সেহেতু বেশি দূর যেতে পারতো না। কিছুদূর চলার পর চার্জ শেষ হয়ে যেত, ফলে আবার ব্যাটারী চার্জ করার প্রয়োজন দেখা দিত। এতে করে অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে, এমন জায়গায় এই গাড়িগুলো ব্যবহার করা যেত না। এতে করে গাড়িগুলোর উপযোগিতা আমরা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারছিলাম না।

কিন্তু এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এমন একটি চার্জার তৈরি করা হয়েছে যা দিয়ে মাত্র সাড়ে ৩ মিনিটে পুরো ব্যাটারীর ৫০% চার্জ করা সম্ভব হবে, আর যদি ৮ মিনিট চার্জ দেওয়া হয়....তবে পুরো ৮০% ব্যাটারী চার্জ করা সম্ভব হবে। বুঝুন তাহলে অবস্থা, আপনি কোথাও যাচ্ছেন, এমন সময় গাড়ির ব্যাটারীর চার্জ শেষ হয়ে গেলো অর্ধেক পথে, তখন আর আপনাকে ভয় পেতে হবে না। মাত্র ৩ মিনিট অপেক্ষা করুন এবং আপনার গাড়ির ব্যাটারীকে চলার উপযোগী করে নিন।

মার্বাখান দিয়ে আপনি একটু বিশ্রামের সুযোগও পেলেন। এ বছর মার্চেই এই গাড়ি বাজারে আসার কথা ছিল, এতোদিনে মনে হয় অনেকেই এর সুবিধা ভোগ করাও শুরু করে দিয়েছে। তবে আরেকটু অপেক্ষা করুন, নিকট ভবিষ্যতেই এর আরো উন্নত রূপ আসার কথা রয়েছে।

## স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অ্যাটাক ড্রোন (ভবিষ্যতের মারণাস্ত্র)



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বলছে, আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অ্যাটাক ড্রন বানাতে পারবে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে অ্যাটাক ড্রন কি? অ্যাটাক ড্রন হচ্ছে পাইলট বিহীন একধরনের এয়ারক্রাফট, যারা শত্রু এলাকায় আক্রমণ করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারে। যা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে, তারা ২০৪৭ সালের মধ্যে এমন একটি অ্যাটাক ড্রন বানাতে সক্ষম হবে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারবে এবং হামলা চালানোর আগেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যেখানে সে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে যাচ্ছে, সেখানে তার হামলা করা উচিত হবে, নাকি হবে না। এর পরিচালনায় কোনরূপ রিমোট কন্ট্রোল বা মানুষের প্রয়োজন হবে না।



এটি হবে এক কথায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অ্যাটাক ড্রন বিশেষ। যা আমাদের জন্য ভয়ংকর একটি পৃথিবীর ইঙ্গিতই বহন করছে।

### অবাক করা মারণাস্ত্র (কল্পনা থেকে বাস্তবের অপেক্ষায়)



উপরের ছবিটি লক্ষ্য করুন, সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করুন। হুম, ঠিকই ধরেছেন, এটি একটি ট্যাংক। আপনাকে এখানে বলে দেওয়া হয়েছে এবং আপনি বেশ কিছু সময় পেয়েছেন ভাবার জন্য। কিন্তু প্রথমেই যদি আপনাকে বলা না হতো, আর আপনার অবস্থান যদি এখন হতো কোনো ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্র....তবে বলেন দেখি হঠাৎ করে আপনি কি বুঝতে পারতেন যে এটি ট্যাংক। মনে হয়, উত্তরটি হবে না।



আসলে এটি হলো নিকট ভবিষ্যতের ট্যাংক, যা খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে। এই ধরনের ট্যাংকগুলো ক্যামোফ্লেজ অবস্থায় থাকায়, এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে থেকে বুঝতে পারাটা খুব কঠিন ব্যাপার। এই ট্যাংকগুলো হবে প্রচণ্ড ভয়ংকর এবং শক্তিশালী। আর কে এটি তৈরি করছে? উত্তরঃ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী।



এবার আসি এই ছবিতে। আরে আরে এটা আবার কি? কাগজের বানানো প্লেন নাকি? হ্যাঁ, উত্তর পুরোপুরি ঠিক। তবে এটি সাধারণ বিমান নয়। এটি খুব কাছের ভবিষ্যতের যুদ্ধ বিমান। এটিও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর জন্য তৈরি করা হচ্ছে। এই

যুদ্ধ বিমানগুলো একই সাথে প্রচুর ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে পারবে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোনো রাডারের পক্ষে সম্ভব হবে না, এদের খুঁজে বের করার। তাহলেই ভেবে দেখুন, কি ভয়ংকর একটা নিষ্ঠুর পৃথিবীর সম্মুখীন আমরা হতে যাচ্ছি।



**RM:** এগুলো হবে দাজ্জালের জান্নাতের দাজ্জালীয় নেয়ামত। দাজ্জাল তার বান্দাদেরকে এসব নেয়ামত প্রদান করবে। মানুষ এসব নেয়ামত (?) পেয়ে আসল জান্নাতকে ভুলে যাবে। দুনিয়াকেই জান্নাত ভাববে। দুনিয়া নামক দাজ্জালের মিথ্যা জান্নাত ছেড়ে কবরে যেতে চাবেনা। আখেরাতের কথা ভাববে না। শহীদ হওয়ার কথা তো চিন্তাই করবেনা। আর অত্যাধুনিক

মারণাস্ত্র গুলো তৈরী করা হবে তাওহীদবাদী মুমিনদেরকে দাজ্জালের জাহান্নামে (প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর জান্নাত) প্রবেশ করানোর জন্য।

## দাজ্জালের জান্নাতে (ইউটোপিয়া) অমরত্ব লাভ (মানব ক্লোনিং ও জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং):



জুলিয়ান হাক্সলি ইউজেনিক্সের প্রমিনেন্ট অ্যাডভোকেট। ইউজেনিক্স হলো এমন এক বিজ্ঞান যার দ্বারা মানব প্রজাতির গঠন প্রকৃতির উন্নয়ন করা যায় আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে। ধরুন জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উচ্চতা গায়ের রং ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ইচ্ছেমত পরিবর্তনের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত উন্নত প্রজাতির মানুষ সৃষ্টি। ১৯৩৩ এর the vital importance of eugenics এ



বলেন, ইউজেনিক্সের মূল লক্ষ্য হবে মানসিকভাবে ত্রুটিযুক্ত লোকদের সন্তানধারণকে বন্ধ করা।



তিনি বিবর্তনবাদের যোগ্য অযোগ্যের সংজ্ঞানুযায়ী অযোগ্যদের বিয়ে হ্রাস করা, অযোগ্যদের বন্ধ্যাকরণের পক্ষে বলেন। তিনি ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের থিংকট্যাঙ্ক ইউনেস্কোর প্রথম ডিরেক্টর অব জেনারেল হবার পর, Unesco- its purpose its philosophy নামে ইশতেহার প্রকাশ করেন। তাতে বলেন, ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ব, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবকল্যান, এটি তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক মানুষ 'বিবর্তনবাদি লক্ষ্যে' এগিয়ে আসবে। তিনি 'ট্রান্সহিউম্যানিজম' শব্দটিও উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয় তার "New bottle for new wine" প্রবন্ধে তিনি বলেনঃ "আমি ট্রান্সহিউম্যানিজমে বিশ্বাস করি: যখন অনেক মানুষ এ কথাটি বলতে পারবে, মানবজাতি এক নতুন ধরনের অস্তিত্বের গন্তব্যে পৌঁছবে। তারা আমাদের থেকে ভিন্ন হবে...। এটা(ট্রান্সহিউম্যানিজম) অবশেষে সচেতনভাবে হওয়া তাদের নিজেদের ভাগ্যের (শেষ) পরিনতি হিসেবে সত্য হবে।"



অতএব, আপনারা বুঝতে পারছেন, জাতিসংঘের মত বড় বড় আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো কোন লক্ষ্যে কাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করছে। এরা সকলেই ফ্রিম্যাসনিক কাব্বালিস্টিক ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখে যেটায় ইহুদিদের মসীহ একচ্ছত্র আধিপত্য করবেন। মানুষকে সেখানে ইহুদি মাসূনীদের কাব্বালিস্টিক জ্ঞানের দ্বারা জেনেটিক প্রোগ্রামিং ক্লোনিং এবং ট্রান্সহিউম্যানিস্টিক প্রক্রিয়ায় সাজারাতুল খুলদের অমরত্ব দান এবং চিরস্থায়ী স্বর্গরাজ্য তৈরির স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে। এক সাক্ষাৎকারে পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকুকে পদার্থবিদ নিল ডি গ্র্যাস টাইসন প্রশ্ন করেন,

"টাইসনঃ ফিউচার অব মাইন্ড টাইটেলের আপনার বইটিতে যাতে আপনি বলেছেন, "বৈজ্ঞানিক লক্ষ্যঃ মনকে বুঝতে শেখা, একে সম্প্রসারিত, শক্তিশালী করা"। কখন আমাদের মস্তিষ্কে আপলোড করা বাস্তবে পরিনত হবে?

মিচিও কাকুঃ ডিজিটাল অমরত্ব এখন থেকে শুরু হয়ে গেছে। টেলিপ্যাথি,

টেলিকেনেসিস,স্মৃতিকে আপলোড করা, স্বপ্নকে রেকর্ড করা, এগুলো এখন আর সায়েন্সফিকশন নয়। আপনি যদি ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে যান, আপনি দেখবেন কিভাবে মানব মস্তিষ্ক থেকে ছবিগুলোকে আহরণ করা হয়। এটা কিভাবে এখন সম্ভব হচ্ছে? আমরা এখন প্রানী মস্তিষ্কে স্মৃতিকে আপলোড করতে পারি, স্মৃতিকে রেকর্ড করতে পারি, কারন পদার্থবিজ্ঞান এখন চিন্তায়(মনে) প্রবেশ করেছে।

টাইসনঃ আপনি কি ঐ একই বিষয়কে বর্ণনা করছেন যাকে চেতনা (consciousness) বলা হয়? যদি এটাই হয়, তাহলে বলতে পারি যে এটা শুধুমাত্র আমাদের চিন্তা(স্মৃতি) নয় বরং এটা আমাদের পরিচয়,আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের চেতনাগত অস্তিত্ব, যেটা চিরকাল বেচে থাকে।

মিচিও কাকুঃ একটা থিওরি আছে, যেটা বলে যে আত্মা হলো ইনফরমেশন(তথ্য)। এটা বিরাট আকারের ইনফরমেশন। যদি এই ইনফরমেশনকে হলোগ্রাফিক ফর্মে রাখা হয়,যদি আপনি মৃত্যু বরণও করেন, মৃত্যুর পরেও এর কিছু একটা টিকে থাকবে।

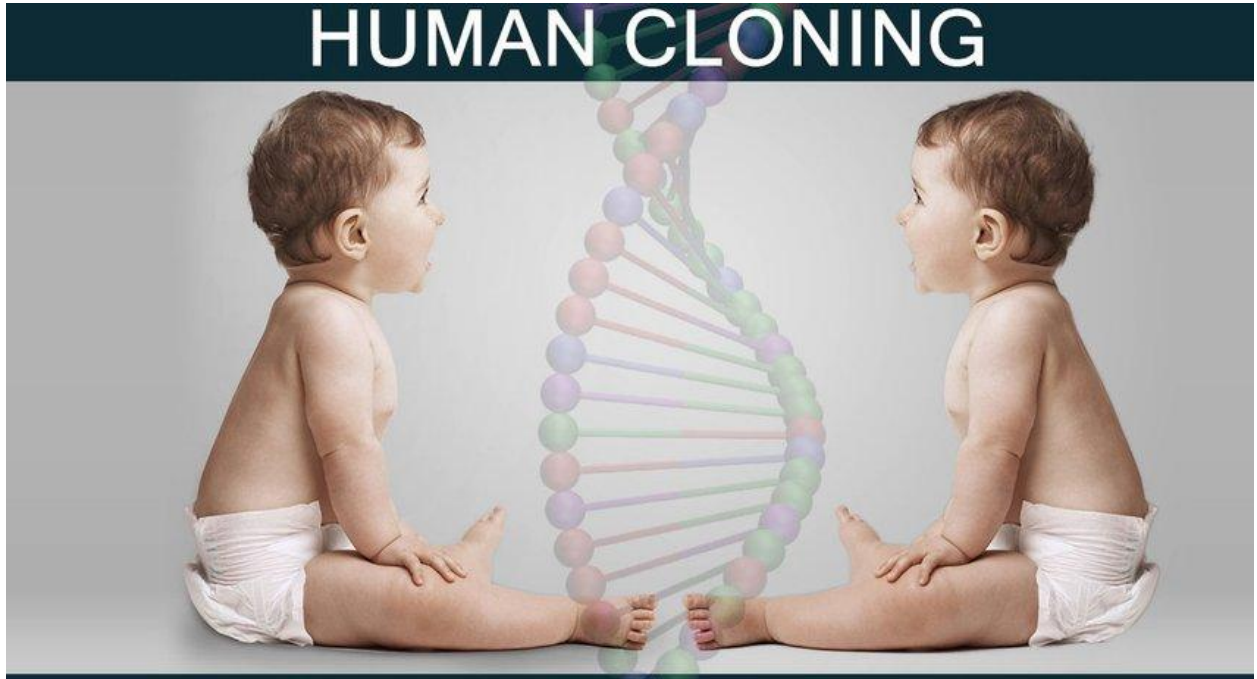
অপর প্রশ্নকর্তাঃ তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে এটা অমরত্ব। আপনি একবার ওই পর্যায়ে গেলে আপনি চিরকাল বেচে থাকবেন।

মিচিও কাকুঃ এটা কেন ডিজিটাল অমরত্ব হবে না? আপনি কি চাইবেন না আপনার নাতীর নাতীর নাতীর নাতীর নাতীদের সাথে কথা বলতে, যারা কিনা আবার নিজেদেরও নাতীর নাতীর নাতীর সাথে কথা বলতে চাইবে?



টাইসনঃ এটা আপনাকে স্পেস টাইমের মধ্যে চলাচলের ক্ষমতা দেবে,  
সুতরাং এটা ঈশ্বরের সমতুল্যতা।

মিচিও কাকুঃ জি, এটার কথাই আমরা বলছি **Transcending human race!"**



অতএব, এটা স্পষ্ট যে আজকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাদীক্ষা সবকিছুই ঐ  
প্রাচীন লক্ষ্যের জন্য নকশা করা। এটা শয়তানের সেই প্রাচীন প্রতিশ্রুতির বায়ো-  
মেকানিক্যাল প্রক্রিয়া। মাসুণীরা বিবর্তনের ক্রমধারার সর্বোচ্চ লক্ষ্য তথা শয়তানের  
প্রতিশ্রুতির ব্যপারে খোলাখুলিভাবেই বলো ইংরেজ লেখক এবং ফ্রিম্যাসন W.L.  
Wilmhurst বলেনঃ "...বিবর্তনের দ্বারা মানব থেকে অতিমানবে  
(superman/Superhuman) রূপান্তর - সর্বদা প্রাচীন  
রহস্যগুলির(ancient mystery-প্রাচীন যাদুকরদের বিশ্বাস বা  
মিস্টিসিজম) উদ্দেশ্য ছিল, এবং আধুনিক মাসুণীদের (ফ্রিম্যাসন) আসল

উদ্দেশ্য এমন সামাজিক এবং দাতব্য উদ্দেশ্য নয়, যার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়, বরং যারা নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের দ্বারা উৎকর্ষে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা করে, সেটা ত্বরান্বিত করা এবং তাদেরকে ঐশ্বরিক বা দৈবিক বৈশিষ্ট্যে নিয়ে যায়। এবং এটি একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞান, একটি রাজকীয় শিল্প, যা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে অনুশীলন করা সম্ভব ..

(The Meaning of Masonry, W.L. Wilmhurst, p. 47)

<http://patriotsandliberty.com/lindas-latest/2013/12/10/the-ancient-myth-of-evolution-sumeria-to-darwin-and-occult-new-age>

## ট্রান্সহিউম্যানিজম: দাজ্জালের জান্নাতে অমরত্ব লাভের মিথ্যা আশ্বাস!

ট্রান্সহিউম্যানিজম: হিউম্যান নাকি ট্রান্সহিউম্যান?



ট্রান্সহিউম্যানিজম হলো সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক মুভমেন্ট, যা বিশ্বাস করে- মানুষ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে পারবে। আরেকটু ভেঙে বললে, এই ট্রান্সহিউম্যানিজম হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানোটেক, ক্লোনিং এবং এই ধরনের প্রযুক্তির সহায়তায় মানুষের শারীরিক এবং মানসিক সামর্থ্য উন্নত করা। আর এই বিকাশ একজন মানুষের স্বাভাবিক সামর্থ্যের তুলনায় অনেক বেশি এবং উন্নত। তাই এই ধরনের উন্নত মানুষদের আলাদা করে নাম দেওয়া হয়েছে ‘ট্রান্সহিউম্যান’। আর যারা এই মতবাদে বা মুভমেন্টে বিশ্বাসী বা এর লক্ষ্যে কাজ করছে তাদের বলা হয় ‘ট্রান্সহিউম্যানিস্ট’। মানুষ বা হিউম্যানকে ট্রান্সহিউম্যান করার প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেছে। যেমন: ইউএস মিলিটারি ক্যাম্পে স্পাইনারদের ট্রেনিং দেওয়ার সময় তাদের ট্রান্সক্র্যানিয়াল ডাইরেক্ট কারেন্ট স্টিমুলেশন (টিডিসিএস) দেওয়া হয়, যা তাদের মস্তিষ্কে দুর্বল ইলেকট্রিক কারেন্টের মাধ্যমে শেখার গতি এবং প্রতিক্রিয়ার সময় দ্রুত করে। এটা ট্রান্সহিউম্যানিজমের ‘সুপার ইন্টেলিজেন্স’ নীতির অন্তর্ভুক্ত।

ট্রান্সহিউম্যানিজমের তিনটি মূল নীতি রয়েছে- সুপার লংজিভিটি, সুপার ওয়েল-বিঙ এবং সুপার ইন্টেলিজেন্স।

### সুপার লংজিভিটি

স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে আয়ু বাড়ার সাথে একজন ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার বিষয়টি কাজ করে, যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আর তাছাড়া ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে যেকোনো সুস্থ ব্যক্তিও হঠাৎ করে মারা যেতে পারে। আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা বাদ দিলে মানুষের মৃত্যুর পেছনে দুটি মূল কারণ রয়েছে। কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব, আর না হয় বয়স বাড়ার কুফল। এই দুটি বিষয় নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেই মানুষের আয়ু দীর্ঘ



করা সম্ভব। ১৯০০ সালে থেকে প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রের উন্নতির ফলে মানুষের আয়ু বছরে তিন মাস করে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টা করে আয়ু বাড়ছে।

ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের মতে, সুপার লংজিভিটি বা অতিরিক্ত দীর্ঘায়ু সম্ভব, যদি শরীরের আগে থেকেই ঠিক করা আত্মহনন প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভব হয়। সাধারণত একজন ব্যক্তি ২০ বছর বয়সে পা রাখতেই তার দেহের আত্মহননের চক্র ঘোরা শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ বয়স্ক হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, যা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো এই আত্মহননের চক্র বন্ধ করে দিনে ২৪ ঘণ্টার বেশি আয়ুকাল বাড়ানো। বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ১২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা সম্ভব। ট্রান্সহিউম্যানিজমের মাধ্যমে ১,০০০ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকা সম্ভব বলে তাদের ধারণা।



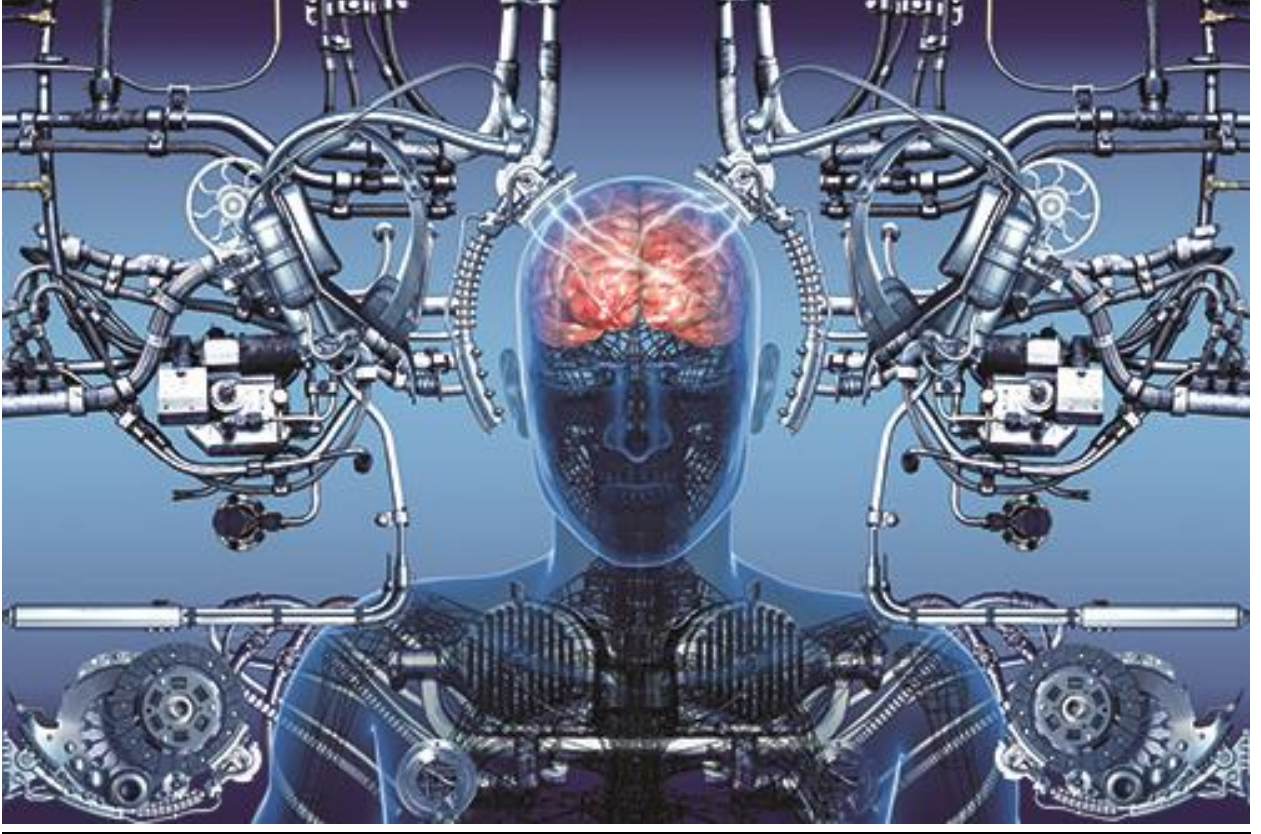
## সুপার ওয়েলবিঙ

সুপার ওয়েলবিঙ বা অতিরিক্ত সুস্থ থাকা ট্রান্সহিউম্যানিজমের দ্বিতীয় নীতি। উল্লেখ্য, ‘সুস্থতা’ বলতে মূলত ‘শারীরিক সুস্থতা’র উপরই আলোকপাত করা হয়েছে। একটু আগেই বলা হলো যে, দুর্ঘটনা বা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা বাদে সাধারণত মানুষ দুটি কারণে মানুষ মারা যায়। বৃদ্ধ হওয়ার কারণে, আর অসুস্থতার কারণে। বৃদ্ধ হওয়ার বিষয়টি ইতোমধ্যে সুপার লংজিভিটিতে বলা হয়েছে। এখন মানুষের আয়ু বাড়াতে হলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোও অতি প্রয়োজন। আমরা আসলে এই ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা সবসময়ই করি। যেমন- একসময় অল্প ঠাণ্ডা পড়লেই মানুষ তা সহ্য করতে পারতো না। অনেকে মারাও যেত। কিন্তু এখন মোটা জামা-কাপড়, সোয়েটার, কম্বলের আগমনের পর শীত সহ্য করার ক্ষমতা অনেকাংশে বেড়ে গেছে। ফলে ঠাণ্ডায় মারা যাওয়ার হারও কমেছে। দিনে দিনে পাতলা কিন্তু বেশি গরম কাপড় তৈরির চেষ্টা চলছে। এই সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য একটাই। মানুষকে সুস্থ থাকতে সহায়তা করা।

ঠিক একইভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রেও একের পর এক নতুন ঔষধ আবিষ্কার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেহে কৃত্রিম কোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মানুষের দৈহিক সুস্থতা বৃদ্ধি করা যায়। পঙ্গুত্বের হাত থেকে বাঁচাতে কৃত্রিম পা, অন্ধত্বের হাত বাঁচাতে কৃত্রিম রেটিনার ব্যবহার নতুন নয়। তাছাড়া এসব কৃত্রিম অঙ্গ যেন প্রাকৃতিক অঙ্গের চেয়েও ভালো সার্ভিস দেয় সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বায়োটেকনোলজির উন্নতির ফলে এমন শিশুদের পৃথিবীতে আনা সম্ভব, যারা মা-বাবার শুধুমাত্র ভালো জেনেটিক বৈশিষ্ট্যগুলোই ধারণ করবে। এতে করে জন্মের পরপরই কোনো রোগ, স্থূলতা এবং হতাশার ফ্যাক্টরগুলো শিশুরা পাবে না। ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের মতে, একসময় নেতিবাচক অনুভূতিও



সরিয়ে দেওয়া সম্ভবা উল্লেখ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে শারীরিক সুস্থতা বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।



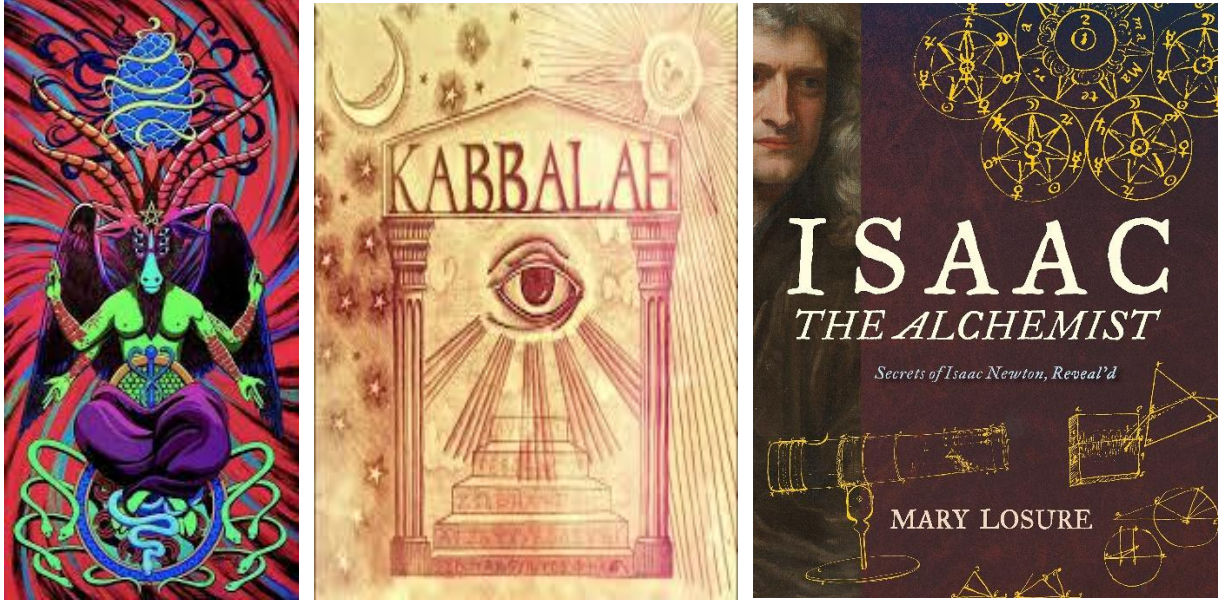
### সুপার ইন্টেলিজেন্স

ট্রান্সহিউম্যানিজমের তৃতীয় নীতি হলো সুপার ইন্টেলিজেন্স। ট্রান্সহিউম্যানিস্টরা বিশ্বাস করেন, মানুষের মস্তিষ্ক উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাদের মতে, প্রযুক্তির মাধ্যমে মস্তিষ্কের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভবা। তাই মস্তিষ্কের স্বাভাবিক সক্ষমতায় সন্তুষ্ট না থেকে একে উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পুরো মস্তিষ্ককে শক্তিশালী কম্পিউটারে পরিণত করার মতো ব্যাপার আর কী।

সুপার ইন্টেলিজেন্স বলতে এমন সব জ্ঞান এবং দক্ষতাকে বোঝানো হয় যা মানুষের জানাশোনা বা চিন্তার বাইরে। এর মাধ্যমে ‘টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটি’

সৃষ্টি হতে পারে। প্রযুক্তিগত বুদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিবর্তনীয় হয়ে পড়লে মানবসভ্যতায় বিপুল ও অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসা সম্ভব। ভবিষ্যতের সেই অবস্থাই হলো টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটি। এটি বিজ্ঞানকে দ্রুত এমন এক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে যা সম্পর্কে কখনো ভাবাই সম্ভব ছিল না। এত আবিষ্কার, এত জ্ঞান, এত উন্নতি; সবকিছুতেই কাজ করে মানুষের বুদ্ধি আর এসব বুদ্ধির উৎস তথা মস্তিষ্কে উন্নত করা গেলে যে এসব আবিষ্কার ও উন্নতির সংখ্যাও বাড়বে তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আর এর সহায়তায় মানুষেরা নিজেরাই 'সুপার লংজিভিটি' এবং 'সুপার ওয়েলবিঙ'-এর নীতি পূরণ করতে পারবে। মানুষের মন বা অনুভূতিকে মস্তিষ্ক থেকে নিয়ে কম্পিউটারে ডাউনলোড করা সম্ভব হবে। উন্নত মাইক্রোপ্রসেসর বা এ ধরনের প্রযুক্তি এই কাজে সহায়তা করতে পারবে। বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশের চেষ্টায় আছেন। অবশ্য এর ফল কতটা

লাভজনক হবে সেটাই এখন ভাবার বিষয়।



**RM:** শয়তান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানীকে দিয়ে আলকেমির চর্চা করিয়েছে এবং তা দিয়ে পরশপাথর তৈরী করে অমর হয়ে দাজ্জালের

জান্নাতে প্রবেশের স্বপ্ন দেখিয়েছে। কিন্তু যারাই ওই পথে হেঁটেছে তারাই ধোঁকা খেয়েছে।

এখন অর্থাৎ বর্তমানে শয়তান মানুষকে সেই একই স্বপ্ন দেখাচ্ছে এই ট্রান্সহিউম্যানিজমের দ্বারা।

## জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে শয়তান কি বলছে, পড়ুন।

শয়তান আল্লাহকে বললঃ “মানুষকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কণ্ঠ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।”(সূরা নিসা -১১৯)

আল্লাহর একটি নাম হল আল-মুসাওয়ের (المصور) যার অর্থ সৌন্দর্য এর গড়নদাতা। আল্লাহ যাকে যেভাবে তৈরি করেছেন তাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। শয়তান চেষ্টা করবে মানুষ যেন নিজেকে নিয়ে অসুখীবোধ করতে আর সৌন্দর্য বৃদ্ধির নামে নিজেকে পরিবর্তন করতে উদাহরণস্বরূপ প্লাস্টিক সার্জারি মনে রাখবেন আপনার শরীর আপনার নয়। এর মালিক আল্লাহ। শয়তান আপনাকে কখনোই আল্লাহ যা দিয়েছে তা নিয়ে শুকরিয়া করতে দেবে না। কিছু মানুষ ছেলে থেকে মেয়ে এবং মেয়ে থেকে ছেলে হওয়ার জন্য লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি (sex reassignment surgery) করে।



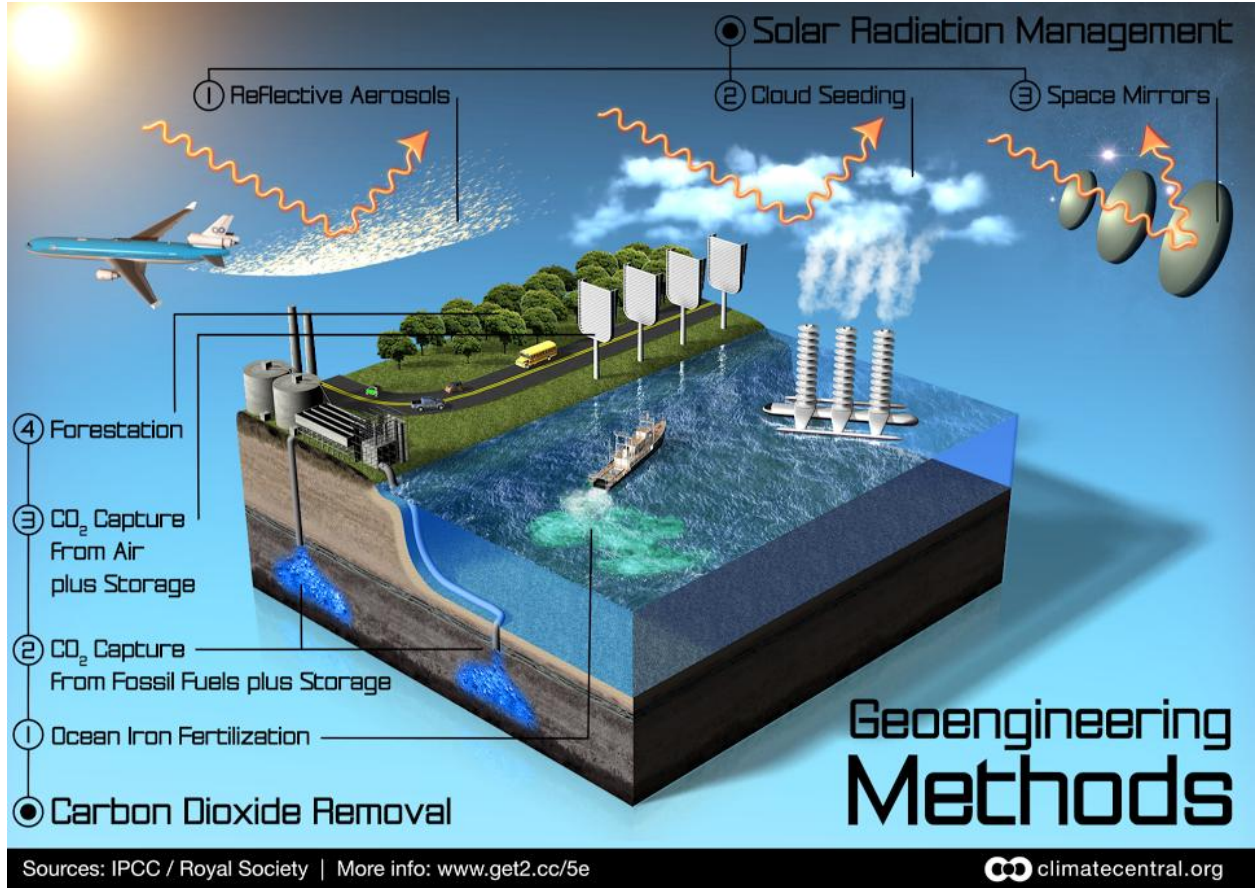
এভাবে শয়তান তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেয়া আজকাল বিজ্ঞানীরা গরুর কান কেটে তার কোষ নিয়ে আরেকটি প্রাণীর কোষের সাথে মিশিয়ে ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় নতুন ধরনের প্রাণী তৈরি করছে। তারা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর নামে পশুর সাথে মানুষের সংমিশ্রণে মানব-পশু হাইব্রিড (human-animal hybrid) তৈরি করছে।



জ্বীন-শয়তান ও মানব-শয়তানরা বয়স কমাতে ও পৃথিবীতে অমরত্ব লাভের আশায় আল্লাহর তৈরি দেহের কোষ ও DNA কে পরিবর্তন ও বিকৃত করছে gene therapy, ডিজাইনার বেবি, gene modification ইত্যাদির নামে। আল্লাহর তৈরি সৃষ্টিকে বিকৃত করার বুদ্ধি বিতাড়িত ইবলিস ছাড়া আর কে দেবে? ইবলিস ও তার সহযোগী বিতাড়িত জ্বীন-শয়তানেরা শুধুমাত্র মানবজাতিকে নয়, তারা জ্বীনজাতিকেও আল্লাহর আইন, নিয়ম ও সৃষ্টিকে পরিবর্তন আদেশ দেয়া তাদের আদেশ মেনে জাদুচর্চাকারী কাফের জ্বীনরা নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করে অন্য প্রাণীর বেশে মানবজগতে প্রবেশ করে।

আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ ও জ্বীনজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবীর নানা কর্মে ফেরেশতাদের নিয়োজিত করেছেন যেমনঃ বৃষ্টিবর্ষণ করা ইত্যাদি। ইবলিস ও বিতাড়িত শয়তানরা মানবজাতি ও জ্বীনজাতিতে তাদের অনুসারীদের ফেরেশতাদের

কাজে বাধা দিতে আদেশ দেয়া এখন জিও ইঞ্জিনিয়ারিং (geo engineering) আর ক্লাইমেট ইঞ্জিনিয়ারিং (Climate engineering) প্রযুক্তির মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন ও ম্যানিপুলেশন করা হচ্ছে। বর্তমানে কাফের জ্বীন ও মানুষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেরাই মেঘ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করছে।





## শয়তান, মানুষকে দুটি উপায়ে অমরত্ব লাভের স্বপ্ন দেখাচ্ছে:

১. Spiritual way

২. Biomechanical way.



আধ্যাত্মিক পথটি হচ্ছে যাদুশাস্ত্রের অনুসরণ এবং সে অনুযায়ী আকিদা বিশ্বাস গঠন, সরাসরি যাদুচর্চার দ্বারা আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের প্রতিশ্রুতি।

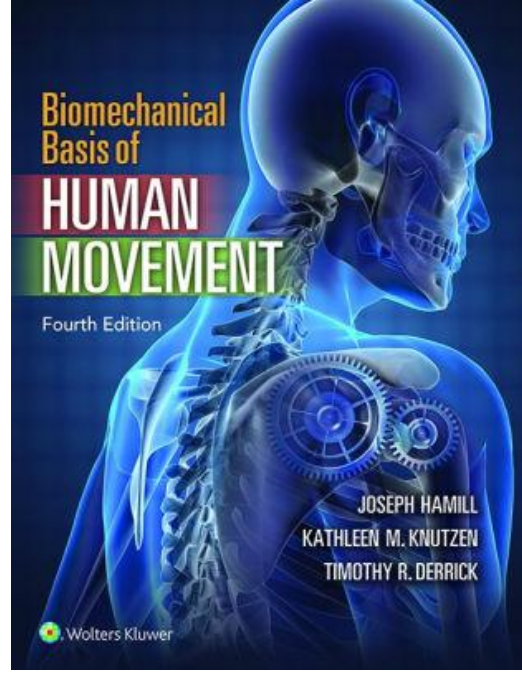
অপর পথটি হচ্ছে যাদুশাস্ত্রের অনুসরনে গড়া প্রযুক্তির দ্বারা শারীরিক ক্ষমতার বিবর্তন ও বিবর্ধন। শরীরের রক্তমাংসের অঙ্গ বাদ দিয়ে সেন্সলে এসব প্রযুক্তি নির্ভর ইম্পাত-লৌহের

যান্ত্রিক (মেক্যানিক্যাল) অঙ্গ প্রতঙ্গের সমন্বয়। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়

ট্রান্সহিউম্যানিজম । বিবর্তনবাদীরা আশা করে এর দ্বারা শারীরিক শক্তির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দৈবিক শক্তি অর্জনের পাশাপাশি অমরত্বলাভও সম্ভব।



**Brave New World** এবং ডোরজ অব পারসেপশান এর লেখক। তার বিবর্তনবাদী ভাই জুলিয়ান হাক্সলি ইউনেস্কোর প্রথম ডিরেক্টর অব জেনারেল। তার ভাই এড্রু হাক্সলি নোবেল বিজয়ী ফিজিওলজিস্ট। ১৯৩২ তে প্রকাশিত ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডে তিনি এমন এক ভবিষ্যৎকে উপস্থাপন করেছেন যেখানে মানুষ একটি ইউটোপিয়ান কিংডমে(স্বর্গীয় স্বপ্নরাজ্য) বাস করে, সেখানে আর মানুষ স্বাভাবিক প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করে না, সবাই ইনকিউবেটরে ক্লোনিং এর দ্বারা হয়।



এতে তিনি উল্লেখ করেনঃ "প্রাচীন স্বেশাসকরা ব্যর্থ হয়েছেন, কারন তারা পর্যাপ্ত রুটি(খাদ্য), বিনোদন, আলৌকিকতা, রহস্য(মিস্টিসিজম) সরবরাহ করতে পারেনি। একটি 'বৈজ্ঞানিক স্বেশাসনের' দ্বারা (নির্মিত) শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিই কাজ করবে, যেখানে প্রত্যেক মানব মানবী তাদের দাসত্ব

ভালবাসবে। এবং কখনো বিপ্লবের চিন্তা করবে না। এমন 'বৈজ্ঞানিক  
স্বৈরশাসন' ধবংসের কোন ভাল প্রয়োজনীয়তাই ভবিষ্যতে হবে না।"

ডিপ ফেইক ভিডিওঃ যেখানে আপনার হারানোর অনেক কিছুই  
আছে!



ফেইসবুকে জ্বল করতে করতে হঠাৎ আপনি দেখলেন আপনার পরিচিত কারো  
আপত্তিকর ভিডিও অথবা আপনারই কোন স্পর্শকাতর ব্যক্তিগত ছবি। এড্রেনালিনের  
শীতল প্রবাহ বয়ে যাওয়ার আগেই আপনি মুখ খুবড়ে পড়বেন এই সমাজের  
আস্তাকুঁড়ে কেউ হয়তো জিজ্ঞেসও করবেনা সেটি আপনি কি না, কারণ তারা  
বিশ্বাস করবে এটিই আপনি। মজার ছলে হোক বা ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করার

উদ্দেশ্যেই হোক, আপনার আপলোড করা ছবি বা ভিডিওগুলোই অতি সন্তর্পণে হয়ে উঠতে পারে আপনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ধ্বংস করে দেয়ার মোক্ষম হাতিয়ার।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যথেষ্ট ব্যবহারের সুবিধা এবং প্রদর্শনেচ্ছার জন্য আমরা অনেকটা নিয়মিতই আমাদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করে থাকি। ধর্মীয় বিধিনিষেধ গুলোর কোন তোয়াক্কা না করেই আমরা এসব করি।

অথচ একটি স্বল্পমানের ডিপ ফেইক ভিডিও এক ঝটকায় আপনার জীবন এলোমেলো করে দিতে পারে। কারণ বেশিরভাগ মানুষ জানতে চাইবেনা এটা ফেইক কিনা। তাদের ফোকাস থাকবে চেহারার মিলের উপর আর ডিপ ফেইক ভিডিওগুলো ঠিক এটাই করে। যদি আপনি এমন কিছু শিকার হোন, একবার চিন্তা করুন তো আপনার আর আপনার পরিবারের মানসিক অবস্থা কেমন হবে।

শুধু পারিবারিকই নয়, একটা ডিপ ফেইক ভিডিও বদলে দিতে পারে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ভেঙে দিতে পারে আন্তরাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক বোঝাপড়া এমনকি যুদ্ধ লেগে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক না। কিন্তু যতক্ষণে মানুষ বুঝতে পারবে যে এই ভিডিওটি ফেইক ছিল ততক্ষণে আসল ক্ষতিটায় হয়ে যাবে।

**তাই আমাদের জানতে হবে এই ডিপ ফেইক ভিডিও আসলে কি!**

কিভাবে আমরা এই ধরনের ভিডিওগুলো সনাক্ত করতে পারি।

সহজ ভাষায় বললে ডিপ ফেইক প্রযুক্তি হলো এমন প্রযুক্তি যার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে সহজেই অডিও ও ভিডিও কনটেন্টের বিশ্বাসযোগ্য নকল তৈরি করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কৌশল ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আপনাকে দেখা যেতে



পারে কোন খুনের খুনীর দৃশ্যে, কোন চরমপন্থি সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে অথবা অসামাজিক কোন কাজে লিপ্ত অবস্থায়।

## কিভাবে তৈরি হয়

ডিপ ফেইক ভিডিওর প্রধান অস্ত্র হলো **AI enhanced Machine**

**learning tools.** এ পদ্ধতিতে একজন ক্রিয়েটর কোন ব্যক্তির রিয়েল ভিডিও

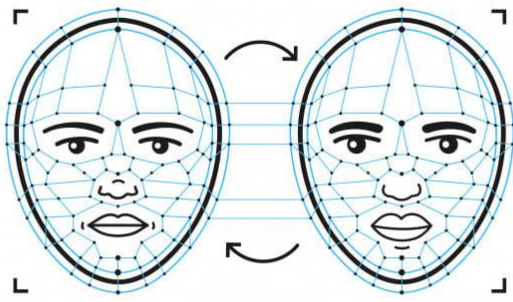
ফুটেজকে ব্যবহার করে একটি নিউরাল নেটওয়ার্ককে বেশ কয়েকঘন্টা যাবত

ট্রেন্ড করান যাতে এ আই রিসেপ্টরগুলো সে ব্যক্তির অবয়ব, অঙ্গভঙ্গি, ফেসিয়াল

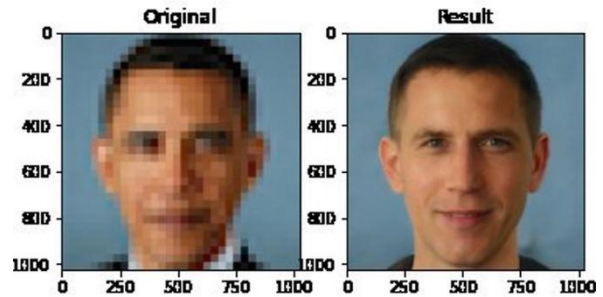
মাসল মুভমেন্ট, বিভিন্ন দিক থেকে আলোকদীপ্তি, লিপস ল্যাঙ্গুয়েজসহ আরো

অনেক প্যারামিটারের ভেল্যুগুলো একুয়ার করে আরেকজন ব্যক্তির মুখাবয়বের

উপর সুপারইম্পোজ করতে পারেন।



DEEPPFAKE



তবে হ্যাঁ, কাজটা মোটামুটি জটিল। যতবেশি বাস্তবসম্মত দেখাতে হয়, ততবেশি

প্যারামিটার ব্যবহার করতে হয় এবং ম্যানুয়ালি প্রোগ্রামগুলোকে টুইক করে

tellatale Bip গুলোকে যতটা সম্ভব কমাতে হয়।

অনেকে ভাবেন এই ডিপ ফেইক ভিডিওগুলো এডভান্সড ফিকশনাল মোডের সফটওয়্যারগুলো দিয়ে করা হয়, কিন্তু বাস্তবতা হলো এভাবে তৈরি ভিডিও গুলোর ইমেজ সিন্থেসাইজেশন ক্যাপিবিলিটি খুব কম এবং একটু মনোযোগ দিলেই এসব ধরে ফেলা যায়।

সাধারণত ডিপ লার্নিং এলগরিদম দ্বারা পরিচালিত **Generated Adversial Network(GAN)** এবং **Autoencoder** টেকনোলজি ব্যবহার করে খুব সুক্লভাবে ইমেজ প্রসেসিং এবং ডেটা লাইনআপের মাধ্যমে এই ভিডিওগুলো তৈরি হয়।

এখন আপনার মনে হতে পারে এসবতো অনেক কঠিন তাই সবাই হয়তো পারবেনা। কিন্তু বাস্তবতা হলো বেশ কয়েকটি জায়ান্ট ইমেজ প্রসেসিং কোম্পানি ইতোমধ্যে তাদের প্রিমিয়াম বা পেইড ভার্সনে ডিপ ফেইক ভিডিওর টুলসগুলো যুক্ত করেছে। তাই স্বল্প এডিটিং নলেজের যে কেউই সামান্য চেষ্টায় কারো জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর মূহূর্ত ডেকে আনতে পারেন।

### এটি কি সনাক্ত করা সম্ভব?

ডিপ ফেইক ভিডিও সনাক্ত করার মত টুল এখনও অস্তিত্বহীন বলা চলো তবে অ্যাকাডেমিক, সাংবাদিক এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গুগল ঘোষণা দিয়েছে, তারা অলটার্ড বা বিকৃত করা ভিডিও সনাক্তের জন্য একটি টুল তৈরি করেছে। কিন্তু বলা হয়নি, সেটি কবে আসবে বা তার ক্ষমতা কী হবে।

মিউনিখের ভিজ্যুয়াল কম্পিউটিং ল্যাবের একটি দল তৈরি করেছে ফেস ফরেনসিকস্ প্রোগ্রামটি র'-ফরম্যাট (যে ফরম্যাটে ধারণ করা) ফাইল থেকে

ভিডিওর বিকৃতি সনাক্ত করতে পারে। তবে ওয়েবের জন্য সংকুচিত বা কমপ্রেস করা ভিডিওর বেলায় তারা সফল হননি।

ইতালির আরেকটি দল, এমন এক কৌশল প্রস্তাব করেছেন, যেখানে ভিডিওতে কোনও ব্যক্তির মুখমন্ডলে রক্ত প্রবাহে অনিয়ম দেখে বলে দেয়া যাবে, ছবির চেহারাটি আসল, নাকি কম্পিউটার জেনারেটেড।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিকর ব্যবহার নিয়ে এক সাম্প্রতিক গবেষণায়, ডিপ ফেইক ভিডিও তৈরির সফটওয়্যার লাইসেন্সিংয়ের আওতায় আনা এবং তার ব্যবহার সীমিত করার প্রস্তাব দিয়েছেন একদল গবেষক। ইলেক্ট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং অন্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত দলটি শুধু তাত্ত্বিক দিকে মনোযোগ দিয়েছে; মূলত বিষয়বস্তুর নতুনত্বের কারণে।

মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল ভেরিপিঙ্কেল নামে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেছে, যা ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্মার্টফোন ও ক্যামেরায় তোলা ছবির মূল ফাইলে একটি ‘ফুটপ্রিন্ট’ বা চিহ্ন জুড়ে দেয়া

ডেভেলপারদের একজন উইলিয়াম ফ্রাইস বলেন, “আপনার এমন একটি পদ্ধতি দরকার যা বলবে, হ্যাঁ, এটাই আসল ফাইল। ব্লকচেইনের সুবিধা হল, যাই ঘটুক না কেন, ফাইলের ঐতিহাসিক তথ্য ঠিক থাকে।”

কিন্তু অন্যান্য প্রোগ্রামের মত ভেরিপিঙ্কেল এখনও নির্মাণাধীন পর্যায়ে রয়েছে।

আপনি কিভাবে সনাক্ত করবেন

ডিপ ফেইক ভিডিওর মুখভঙ্গি থেকে অসঙ্গতি চিহ্নিত করার কিছু কৌশল বাতলে দেয়, “হাউ টু গিক” নিচের কিছু পয়েন্টের দিকে নজর দিতে বলেছে :

- ফ্লিকার (ভিডিওতে আলোর কম্পন বা ঝিলিক)
- চেহারা বা মুখের দিকটায় অস্পষ্টতা (ব্লার)
- অস্বাভাবিক ছায়া বা আলো
- অস্বাভাবিক নড়াচড়া, বিশেষ করে মুখ, চোয়াল এবং দ্রুতে
- ত্বকের রঙ এবং শরীরের গড়নে অসামঞ্জস্য
- কথার সাথে মুখের নড়াচড়ায় অমিল



তাছাড়া আপনি রিভার্স ভিডিও মেকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রতিটি ফ্রেমকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করে ডিপ ফেইক ভিডিও সনাক্ত করতে পারবেন।

আর এসব জানা না থাকলে ব্যবহার করুন আপনার ক্রিটিক্যাল থিংকিং কো কোন ভিডিও ফেইক মনে হলে প্রথমেই দেখুন

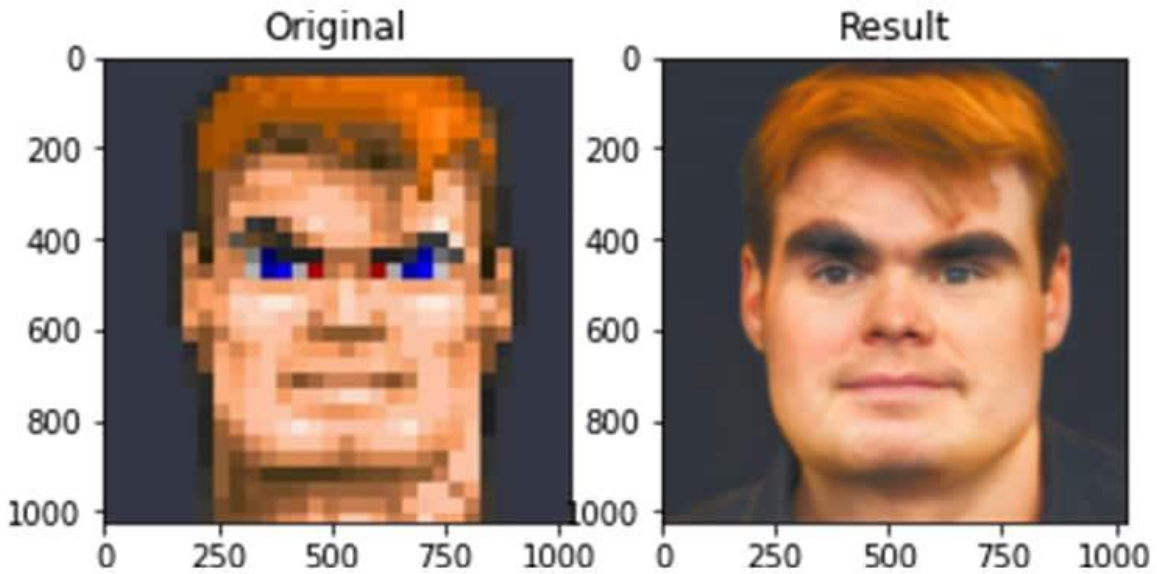
কারা কীভাবে ভিডিওটি শেয়ার করেছে। ফেইসবুকের ভাদাইন্মা গ্রুপগুলো করলে এড়িয়ে যান।

খুব মনোযোগ দিয়ে ভিডিওর ব্যক্তির মুখাবয়ব পর্যবেক্ষণ করুন। চোঁটের সাথে তার উচ্চারিত শব্দের সামঞ্জস্যতা দেখুন।

অনলাইনে ভিডিও যাচাইয়ের প্ল্যাটফর্মগুলো যেমন **invid** এবং **Amnesty YouTube Data Viewer** ব্যবহার করে সন্দেহকৃত ভিডিওর সত্যতা যাচাই করুন।

ভিডিওর মেটাডাটা সে ভিডিও ধারণের তারিখ, ক্যামেরার ধরণ, ভিডিও ধারণের স্থানসহ অন্যান্য তথ্য প্রদান করে। **Exiftool** নামক একটি টুল এই কাজটি অনায়াসেই করতে পারে। ডাউনলোড করে ব্যবহার করুন।

সত্যিকার অর্থে বাস্তবতা হলো যারা এক্সপার্ট লেভেলের ফেইকার তারা এই মেটাডাটা, ছবির ফ্রেমের কনসিস্টেন্সি, লিঙ্গ ল্যাংগুয়েজ, এই সব কিছু আপনার সামনে একদম হুবহু হাজির করার ক্ষমতা রাখে।





উপরের পরামর্শগুলো এই জন্য যাতে rookie লেভেলের কেউ খুব স্বল্প দক্ষতায় আপনার বা আমার ব্যক্তিগত বিশাল ক্ষতি করতে না পারে।

সর্বোপরি, সিদ্ধান্ত হলো আপনার হাতে কিছু ধর্মীয় বিধিনিষেধকে অবজ্ঞা করে আপনি শুধু আপনার আখিরাতই নষ্ট করছেন না, নষ্ট করছেন আপনার পার্থিব জীবনটাও। আপনি সেলেব্রিটি না, আপনি একজন সাধারণ মানুষ। একজন মুসলিমা আপনার উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা আলাদা। আপনি এ পৃথিবীকে পাওয়ার জন্য আসেননি, এসেছেন এর ফিতনাকে জয় করে আপনার মূল বাসস্থানের হিসেব পাকা করতে।

### অকাল্ট (জাদুশাস্ত্র ভিত্তিক / জীন নিয়ন্ত্রিত) প্রোগ্রামিং:

আমি (রুহ মাহমুদ) যখন জীন শয়তান নিয়ে গবেষণা করতে যাই বা কিছু লিখতে চাই। তখন আমার পিসিটা খুব বিরক্ত করে। এ বিষয়টাকে আরেকটু বিস্তারিত যখন লিখে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলাম, তখন কিছু ভাই আমার ওই লিখাকে সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কমেন্ট করেছিল। সেই কমেন্ট গুলো এখানে তুলে দিলাম। এতে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর পিছনে কি বা কারা আছে।

### Comment-1

অকাল্ট প্রোগ্রামিং সম্পর্কে পড়াশোনা করুন, তাদের বিভিন্ন নাম্বার থিওরি স্ট্রিং থিওরি অ্যালগরিদম গেম থিওরি পাথফাইন্ডার আর জিওমেট্রি সবগুলোই অকাল্ট..

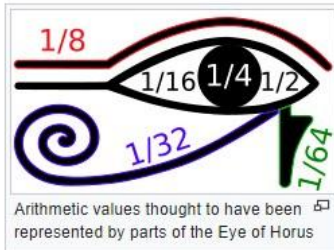
এগুলোর হিস্ট্রি নিয়ে একটু ঘাটলেই দেখবেন এগুলোতে জিন দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আছে

### History [edit]

The modern binary number system was studied in Europe in the 16th and 17th centuries by [Thomas Harriot](#), [Juan Caramuel y Lobkowitz](#), and [Gottfried Leibniz](#). However, systems related to binary numbers have appeared earlier in multiple cultures including ancient Egypt, China, and India. Leibniz was specifically inspired by the Chinese [I Ching](#).

### Egypt [edit]

See also: [Ancient Egyptian mathematics](#)



The scribes of ancient Egypt used two different systems for their fractions, Egyptian fractions (not related to the binary number system) and Horus-Eye fractions (so called because many historians of mathematics believe that the symbols used for this system could be arranged to form the eye of [Horus](#), although this has been disputed).<sup>[1]</sup> Horus-Eye fractions are a binary numbering system for fractional quantities of grain, liquids, or other measures, in which a fraction of a hekat is expressed as a sum of the binary fractions 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, and 1/64. Early forms of this system can be found in documents from the Fifth Dynasty of Egypt, approximately 2400 BC, and its fully developed hieroglyphic form dates to the Nineteenth Dynasty of Egypt, approximately 1200 BC.<sup>[2]</sup>

The method used for ancient [Egyptian multiplication](#) is also closely related to binary numbers.

In this method, multiplying one number by a second is performed by a sequence of steps in which a value (initially the first of the two numbers) is either doubled or has the first number added back into it; the order in which these steps are to be performed is given by the binary representation of the second number. This method can be seen in use, for instance, in the [Rhind Mathematical Papyrus](#), which dates to around 1650 BC.<sup>[3]</sup>

একটু কষ্ট করে উপরের কমেণ্টে রিপ্লাই তে দেখুন, একটা ছবি দিয়েছি রিপ্লাই তে রুহ ভাইকে.. সেটা হল নাম্বার সিস্টেম এর উইকিপিডিয়া পেইজের হিস্টরি সেকশন,, আপনার চোখের সামনে আই অফ হরাস এবং সেটা থেকে আসা ইজিপশিয়ান ফ্রাকশন থেকে মূলত বাইনারি নাম্বার সিস্টেম এর উদ্ভোধন..

তাছাড়া আমাদের নবীজি কে নাফরমানরা 11 সংখ্যা দিয়ে বান মেরে ছিল সেটা তো জানেন? এটাও একটা বাইনারি সংখ্যা,, কারণ, আমি এর ব্যাখ্যায় পেয়েছি তারা জাদুকররা নিউমেরোলজি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখত,, এবং এগার সংখ্যার প্রথম 1 এক আল্লাহকে বুঝায় এবং দ্বিতীয় 1 শয়তানকে বুঝায় অর্থাৎ সে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহর শক্তির সাথে শরীক করে [ নাউজুবিল্লাহ]

আপনি বাইনারি সিস্টেম সম্পর্কে জানলে বুঝতে পারবেন এভাবে বিট বাই বিট একটা একটা অক্ষর করে বাইনারী সিস্টেমে রিপ্রেজেন্টেশন করা হয় এবং অধিকাংশ হার্ডওয়ার সরঞ্জাম এর ইন্টার্নাল প্রসেস ও এরকমই,, যাই হোক আমি শুধু বাইনারী সিস্টেমের কথাগুলো বলেছি.. আপনি এগুলো নিয়ে বেশি খোঁজাখুঁজি করবেন না.. কারণ একে তো এটা রিলেটেড যত কনটেন্ট আছে গুগলে সহজে খুঁজে পাবেন না আর দ্বিতীয়তঃ যেগুলো পাবেন সেগুলো জাদু শাস্ত্র রিলেটেড ডিটেলসে বলা,, এগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো,, কখন ফাঁদে পড়ে যাই শয়তানের বলা যায়না

<http://occulttrianglelab.com/tag/binary/>

এই লিংকে দেখতে পারেন ওরা কিভাবে বাইনারি আর ম্যাথ দিয়ে জাদু বিদ্যা করছে কিছু কিছু জিনিস যেমন গোল্ডেন রেশিও, ফিবোনাচ্চি নাম্বার সিরিজ সহ আরো অনেক অনেক থিওরি যেগুলো দিয়ে প্রোগ্রামিং এর অ্যালগরিদম তৈরি হয় এসব প্রত্যক্ষভাবে অকাল্ট বিদ্যা

রুহ ভাইয়ের বলা কमेंট টার দিকে আবার লক্ষ্য করুন "আমি যখন জিন শয়তানের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে যাই, তখন আমার পিসিটা খুব খুব বিরক্ত করে" ভাই আপনি জেনে অবাক হবেন কম্পিউটারে মাল্টিটাস্কিং অর্থাৎ একই সময়ে অনেকগুলো কাজ করার জন্য যে কনসেপ্টটা ব্যবহার করা হয় তার নাম "Daemon" যেটা "Demon" শব্দ থেকে এসেছে



[https://en.wikipedia.org/wiki/Daemon\\_\(computing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Daemon_(computing))

এটার টার্মিনোলজি সেকশনটা পড়ে দেখেন কি অবস্থা

11 দিয়ে বান মেরেছিল সেটা ও বিজোড় সংখ্যা, আবার 11 এর গুণিতক গুলো তেও জাদু করে, তাছাড়া 13/33 এগুলোতো ইলুমিনাতি আর ফ্রিম্যাসনদের পছন্দের সংখ্যা,, সবগুলোই বিজোড় সংখ্যা

তাছাড়া বর্তমান দুনিয়াতে ডিসি কারেন্ট এর উদ্ভাবনের কারণেই এতসব প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ডিভাইস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, বলা যায় এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ তাদের জন্য... আর ডিসি কারেন্টের উদ্ভাবক ছিলেন নিকোলা টেসলা

সবচেয়ে রহস্যজনক বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত তিনি, তিনি তার জীবনের খুবই কম সময়ে আমূল পরিবর্তন কারি বিভিন্ন উদ্ভাবন করেন যেটা সেসময় বলা যায় অসম্ভব

তাছাড়া আপনি নিকোলা টেসলা সাথে শয়তানের বিভিন্ন রিচুয়ালের সম্পর্ক খুঁজে পাবেন.. তিনি মারা যাওয়ার আগে তার ডায়েরিতে গোপন উদ্ভাবনা সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন, "it's like magic"

আপনি গুগল করলেই বুঝতে পারবেন নিকোলা টেসলা কতটুকু রহস্যজনক অকাল্ট সাইন্টিস্ট ছিলেন

Noushad Bhuiyan

## **Comment-2**

প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে এমন অনেক জিনিসের সাথে পরিচিত হচ্ছি, সেটা আসলে মানুষের দ্বারা আবিষ্কার করা সম্ভব না। মানুষের এই ছোট জীবনে এতসব জিনিস বুঝা কখনওই পসিবল না। এটা আসলে সহজে কাউকে বুঝানো যাবে না। হালকা রিসার্চ করে গভীরভাবে ভাবলেই বুঝা যায়। আর মানুষ সাধারণত সামনে কোন কিছু বা বাস্তব কোনো জিনিস থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার বা মডিফাই করতে পারে, কিন্ত কম্পিউটার বা এমন অনেক কিছুর সাথে মানুষ কখনওই পরিচিত ছিল না বা এমন না যে এইগুলার মূল ইলিমেন্ট সামনে ছিল।

সাইফুল ইসলাম

## **Comment-3**

আল্লাহ্‌আকবার, আল্লাহ্‌আকবার, আল্লাহ্‌আকবার - [Rooh Ibn](#)

[Muhammad](#) ভাইয়া, এটা ৯৯% হতে পারে। এখানে যেই কথা গুলো লেখা আছে তার সাথে আমি একমত কেন না আমি একজন ছোট হার্ডওয়ার ইঞ্জিনিয়ার।

Fahim Islam



<https://www.youtube.com/watch?v=RslZYaf8URw&t=319s>

## **Comment-4**

Hasibur Rahman Tuhin Rooh Ibn Muhammad আমি  
ইসলামিক কোনো পোস্ট লিখতে বা কमेंট করতে গেলে ফোন  
ডিস্টার্ব করে। মানে একটা টাচ করলে লেখা উঠে আরেকটা।

Like · Reply · 1w



**R:M:** কमेंটগুলো পড়ে কি অবাক হলেন? কেউ অবাক হয়েছেন, আবার কেউবা  
হয়তো হাসছেন। হাসি পাওয়ারই কথা। নতুন কিছু শুনলে এবং তা সম্পর্কে ধারণা  
না থাকলে হাসি আসতেই পারে। তবে বিচক্ষণরা ঠিকই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।  
এগুলো নিয়ে গবেষণা করলে আপনারাও বুঝতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ। আর  
তাছাড়া অপবিজ্ঞানের ইতিহাস পড়লে, খুব সহজেই বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন।  
এবার সহজ একটি জিনিস দেখুন।



জাদুবিদ্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চারটি উপাদান ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো।

মাটি, আগুন, পানি ও বায়ু।



এবার এই একই লোগো উইন্ডোস লোগোতে মিলিয়ে নিন।



## আজুমা হিকারি: দাজ্জাল প্রদত্ত কৃত্তিম সঙ্গী (Wife)!

মনের মতো সঙ্গী খুঁজে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়! যাঁদের হৃদয় এখনো ফাঁকা বা সঙ্গী খুঁজে পেতে যাঁরা সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে জাপানের একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। ভিনক্লু নামের এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিচ্ছে হলোথ্রামের বউ।

ভিনক্লুর দাবি, তারা এমন এক সঙ্গী তৈরি করে দিচ্ছে, যে দিনের মধ্যে সময়-সময় খোঁজখবর নিয়ে বার্তা পাঠাবে, বাসায় পৌঁছালে মিষ্টি সম্ভাষণ জানাবে এবং মনভোলানো নানা কথায় সারাক্ষণ ভরিয়ে রাখবে। টিভি দেখার সময়ও সঙ্গ দেবে। মনের কথা বিনিময় করার যাবে তার সঙ্গে।



ঠিক বউয়ের মতো, তাই না? জাপানি এই বউয়ের নাম আজুমা হিকারি। বয়স ২০।

বাস্তব সঙ্গীর মতোই হিকারির পছন্দ-অপছন্দ আছে। পোকামাকড় একদম পছন্দ করে না হিকারি, কিন্তু ডোনাট আবার পছন্দ তার।

সকালে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া কিংবা অফিসে বা কাজে বেরোনোর সময় টুকিটাকি জিনিস সঙ্গে নিতে স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে হিকারি। সবই তো ঠিকঠাক, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হিকারি কেবল হলোগ্রামের বউ।

হিকারির নির্মাতা ভিনক্লু গত সপ্তাহ থেকে হিকারির ফরমাশ নিতে শুরু করেছে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি উচ্চতার একটি সিলিন্ডার আকৃতির প্রজেক্টরের মধ্যে পাওয়া যাবে হিকারিকে। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে এই যোগাযোগ রোবট কিনতে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশি টাকায় এর দাম প্রায় দুই লাখ টাকার মতো।

কেন দরকার হিকারিকে? হিকারির নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের দাবি, জাপানে সঙ্গীহীন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সংখ্যা প্রচুর। তাঁদের সঙ্গী হবে হিকারি একাকিত্ব ঘোচাবে।

ফলে উচ্চবিত্তদের বাজার ধরা সহজ হবে। জাপানের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি রিসার্চ এ বছরের সেপ্টেম্বরে গত পাঁচ বছরে দেশটির প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে তথ্য প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, দেশটির ৭০ শতাংশ অবিবাহিত পুরুষ ও ৬০ শতাংশ নারী কোনো সম্পর্কে জড়ান না। কিন্তু

তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভবিষ্যতে বিয়েতে আগ্রহী। তাঁদের মধ্যে ৪২ শতাংশ পুরুষ ও ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ নারী নিজেদের 'ভার্জিন' বলে দাবি করেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১০ সালের চেয়ে এ সংখ্যা গত কয়েক বছরে বেড়েছে।



১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছর এই সমীক্ষা চালাচ্ছে জাপানের ওই প্রতিষ্ঠান। তাদের দাবি, জাপানে সঙ্গীহীন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সংখ্যার হার বাড়ছে। ১৯৮৭ সালে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর হার ছিল যথাক্রমে ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ ও ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে দেশের জনসংখ্যার হার বাড়াতে ও বয়স্ক মানুষের সংখ্যা কমাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। হিকারির নির্মাতারা বলছেন, জাপানের বাজারে হলোগ্রাম বউ জনপ্রিয় হবে। তথ্যসূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ।



<https://www.prothomalo.com/life/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%89>

ওরাই সমস্যা সৃষ্টি করে আবার ওরাই ভ্রান্ত সমাধান নিয়ে আসে।

## Hegelian Dialectic - Problem, Reaction, Solution



একটি এজেন্ডা সবসময় প্রব্লেম→রিয়্যাকশান→সল্যুশন নীতিতে কাজ করে আসছে। তারা হেগেলিয়ান ডিয়ালেক্টিক অর্ডারে একটি দল একাধিক দল মত প্রতিষ্ঠা করে, যেটার একটিকে জনগনের কাছে ক্রমেই অশুভ, ক্ষতিকর আকারে উপস্থাপন করে, এতে করে সাধারণ জনগন যখন অন্যায় অনাচার অবিচারের

দুর্বিপাকে নাভিশ্বাস তোলে তখন ওই সুপারএজেন্ডা অপর আরেকটি দলকে দ্বার করিয়ে দেয় সল্যুশন হিসেবে এমন কিছুকে দেখানোর জন্য, যেটা ওই হায়ারার্কির শীর্ষে থাকা এজেন্ডারই আসল লক্ষ্য। জনগণ বিদ্যমান অনাচারের তুলনায় সেটার মাঝে স্বস্তি খুঁজে পায় এবং সেটাকেই সর্বোত্তম সমাধান হিসেবে দেখে। অর্থাৎ ওই একটি এজেন্ডা একাধারে সমস্যা সৃষ্টি করে জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নিজেরাই সমাধান দেখাচ্ছে।



**RM:** সারা পৃথিবীতেই আজ এই পলিসি এপ্লাই করা হচ্ছে। তাই নতুন নতুন সমাধান রুপি মতবাদগুলোকে (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মেডিটেশন, সাম্যবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি) খুব যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণ করা মুমিনের কাজ নয়। ভবিষ্যতেও এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত মতবাদ আসতেই থাকবে। এসবের মধ্যে অনেক গুলো আবার সম্পূর্ণ ইসলামের মোড়কে মোড়ানো থাকবে। সুতরাং খুব সচেতন হওয়া চাই।

## দাজ্জালের ডেমো জান্নাত আসগার্ডিয়া (Asgardia):



আসগার্ডিয়া – অদ্ভুত ভাসমান এক দেশ!

যারা আসগার্ডিয়া সম্পর্কে কিছুই জানেন না তারা একটু নড়ে চড়ে বসতে পারেন বৈকি! জ্বী ঠিকই পড়েছেন, আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো একটি ভাসমান দেশ!

প্রথমেই প্রশ্ন আসে এই দেশের নাম এরকম অদ্ভুত কেন? আদতে এই নামটি নেওয়া হয়েছে নর্স (NORSE) নামের একটি পৌরাণিক কাহিনী থেকে। যেখানে মহাকাশের একটি শহরের গল্প বলা হয়েছে, যার বাসিন্দাদের আসগার্ডিয়ান (ASGARDIAN) বলা হত এবং তাদের কাজ ছিল পৃথিবীকে রক্ষা করা! ২০১৩ সালে রাশিয়ার উত্তরপশ্চিমের একটি অঞ্চলে ভয়াবহ একটি উল্কাপিণ্ড আঘাতে সেখানকার ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসগার্ডিয়া নামের অস্বাভাবিক দেশটি বানানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ধরনের মহাজাগতিক আপদ থেকে পৃথিবীকে সুরক্ষা দেওয়া।

অ্যারোস্পেস ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টারের প্রধান এবং ইউনেস্কোর স্পেস সাইন্স কমিটির প্রেসিডেন্ট, খ্যাতনামা রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ড. ইগর আশুরবেলি প্রথম এই ধরনের চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নের মহাপরিকল্পনা করেন। তার পরিকল্পনা মতে তিনি

প্রথম পাঁচবছর দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন এবং পরবর্তীতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্ধারণ করা হবে। দেশটিতে একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন এমনকি দেশটির বর্তমানে ১৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সচল সংসদও রয়েছে।

আসগার্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই জাতিসংঘের কাছে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া চলমান হয়েছে। দেশটির বর্তমান প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল হিসেবে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ড. ইগর আশুরবেলির বক্তব্য অনুসারে মহাকাশে থাকা হাজার হাজার রকেট, মহাকাশযান এবং কৃত্রিম উপগ্রহের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অংশগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এইসব অংশ কোনভাবে পৃথিবীতে এসে আঘাত করলে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে! এছাড়াও অপকারী মহাজাগতিক কিরণ, গ্রহাণু, উল্কাপিণ্ড এবং ধুমকেতু পৃথিবীতে এসে এর ক্ষতিসাধন করতে পারে। তখন পৌরাণিক কাহিনীর মতই আসগার্ডিয়া আমাদের পৃথিবীর বডিগার্ড হিসেবে কাজ করবে।

১৯৬৭ সালের আউটার স্পেস ট্রিটি অনুযায়ী মহাকাশের যেকোনো বস্তুর ওপর সব রাষ্ট্রের সমান অধিকার রয়েছে। এজন্যই আসগার্ডিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে আপনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আবেদন করতে পারবেন এই (<https://asgardia.space/en/join>) ঠিকানায়! এছাড়াও দেশটির নিজস্ব একটি ওয়েবসাইটও (<http://asgardia.space/>) রয়েছে।



এরইমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি আবেদন করা হয়েছে বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন এবং তারপরেই আছেন বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তুরস্কের জগগণ। যুক্তরাজ্য আছে পাঁচ নম্বর অবস্থানে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী তথা বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের জগগণ আছেন আট নম্বরে। রজনীকান্ত উপাধি পাওয়া ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ রাশিয়া দশ নম্বর অবস্থানটি ধরে রেখেছে এবং আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান জানা সম্ভব হয়নি।



বলা হয়েছিল এক লক্ষ মানুষের আবেদন পাওয়ার পর জাতিসংঘের কাছে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি চাওয়া হবে যা ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে দেশটির সদস্যপদ পেয়েছেন প্রায় পাঁচলক্ষ মানুষ (৫,৩১,৮৪৬ জন) আর অপেক্ষমান তালিকায় আছেন প্রায় চব্বিশ হাজার (২৪,৫৭৭)।

আসগার্ডিয়া ঘোষণা দেয়া হয় ২০১৬ সালের ১২ ই অক্টোবর। ২০১৭ সালেই বিজ্ঞানী রা **ASGARDIA-1** নামের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানোর মাধ্যমে



আসগার্ডিয়া দেশটির গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন যা এরই মাঝে সম্পাদন করা হয়েছে। **ASGARDIA-1** হচ্ছে দেশটির রাজধানী।



আসগার্ডিয়া একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ এবং এর নাগরিকদের আসগার্ডিয়ান বলা হবে। দেশটি আন্তে আন্তে সময় নিয়ে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করা হবে। ২০১৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দেশটি তাঁর সংবিধান কার্যকর করে এবং ২৫শে জুন, ২০১৮ তে এটি একটি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আগামী সাত বছরের মধ্যেই দেশটিতে অর্থাৎ স্পেসে মানুষকে অধিষ্ঠান করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এই দেশটির আবির্ভাবের পিছনের আরো দুইটি লক্ষ্য হলো স্পেস কে মানুষের বসবাসযোগ্য করা এবং সাথে সাথে খুব সহজেই মানুষকে স্পেসে পাঠানো!

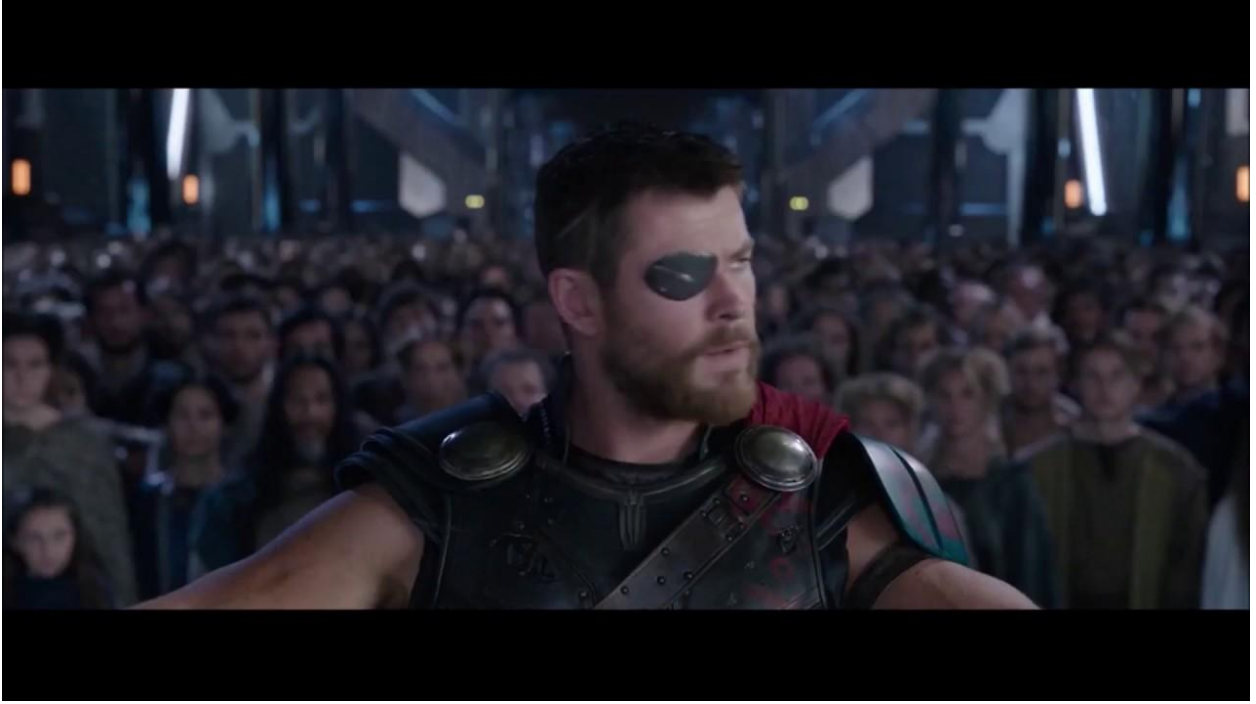
**ASGARDIA-1** স্পেস বা মহাকাশ থেকে তথ্য উপাত্ত আহরন করবে এবং নাগরিকত্ব পাওয়া মানুষদেরকে মহাকাশ সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী অবহিত করা

হবে তার সাথে সাথে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণও দেয়া হবে। দেশটির নাগরিকদের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকবে, একটি নাগরিকদের বর্তমান দেশের এবং অন্যটি আসগার্ডিয়ান। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরে প্রায় ৩৫০ থেকে ৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে বানানো হবে দেশটি এবং মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মত সকল কিছু সেখানে থাকবে। অর্থাৎ গল্প বা সিনেমায় দেখা পুরো একটি দল, সমাজ বা কমিউনটিকে নভোমন্ডলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। ধারণা করা হচ্ছে নাসার (NASA) পাঠানো স্পেস প্রোব (SPACE PROBE) VOYAGER-1 এর মতই এটি অনির্দিষ্টকাল ভেসে বেড়াবে মহাকাশে!

দেশটি অন্যান্য দেশকেও মহাকাশ সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত গবেষণায় সাহায্য করবে। এখানে ১৯৬৭ সালের আউটার স্পেস ট্রিটি অনুযায়ী সকল আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। ১২ টি মাসে আমরা বছরকে ভাগ করেই অভ্যস্ত, কিন্তু আসগার্ডিয়ানরা ১৩ টি ভাগে বছরকে ভাগ করবে! দেশটির কারেন্সির নাম সোলার (SOLAR). দেশটির প্রধান দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজি হলেও এটির আরও ১১ টি দাপ্তরিক ভাষা রয়েছে। স্পেনিশ, মন্দারিন, তুর্কি, ইতালিয়, রুশ, ফরাসি, আরবি, পর্তুগিজ, হিন্দি, জার্মান এবং ফার্সি ভাষাও এই দেশের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

দেশটির মোটো (Motto), “One Humanity, One Unity.”

R.M দাজ্জালের নির্দেশে কথিত মঙ্গোল গ্রহে (আসলে সেটা দুনিয়ার ভিতরেই কোনো একটি স্থান) এধরণের আরো অনেক গুলো শহর বা দেশ তৈরী করা হচ্ছে। অনলাইনে আপনারা অনেক আর্টিকেল ও ভিডিও পাবেন।



দেখলে ও পড়লে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। দাজ্জাল এই পৃথিবীটাকে বিভিন্ন উপায়ে জাহান্নাম (বসবাসের অনুপযোগী) বানিয়ে দিয়ে তার বান্দা দেরকে ওই জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবো। থর নামক একটি মুভিতে নাকি এমনটাই দেখানো হয়েছে। একচোখ বিশিষ্ট নায়ক পৃথিবীবাসীকে নিয়ে **আসগার্ডিয়া** চলে যাচ্ছে। এছাড়াও প্রজেক্ট রু বিম, হলোগ্রাফ সহ আরো অনেক মাধ্যমে সে ধোঁকা দিবো। আসগার্ডিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করতে পারেন।

<https://asgardia.space/en/page/resident-card>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Asgardia>

<https://roar.media/bangla/main/science/asgardia-the-space-country/>

## সউদী আরবের প্রযুক্তির শহর দ্যা লাইন : থাকবে কৃত্রিম মেঘমালা-চাঁদ, উড়বে গাড়ি।



### নামধারী মুসলিমদের জন্য দাজ্জালের জান্নাত

নতুন এক প্রযুক্তির শহর বানানোর কাজ এগিয়ে নিচ্ছে সউদী আরব। যার জন্য হাজার হাজার ডলার ইতোমধ্যে খরচ করে ফেলেছে তারা। বিলাসী জীবনের সব উপকরণ থাকবে এই শহরে।

সউদী আরবের কর্তৃপক্ষ একে বর্ণনা করেছে বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প হিসাবে।

লোহিত সাগরের তীরে গড়ে তোলা হচ্ছে সৌদি আরবের বিলাসবহুল শহর দ্যা লাইন। 'নিওম' নামের একটি প্রকল্পের আওতায় এই শহরের আকার হবে ১৭০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে।

শহরে থাকবে কৃত্রিম চাঁদ, থাকবে উড়ন্ত ট্যাক্সির ব্যবস্থা। বাড়িঘর পরিষ্কারের কাজ করবে রোবট। পুরো শহর হবে কার্বনমুক্ত।

কার্বনমুক্ত এই শহরে ১০ লাখের বেশি মানুষ বসবাস করতে পারবেন। শহরটি চলবে শতভাগ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি দিয়ে।

দু'হাজার আঠারো সালের অক্টোবরে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান সংবাদমাধ্যম ক্লমবার্গকে বলেছিলেন, নিওম শহরের প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবে শহরটির সব কাজ শেষ হবে ২০২৫ সালে।

লোহিত সাগরের তীরে নির্মাণ প্রকল্প 'নিওমের' আওতায় ২৬,৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা করছে সৌদি সরকার। সেই প্রকল্পের আওতায় দ্যা লাইন শহরটি তৈরি করা হচ্ছে।

যেসব প্রতিষ্ঠান শহরটি নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করছে, তাদের গোপনীয় কিছু কাগজপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, নিওম নামটি এসেছে গ্রিক ও আরবি নাম মিলিয়ে। গ্রিক শব্দ নতুন আর আরবি শব্দ ভবিষ্যৎ, এই দুই মিলিয়ে শহরের নাম রাখা হয়েছে নিওমা।

সৌদি আরবের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ১০,২৩০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে শহরটি তৈরি করা হচ্ছে। যার পেছনে খরচ হবে ৫০০ বিলিয়ন ডলার বা ৫০ হাজার কোটি টাকা।

তেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সৌদি সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য যে 'ভিশন ২০৩০' নিয়েছেন যুবরাজ মোহাম্মদ, তারই অংশ নিওম শহর।

নিওম ওয়েবসাইটে বর্ণনা করা হয়েছে, 'ভবিষ্যৎ এখানে নতুন ঠিকানা পেয়েছে।'

রাতের বেলায় পুরো এলাকা জুড়ে আকাশে থাকবে বিশাল কৃত্রিম চাঁদ। আসল চাঁদের মতোই সেই চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে থাকবে দ্যা লাইন শহর।

নিওম প্রকল্পে কৃত্রিম মেঘমালা তৈরি করার প্রযুক্তি থাকবে। এসব মেঘের ফলে মরুভূমিতে আরও বেশি মাত্রায় বৃষ্টি হবে।





শিক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে থাকবে হলোগ্রাফিক শিক্ষক, যেমনটা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর চলচ্চিত্রে দেখা যায়।

সেখানে জুরাসিক পার্কের মতো একটি দ্বীপ থাকবে, যেখানে রোবট ডাইনোসরের দেখা পাওয়া যাবে।

সৌদি কর্মকর্তারা বলছেন, মানুষজন সেখানে উড়ন্ত ট্যাক্সিতে চলাফেরা করবেন। কর্মকর্তারা বলছেন, ভবিষ্যতে মানুষজন আনন্দের জন্য গাড়ি চালাবেন, তাদের কাজের প্রয়োজনে গাড়ি চালাতে হবে না। বাড়িঘর পরিষ্কারের কাজ করবে রোবট।

সৌদি যুবরাজ চাইছেন, প্রযুক্তির দিক থেকে শহরটি হবে সিলিকন ভ্যালির মতো, বিনোদনের দিক থেকে হলিউডের মতো আর অবসর কাটানোর জন্য ফ্রেন্স রিভিয়েরার মতো।

লোহিত সাগরের সৈকতেও অনেক পরিবর্তন আনা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সেখানকার সৈকতগুলোয় কালো রঙের বালুতে ঢেকে দেয়া হবে।

শহরের নিওম বে নামে এলাকায় এর মধ্যেই নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে। একে বলা হচ্ছে প্রথম দফার প্রকল্প।

সৌদি প্রেস এজেন্সির তথ্য অনুসারে, নিওম বে-তে সাদা বালুর সৈকত থাকবে, আবহাওয়া হবে মনোরম আর বিনিয়োগের জন্য চমৎকার পরিবেশ থাকবে। এটা হবে অনেকটা আবাসিক এলাকার মতো।

এর মধ্যেই নিওম বিমানবন্দরের কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে সেটি স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই শহরের নিয়মকানুনও সৌদি আরবের অন্যান্য এলাকার তুলনায় আলাদা থাকবে বলে জানা যাচ্ছে। এখানকার আইনি ব্যবস্থা সরাসরি সৌদি বাদশার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

Source: <https://www.dailyinqilab.com>

## **ভূমধ্যসাগরে Horus-Eye Eco House:**

হাদীছের বর্ণনাকারী ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের লাঠি দিয়ে মিস্বারে আঘাত করতে করতে বললেন, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা। অর্থাৎ এখানে দাজ্জাল আসতে পারবে না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে লক্ষ্য করে বললেন, তামীম দারীর ঘটনা আমার কাছে খুবই ভাল লেগেছে। তার বর্ণনা আমার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে। বিশেষ করে মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে। শুনে রাখো! সে আছে শাম দেশের সাগরে (ভূমধ্য সাগরে) অথবা আরব সাগরে। আর নয়তো সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। এই বলে তিনি পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, “আমি এই হাদীসটি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে মুখস্থ করে রেখেছি”।  
(সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)



Spanish Architect Luis de Garrido, who specializes in sustainable building, designed Eco-House Horus to be completely energy, water, and food self-sufficient. As with his other projects, he relied on careful bioclimatic design to solve efficiency challenges.

The resulting dome-shaped house has no less than



25 bedrooms and five lounges. If the world ends, Campbell and Doronin and a few dozen of their lucky friends just might be able to survive.



হয়তোবা এটা দাজ্জালের রেস্ট হাউজ। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

## ইন্টারনেটের ভয়ংকর এক জগত: মারিয়ানা'স ওয়েব!

অনেকেই হয়ত মারিয়ানা'স ওয়েব এর নাম শুনেছেন, আবার অনেকে হয়ত শুনেনি। মারিয়ানা'স ওয়েব আসলে কি? আমরা কি মারিয়ানা'স ওয়েব সার্ফ করতে পারব? মারিয়ানা'স ওয়েব সার্ফ বা ব্রাউজ করা কি বৈধ?

সারফেস ওয়েব, ডীপ ওয়েব ও ডার্ক ওয়েব সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি। সারফেস ওয়েব হল আমরা গুগলে সার্চ করে সামনে যা পাই এবং সচরাচর আমাদের চোখে পড়া ওয়েবসাইটগুলোই এর অংশ।



ডীপ ওয়েব হল প্রতিটি ওয়েবসাইট এর ডাটাবেস-সিপেনেলা ডীপ ওয়েব আপনি তখনই ব্রাউজ করতে পারবেন যখন এর এক্সেস আপনার কাছে থাকবে। আর এটি গুগলে ইনডেক্স হয় না। আর ডার্ক ওয়েবও একই। আপনি তখনই ব্রাউজ করতে পারবেন যখন এর এক্সেস আপনার কাছে থাকবে এবং এটি গুগলে ইনডেক্স হয় না।



এখানে সবরকম অবৈধ কার্যকলাপ হয়। এখানে যেকেউ খুনি ভাড়া করতে পারে, মাদক এর পাচার/কেনাবেচা করতে পারে। আরও হয় পর্নোগ্রাফী, মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিক্রি ইত্যাদি সব অবৈধ কার্যকলাপ।

### মারিয়ানা'স ওয়েবঃ

যদি বলা হয় ডার্ক ওয়েব এর চাইতেও গভীর একটি ওয়েব রয়েছে, আর তখনই তা ব্রাউজ করা যাবে যখন সেই ওয়েবসাইট এর ঠিকানা আপনার কাছে থাকবে আরও থাকতে হবে সেই ওয়েবসাইটে ঢোকার চাবি। মারিয়ানা'স ওয়েব এতই গভীর যে এখানে ঢোকা সহজ কোন ব্যাপার নয়, খুবই কঠিন একটি প্রক্রিয়া। যেকেউ চাইলে প্রবেশ করতে পারবে না এই ইন্টারনেটের অন্ধকার জগতে।

এই মারিয়ানা নামটি এসেছে মনিয়ানা ট্রেঞ্জ থেকে। এই মারিয়ানা ট্রেঞ্জ হল প্রশান্ত মহাসাগর এর সবচেয়ে গভীরতম স্থান (গভীরতা প্রায় ১১ কি.মি)। এটি সমুদ্রের এমন একটি স্থান যা পুরো পৃথিবীর সবচাইতে গভীরতম স্থান। এই নাম থেকেই এর নাম হয়েছে মারিয়ানা'স ওয়েব।



এটা মানা হয় যে, সরকারের যতসব টপ সিক্রেট তথ্যগুলো আছে তা এখানে পাওয়া যায়। দুনিয়ায় সবচেয়ে রহস্যময় আর গোপনীয় কোন জিনিস যদি থাকে তবে সেসব এখানে পাওয়া যায়। আরও বলা হয় যে, "এটলান্টিস" সমুদ্রের নিচে এক কাল্পনিক দ্বীপ যেটি আছে, তার তথ্যও এই মারিয়ানা'স ওয়েবে আছে।

আরও বলা হয় যে, ইলুমিনাটি বা ইলুমিনাটিদের লোকদের (শয়তানের পূজারী) সাথে যোগাযোগ, এর ব্যবস্থা এই মারিয়ানা'স ওয়েবে আছে। তাই এই মারিয়ানা'স ওয়েব হল ইন্টারনেটের সবচেয়ে রহস্যময় ও গোপনীয় জায়গা। এর চাইতে রহস্যময় ও গোপনীয় ওয়েব আর নেই।

তো সরকার কী জন্য এটার বিরুদ্ধে কিছু করছে না? কেন এটাকে প্রকাশ করা হচ্ছে না? সরকার এই জন্য এটি করেনা কেননা, অনেক দেশের সিক্রেট তথ্য এই মারিয়ানা'স ওয়েবে আছে। মারিয়ানা'স ওয়েবে "হিউম্যান এক্সপ্রিমেন্টস" ও হয়ে থাকে এবং তার ডাটাবেসও সেভ করা হয় এখানে।

কয়েক বছর আগের কথা একজন ওয়েব ডেভেলপার ছিল যেকিনা ফ্রিল্যান্স কাজ করত। তাকে কেউ টাকা দিলে সে তার বিনিময়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দিত। এভাবে ওই ব্যক্তিকে একজন "আনন্যোন" লোক যার নাম "ফোর ফিফটি ডাব্লিউ" (হয়ত তার কোডনাম) ছিল, "রেডডিট" নামের ইন্টারনেট ফোরামে ভাড়া করল। ওয়েব ডেভেলপার জানত না যে এই লোকটি কো। কিন্তু সেই "আনন্যোন" লোকটি তাকে অনেক বেশী প্রাইজ অফার করল খুবই সাধারণ একটা কাজ করার জন্য।

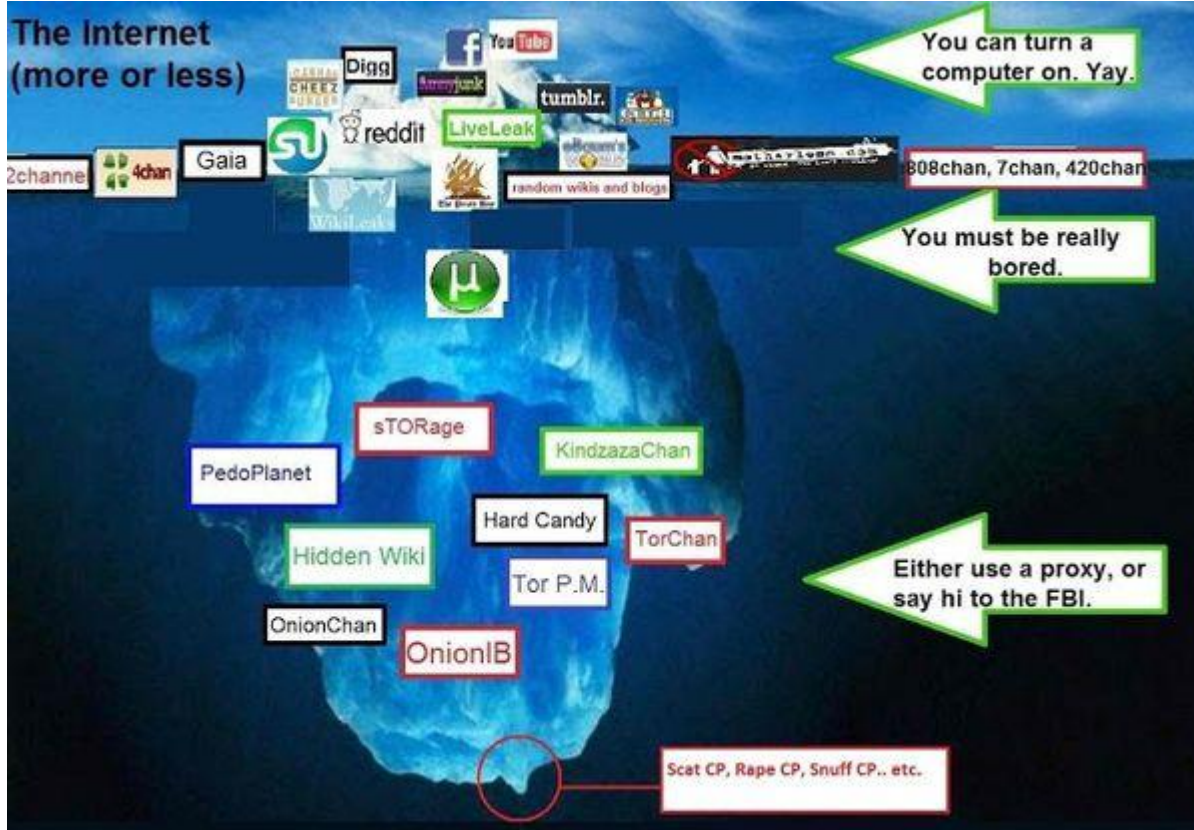
সে বলেছিল আমি আপনার থেকে নরমাল ওয়েবসাইট আমার সার্ভারে ডিজাইন করে নিব এর বিনিময়ে আপনাকে সপ্তাহে ৫০ হাজার ডলার দেব। তখন ওই ওয়েব ডেভেলপার এর মনে হল কোন স্ক্যাম বা এইরকম কিছু হবে হয়তবা কিন্তু তার টাকার দরকার ছিলো তাই সে অর্ডারটি নিয়ে নিল। তারপর সেই ওয়েব ডেভেলপার দিয়ে পার্সোনাল প্রাইভেট কোন সার্ভারে কাজ করানো হল।

সাধারণ একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করানো হল। শুধু ডিজাইন করিয়ে নেয়া হল কোনো কনটেন্ট দেয়া হল না। এভাবে ৯ সপ্তাহ সেই ডেভেলপার কাজ করেছিল। তারপর সেই ডেভেলপারের মনে ইচ্ছা জাগল জেনে নেয়ার যে সে কোন সার্ভারে কাজ করছে। তার কাছে ওই সার্ভার এর নির্দিষ্ট কোন এলাকার এক্সেস ছিল না তাই সে বুঝতে পারছিলো না যে কি করছে। তবে সে কিছু ফাইল ডাউনলোড করল ওই সার্ভার থেকে। কিছু ভিডিও ক্লিপ। আপনার মন দুর্বল হলে ভিডিও দেখা থেকে বিরত থাকতে পারেন। এই ক্লিপে কিছু বাইনারি কোড নির্দেশ করা হয়েছে। আর ভিডিও এর শেষে ডিকোড করে দেয়া হয়েছে, এতে করে বুঝতে পারবেন ওই বাইনারি কোড এর মানে কি ছিল।

<https://youtu.be/H1WDQ7ltUhA>

ভিডিওতে এসব বিষয় দেখে আপনি অবশ্যই একটু ঘাবড়ে গিয়েছেন। ধারণা করতে পারছেন মারিয়ানা'স ওয়েব কেমন এবং ভয়ঙ্কর একটি জায়গা। এখানে সাধারণ কোন এথিক্যাল বা হোয়াইট হ্যাট হ্যাকারের কোন স্থান নেই। একজন সাধারণ মানুষের মারিয়ানা'স ওয়েবে বেশি ঘাটাঘাটি বা ঢোকার চেষ্টা না করা এবং এসবের ভেতর না যাওয়াই ভালো।

আর এখানে আপনার কাজের কোনও কিছুও নেই। আর এসব কারনের জন্যই কেউ মারিয়ানা'স ওয়েব প্রকাশের জন্য কোন অভিযান করে না। সরকারের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপও নেওয়া হয় না। কেননা সরকারের অনেক গোপন তথ্য এখানে বিদ্যমান থাকে। বড় থেকে বড় হ্যাকারও এই মারিয়ানা'স ওয়েব নিয়ে কিছু করার আগে অনেকবার ভাবো। এটি ইন্টারনেটের একটি জায়গা যেখানে বিনা ঠিকানা, বিনা চাবিতে প্রবেশ অসম্ভব এটি ব্যাপার।



মারিয়ানা'স ওয়েবে ঢুকতে বা তার দখল করতে কোয়ান্টাম কম্পিউটারস এর প্রয়োজন হবে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটারও বলা যেতে পারে। এদের প্রোসেসিং স্পীড আমাদের সাধারন কম্পিউটার থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশী হবে। মানা হয় মাত্র ৪টি কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে সম্পূর্ণ আমেরিকার কম্পিউটার নিড'স পূরণ করা সম্ভব।

ডেইলি বাংলাদেশ/টিএএস

এবার ডার্ক ওয়েব নিয়ে আরো দুই ভাইয়ের দুটি মন্তব্য পড়ুন:

### Comment-1

ডার্ক ওয়েব গুলোতে স্নাগলিং , গুম খুন , যাদু টোনা , অস্ত্রোপাচার একদম সাধারন ব্যাপার ।

ডার্ক ওয়েব সার্চ ইঞ্জিনের সার্চ করলে এমন অনেক ওয়েব সাইট পাবেন । ডার্ক

ওয়েবে লাখ লাখ কেমন ওয়েবসাইট আছে। ডার্ক ওয়েব এর ওয়েবসাইট গুলো একটু বিদঘুটে হয় বলে ওয়েবসাইট গুলোর নাম দিতে পারলাম না।

তিন বিটকয়েন এর জন্য অনেক ওয়েবসাইট আছে আপনি যাকে হত্যা করতে চান তার ছবি তার কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিলে সাত দিনের ভেতর ওই লোকটি মারা যাবে। যে কোনভাবেই হোক উনি মারা যাবে। কিন্তু অবাক করার বিষয় ওই লোকটি প্রাকৃতিক ভাবে মারা যায় পোস্টমর্টেম করলো যেমন স্ট্রোক করে মাথায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, বাস-ট্রাক যেকোনো এক্সিডেন্ট, বা হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে মারা যায়। (ডেট নোট ওয়েব সিরিজ ছিল ওইটা মেবি এই ওয়েবসাইট থেকেই অনুপ্রাণিত)

আর আপনি যদি ডিপ ওয়েব পেরিয়ে মারিয়ানা ওয়েবে চলে যান তাহলে ব্যাপারটা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ওইখানে প্রত্যেকটি দেশের যত ইম্পরট্যান্ট ডকুমেন্টস, দেশের সরকার কি কি খারাপ কাজ করেছিল এই সবার ডকুমেন্ট ওইখানের সংরক্ষণ তাকে। মারিয়ানা ওয়েবসাইটে অ্যাক্সিস নিতে গেলে ইলুমিনাতি দের কাছ থেকে excess key নিতে হয়। পুরো মারিয়ানা ওয়েব টি ইলুমিনাতিরা কন্ট্রোল করে।

আপনি ইলুমিনাতির আনুগত্য প্রকাশ না করলে আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

## Comment-2

৭ দিনের ভিতরে মারার বিষয়টা জিন/ব্লাক মেজিক দিয়েই করা হয়।

এরকম একজন যাদুকর পরে বোধ হয় মুসলিম হয়েছেন। কারন তিনি শয়তানের সাহায্যে সবাইকেই মারতে পারতেন।

শেষে একজন কে মারতে পারেন নি, শয়তান অপারগতা স্বীকার করে, তার মনে হতাশা আসে, পরে বোধ হয় জানতে পারেন তিনি সে লোকটা মুসলিম ছিল।



বুঝেন ই ত আল্লাহর প্রটেকশন এ থাকার দরুন মারা সম্ভব হয় নি।

পরে উনারে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি হয় যেটার বাংলা ডাব ইউটিউব এ আছে।

**RM:** আশা করি ডার্ক ওয়েব, ডিপ ওয়েব, মারিয়ানা ট্রেঞ্চ ও মারিয়ানা ওয়েবের বীভৎসতা এবং এসব ক্ষেত্রে মানুষ রূপি কিছু শয়তান ও আসল জিনদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেলো।

## মারিয়ানা ট্রেঞ্চ: বিশ্বের গভীরতম স্থানের অজানা রহস্য।

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ নিয়ে মানুষের উৎসাহ বহু আগে থেকেই। প্রায় দেড় শ বছর আগে থেকে তোড়জোড় চলে আসছে এটির গভীরতা মাপার। ১৬৬৮ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জে কলোনি স্থাপন করল স্পেনীয়রা। কেবল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হলো না, স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের বিধবা স্ত্রী রানি 'মারিয়ানা অব অস্ট্রিয়া'র নাম ধার নিয়ে দ্বীপের নামকরণও তাঁরা করল 'মারিয়ানা আইল্যান্ড'। তবে ঔপনিবেশিক শাসকরা নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারেননি মারিয়ানা আইল্যান্ডের দ্বীপগুলোর পূর্বপার্শ্বের জায়গাটিই পৃথিবীর গভীরতম স্থান।

সুগভীর খাদটির অবস্থান প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক পশ্চিমে। দীর্ঘ গবেষণার পর আধুনিক বিজ্ঞানীরা জেনেছেন প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ে সমুদ্রের তলদেশে শত শত বছরে সংগঠিত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে তৈরি হয়েছে মারিয়ানা প্লেট। দ্বীপগুলোর অবস্থান এসব প্লেটের ওপরেই। আর দ্বীপের খুব কাছাকাছি হওয়ায় সবচেয়ে গভীর খাদ মারিয়ানা ট্রেঞ্চের নামও স্বাভাবিকভাবেই হয়ে গেছে রানি মারিয়ানার নামেই।



বিখ্যাত চিত্র পরিচালক জেমস ক্যামেরনের মারিয়ানা ট্রেঞ্চের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

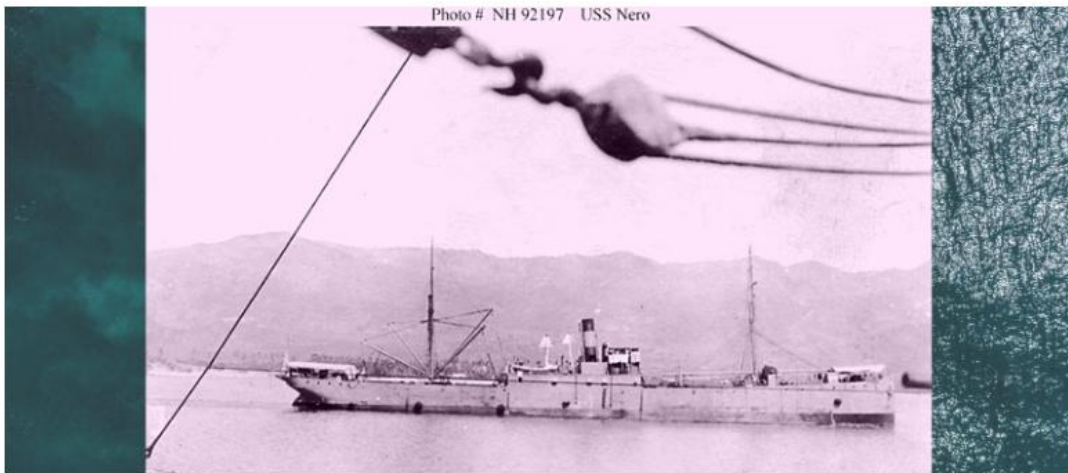
মারিয়ানা ট্রেঞ্চ নিয়ে মানুষের অপার উৎসাহ বহু আগে থেকেই। তবে এটির গভীরতা মাপার তোড়জোড় শুরু হয় প্রায় দেড় শ বছর আগে। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৬ সালের মে মাসের মধ্যে বেশ কয়েকবার 'চ্যালেঞ্জার

এক্সপিডিশন' নামের পরীক্ষামূলক অভিযানের মাধ্যমে গভীরতা মাপার চেষ্টা চালানো হয় খাদটির। এবড়ো-থেবড়ো বিশাল এই এলাকায় সেই আমলে সীমিত প্রায়ুক্তিক সুবিধা নিয়ে অভিযানটি সফল করতে সময় লেগেছিল কয়েক বছর। তখন জানা গিয়েছিল, খাদটির সর্বোচ্চ গভীরতা প্রায় ২৬ হাজার ৮৫০ ফুট। অভিযানের প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গের প্রাকৃতিক ইতিহাসবিদ এবং সামুদ্রিক প্রাণীবিজ্ঞানী স্যার চার্লস ওয়াইভিল থমসন। ১৮৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর অভিযান শুরু করা হয়েছিল ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলীয় শহর পোর্টসমাউথ থেকে। ক্যাপ্টেন জর্জ নারেসের নেতৃত্বে অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা।

১৮৯৯ সালে চালানো আরেক অভিযানে পাওয়া গেল নতুন তথ্য। মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রায় ৩১ হাজার ৬১৪ ফুট গভীর। বিজ্ঞানীরা সে আমলে খাদের গভীরতা মাপার জন্য ব্যবহার করেছিলেন বিভিন্ন ধরনের সাউন্ডিং মেশিন বা শব্দ উৎপাদক যন্ত্র।

১৯৩১ সালে সহজ এবং আগের তুলনায় নির্ভুলভাবে বিজ্ঞানীরা মাপার চেষ্টা করেন বিশ্বের সবচেয়ে গভীর স্থান আসলে কতটা গভীর। পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয় 'চ্যালেঞ্জার ২' নামের একটি জাহাজ। এতে চড়ে বিজ্ঞানীরা মারিয়ানা খাদে গভীরতা মাপেন 'ইকো সাউন্ডিং' বা 'প্রতিধ্বনি গ্রহণ' পদ্ধতিতে। সেই দুঃসাহসিক অভিযানে জানা গেল খাদটির সর্বোচ্চ গভীরতা ৩৫ হাজার ৭৫৭ ফুট। এরপর চালানো হয়েছে আরো অভিযান এবং ভুল প্রমাণিত হয়েছে আগের মাপা গভীরতাগুলো। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এখন জানেন\_মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রায় ৩৬ হাজার ৭০ ফুট গভীর।

এ পর্যন্ত মারিয়ানা ট্রেঞ্চে অনেক অভিযান চালানো হলেও চারটি ডুবজাহাজের অভিযান সফল বলে ধরা হয়।



*USS Nero, a steel steam collier, was built in 1895 as steamer Whitgift by J.L. Thompson and Sons, Sunderland, England*

জানেন কি?

\* খাদটি প্রায় ২ হাজার ৫৫০ কিলোমিটার (১ হাজার ৫৮০ মাইল) দীর্ঘ।

\* অবিশ্বাস্য হলেও সত্য চওড়ায় এটি মাত্র ৬৯ কিলোমিটার (৪৩ মাইল)।

\* এখনো পর্যন্ত খাদের সর্বোচ্চ গভীরতা জানা গেছে প্রায় ১১ কিলোমিটার (প্রায় ৩৬ হাজার ৭০ ফুট)! অবশ্য গভীর সাগরের তলদেশে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে এখনো রয়ে গেছে নানা সমস্যা। ফলে বিজ্ঞানীদের ধারণা খাদের গভীরতা আরো বেশি হতে পারে। সে জন্যই তাঁরা চালাচ্ছেন নিত্যনতুন অভিযান।

\* মারিয়ানা ট্রেঞ্চের সবচেয়ে গভীর অংশটি শেষ হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে 'চ্যালেঞ্জার ডিপ' নামের ভ্যালিতে গিয়ে। খাদের শেষ অংশে পানির চাপ এতটাই যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের স্বাভাবিক বায়ুচাপের তুলনায় তা ১০০০ গুণেরও বেশি! এ কারণেই এখানে স্বাভাবিকের চেয়ে পানির ঘনত্বও প্রায় ৫ শতাংশ বেশি।



\* খাদের সবচেয়ে নিচু জায়গা 'চ্যালেঞ্জার ডিপ' নামটি রাখা হয়েছে জলযান এইচএমএস চ্যালেঞ্জার-২-এর নাম থেকে নিয়ে। স্থানটির তাপমাত্রা এতই কম যে, বিজ্ঞানীরা বলেন সাগর তলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার স্থান এটিই।

\* কখনো হাইড্রোজেন সালফাইডসহ বিভিন্ন ধরনের খনিজ সমৃদ্ধ গরম পানিও বের হয় চ্যালেঞ্জার ডিপের ছিদ্রপথ দিয়ে। এগুলো প্রধান খাদ্য ব্যারোফিলিকজাতীয় ব্যাকটেরিয়ার। এসব ব্যাকটেরিয়াকেই আবার খায় শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় এমন কতগুলো ছোট ছোট জীব। এদের খেয়ে বেঁচে থাকে মাছেরা। এভাবেই সাগরতলের এত গভীরেও জীবনের চক্র কিন্তু ঠিকই চলতে থাকে, যেমনটি চলে সাগরের ওপর।

\* অতি ক্ষুদ্র কিছু ব্যাকটেরিয়ারও দেখা মেলে মারিয়ানা খাদে।

\* সাধারণত সমুদ্রতলের গভীরে মৃত প্রাণীর কঙ্কাল, খোলস জমা পড়তে থাকে। মারিয়ানার তলও আলাদা নয়। এখানকার পানির রং সে জন্যই খানিকটা হলুদ।

## ডেইলি বাংলাদেশ/টিআরএইচ

R:M: মারিয়ানা ট্রেঞ্চের আসল রহস্য বুঝতে নিচের স্ক্রিন শট গুলো দেখুন।

### মারিয়ানা ট্রেঞ্চ কি?

প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মারিয়ানা দীপপুঞ্জের প্রায় ২০০ কিলোমিটার পূর্বে রয়েছে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। এই খাতের সৃষ্টি হয় অধোগমন নামক এক ভৌগোলিক প্রক্রিয়ায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে সচল টেকটোনিক প্লেট গুলোর সংঘর্ষের কারণে ট্রেঞ্চ বা খাতগুলো গঠিত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের দৈত্যাকৃতির সচল প্লেটটি নবীন ফিলিপিন প্লেটের সাথে সংঘর্ষের ফলে ফিলিপিন প্লেটের নিচে চলে যায়। আর এভাবেই জন্ম হয় অতিকায় এবং গভীর মারিয়ানা ট্রেঞ্চের।

১৮০ মিলিয়ন বছরের পুরানো এই সীবেডকে অনেকে বলেন মৃত্যুপুরী। গ্রীক উপকথা অনুসারে দেবতারাজ জিউস এবং সমুদ্রের দেবতা পোসাইডনের আরেক ভাই মৃত্যুদেবতা হেডিস থাকতেন সমুদ্রের সবচেয়ে দুর্গম ও গভীরতম স্থানে। তাই এর আরেক নাম হ্যাডাল জোন।

দেবতাদের কথা আমরা ভালো করেই জানি যে, এগুলো হচ্ছে জীন। আর এরা হলো সমুদ্রের জীন। সুতরাং ঘুরে ফিরে কথা একটাই। সব রহস্যময় ও নিষিদ্ধ কর্মের সাথে জীন শয়তানের সম্পৃক্ততা আছেই।



দেবতা জিউস এবং হেডিস। গ্রীক পুরাণ মতে মৃত্যুদেবতা হেডিস এই রহস্য ঘেরা মারিয়ানা ট্রেঞ্চেই বসবাস করতো।

মারিয়ানা ট্রেঞ্চের সবচেয়ে গভীর অংশটি প্রশান্ত মহাসাগরের চ্যালেঞ্জার ডিপ নামের ভ্যালিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। খাতটির দক্ষিণ প্রান্তসীমায় অবস্থিত গুয়াম দ্বীপ থেকে ৩৪০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে পৃথিবীর গভীরতম বিন্দুটি। এর গভীরতা প্রায় ১১,০৩৩ মিটার।

## সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যাওয়া রহস্যময় আটলান্টিস শহরের কাহিনী:

### Article-1

আজ সমুদ্রের জলস্তর যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে বড় বড় মহানগর সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসে কিছু এমনও প্রাচীন শহর ছিল যেগুলি চিরদিনের জন্য সমুদ্রের গভীরে সমাধিস্থ হয়েছে। যাদের মধ্যে কিছু শহরের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন কিন্তু ইতিহাসে কিছু এমনও প্রাচীন শহর ছিল যেগুলি বৈজ্ঞানিক আর ঐতিহাসিকদের বহু প্রচেষ্টার পরে আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এমনই একটি ঐতিহাসিক শহর আটলান্টিস। যে শহরের সাথে শতাধিক কাহিনী জড়িত আছে। মনে করা হয় এই শহর এশিয়ার থেকেও বড় ছিল কিন্তু একদিন সমুদ্র এই শহরকে চিরদিনের জন্য গ্রাস করে নিয়েছে।



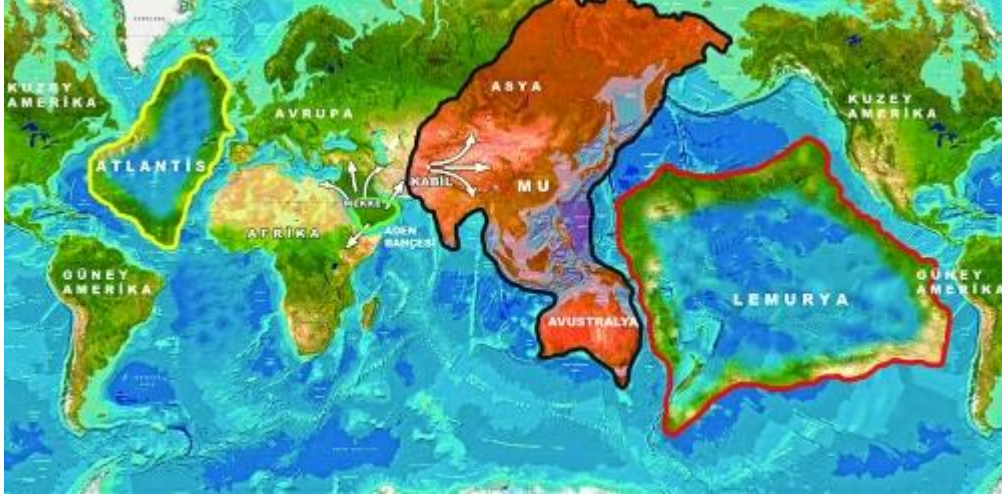
একটা সম্পূর্ণ শহর জলে নীচে ডুবে গেছে আর ঐতিহাসিকরা আজও ওই শহরকে আবিষ্কারের চেষ্টা করে চলেছে। গ্রীক সভ্যতার শহর আটলান্টিস যাকে অ্যাটলান্টিসের হারিয়ে যাওয়া শহরও বলা হয়ে থাকে। মনে করা হয় আটলান্টিক মহাসাগরের প্রাচীন শহর আটলান্টিস একটি দ্বীপে অবস্থিত ছিল। এই শহরের উল্লেখ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ প্লেটোর লেখা কাহিনী পাওয়া যায়। ৩৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্লেটো এই শহরকে সেই সময় পৃথিবীর সবথেকে সভ্য নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন।

সমুদ্রে ডুবে রহস্য হয়ে যাওয়া এই শহরকে পুরো ইউরোপ মহাদেশের কেন্দ্র মনে করা হয়। দার্শনিক প্লেটোর মতানুসারে বলা যেতে পারে অ্যাটলান্টিস আজকের দিনের সভ্য শহরগুলির মতই উন্নত একটি শহর ছিল। যেখানে বিলাসবহুল মহল আর ঐশ্বর্য মন্ডিত মন্দির ছিল। যেগুলি সোনা-চান্দি দিয়ে মোড়া ছিল। মন্দিরের দেওয়াল আর মূর্তি বহুমূল্য ধাতু দিয়ে তৈরি ছিল। প্লেটো একটি ভগবানের মূর্তি কথা উল্লেখ করেছেন। যেটি সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে মোড়া ছিল যেখানে আগে ঘোড়া দিয়ে টানা একটি রথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর এই মূর্তিকে সমুদ্রের দেবতার রূপে পূজা করা হত। বিভিন্ন সময় ঐতিহাসিকেরা দাবি করেছেন এই শহর আজও আটলান্টিক মহাসাগরে সমাধিস্থ আছে।

বিখ্যাত লেখক চার্লস বার্লিজ নিজের লেখা *the mistress of* অ্যাটলান্টিস গ্রন্থে আটলান্টিস শহরের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন আর এই শহর হারিয়ে যাওয়ার পেছনে বারমুন্ডা ট্রাইংগেলের মতোই কোনো রহস্যময় ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। বহু ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই শহর আজও সমুদ্রের গভীরে আছে আর তারা একদিন না একদিন এই শহরের অস্তিত্বকে খুঁজে পাবেন।



এত বছর পরেও বৈজ্ঞানিকেরা এই ঘটনার মূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি কেবল অনুমান করা হয়েছে যে সেই সময় ৫০০ থেকে ১০০০ এটম বোম ফাটার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যার কারণে এই শহরকে সমুদ্র গ্রাস করে নেয় আর এই গ্রাস এতটা বড় আকারে হয়েছিল যে আজও বৈজ্ঞানিকেরা এই শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি। আজ পর্যন্ত অ্যাটলান্টিস শহরের অস্তিত্ব কেবলমাএ দার্শনিক প্লেটোর কাল্পনিক চিন্তা মনে করা হয়। এই শহরের অস্তিত্ব আজও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ করতে পারেনি। কেননা আজও এই শহরের কোন অবশিষ্টাংশ সমুদ্র নীচে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।



এই শহরের ক্ষেত্রফল নিয়েও অনেক বৈজ্ঞানিক এই শহরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মনে করা হয় যে এই শহরের ক্ষেত্রফল এশিয়ার ক্ষেত্রফলের থেকেও বেশি ছিল। আর এই কথাটা শুনে মনে হতে পারে যে এটা তো অসম্ভব। এত বড় ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোন শহর আজকের দিনের আধুনিক টেকনিকের নজর থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে। দার্শনিক প্লেটোর কাহিনীতেও আটলান্টিক মহাসাগরের যে অংশে এই শহরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে সেখানে এত বড় জায়গা নেই যে এই বিশাল শহর গড়ে উঠতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে প্রশ্ন করা লোকেরা আজও হারিয়ে যাওয়া শহর আটলান্টিসের অস্তিত্বকে খুঁজতে লেগে আছে।

আটলান্টিস শহর শুধুই কি কল্পনা নাকি এই শহরের অস্তিত্ব বাস্তবেও ছিল ? আর যদি এই শহরের অস্তিত্ব সত্যিই ছিল তাহলে এই শহর কোন জায়গায় ছিল ? যে বৈজ্ঞানিকেরা আজও এই শহরের অস্তিত্বকে খুঁজে পাননি ।

## Article-2 (হারানো আটলান্টিস-রহস্য)

প্রায় ১০ থেকে ১১ হাজার বছর আগের কথা। প্রাচীন পৃথিবীতে আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে এক মহাদেশের অবস্থান ছিল। সহজ করে বললে, জিব্রাল্টার (আসল উচ্চারণ জাব-আল-তারেক বা তারেকের পাহাড়) প্রণালির পশ্চিমে ছিল মহাদেশটির অবস্থান, যার নাম আটলান্টিস। গ্রিক এ শব্দের অর্থ 'অ্যাটলাসের দ্বীপ'। আয়তনে এশিয়া মাইনর ও লিবিয়ার মিলিত আয়তনের চেয়েও বড় ছিল মহাদেশটি। সবচেয়ে বড় কথা, জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত, সভ্য আর ক্ষমতালব্ধী এক জাতির বসবাস ছিল আটলান্টিসে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সে সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল মহাদেশটি। শোনা যায়, প্রশিক্ষিত একটি সেনাবাহিনী থাকার কারণে আটলান্টিসের শাসকেরা বর্তমানের ইউরোপ আর আফ্রিকা পর্যন্ত তাঁদের শাসনক্ষমতা বিস্তৃত করেছিলেন।

### গল্পের শুরু যেখানে

গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব) লেখা ডায়ালগ *টিমিয়াস* ও *ক্রাইটিয়াস* আটলান্টিস সম্পর্কিত তথ্যের একমাত্র উৎস। এ সম্পর্কে প্রাচীন কোনো বইয়ে তথ্য নেই। অবশ্য প্লেটো এসব তথ্য পেয়েছিলেন

বিখ্যাত গ্রিক কবি ও অ্যাথেন্সের আইনসভার সদস্য সোলনের কাছ থেকে প্লেটোর জন্মের প্রায় ১৫০ বছর আগে মিসরের সেইস নগরে ভ্রমণ করেছিলেন সোলনা। সেখানেই নাকি এক পুরোহিতের কাছ থেকে আটলান্টিসের গল্প শুনেছিলেন কবি সোলনা। মিসরের সেই পুরোহিত নাকি তাঁকে মিসরের প্রাচীন এক মন্দিরে এ বিষয়ে লিখিত বিবরণও দেখিয়েছিলেন। সেখানে সোলন দেখেন, প্রায় নয় হাজার বছর আগে অ্যাথেন্সবাসী সম্মিলিতভাবে আটলান্টিসের শাসকদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মিসর ও অ্যাথেন্স রক্ষা করেছিল। পুরোহিতের কাছ থেকে পাওয়া এসব তথ্য কবি সোলন তাঁর নোটবইয়ে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।



সোলনের এ নোটবই পরিবারের হাত ঘুরে একসময় এসেছিল প্লেটোর হাতে। সেখান থেকেই আটলান্টিস সম্পর্কে লিখেছিলেন প্লেটো। সোলনের নোটবইয়ের ওপর ভিত্তি করে প্লেটো তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ‘পৃথিবীর শুরু থেকেই আটলান্টিসের অস্তিত্ব ছিল। অমর দেবতারা নিজেদের মধ্যে বিশ্বকে ভাগ করার সময় দেবতা পেসিডনের ভাগে পড়ে আটলান্টিস মহাদেশ। পেসিডন বিয়ে করেন মর্ত্যের

ক্লেইটোকে। ক্লেইটোর গর্ভে পেসিডনের পাঁচটি যমজ সন্তান জন্মে, যার একটির নাম অ্যাটলাসা। পরবর্তী সময়ে এ মহাদেশের শাসনকর্তা হন অ্যাটলাসা। প্রথম শাসক অ্যাটলাস দীর্ঘদিন এ মহাদেশ শাসন করেন। তাঁর নামেই মহাদেশের নাম হয় আটলান্টিস। অ্যাটলাসের অন্য নয় ভাই এই মহাদেশের অন্যান্য অংশে শাসন করতেন।’

এই পৌরাণিক কাহিনি ছাড়াও বই দুটিতে আটলান্টিসের অনেক খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন প্লেটো। যেমন এ মহাদেশে বছরে দুবার ফসল চাষ হতো। শীতকালীন ফসলের জন্য বৃষ্টিই ছিল ভরসা। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তারা ফসল ফলাত উন্নত সেচের মাধ্যমে এখানে পর্যাপ্ত ফসল, ফলমূল উৎপাদন হতো। সেখানে হাতি-ঘোড়াসহ নানা জীবজন্তুর ছিল অবাধ বিচরণ। ওরিক্যাল নামের এক অজানা ধাতু খনি থেকে উত্তোলন করা হতো। স্বর্ণের পরই ছিল ওরিক্যালের গুরুত্ব। আটলান্টিসে ছিল সুশিক্ষিত এক সেনাবাহিনী। কিন্তু কে জানত, এ মহাদেশ একদিন শুধুই কিংবদন্তিতে পরিণত হবে! হঠাৎ একদিন প্রবল ভূমিকম্প আর বন্যায় গভীর সমুদ্রে হারিয়ে যায় আটলান্টিস। এ রকম আরও অনেক অবিশ্বাস্য সব তথ্য আছে প্লেটোর উল্লিখিত বইয়ে। অন্য কারও লেখা হলে এসব বিবরণকে স্রেফ গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু লেখক স্বয়ং সক্রেটিসের অন্যতম শিষ্য আর অ্যারিস্টটলের গুরু মহামান্য প্লেটো। তাই বিষয়টিকে ধাপ্লাবাজি বলে বাতিল করা যাচ্ছে না। তাহলে?

## আটলান্টিস বিতর্ক

আগেই বলেছি, প্লেটোর লেখা বই-ই আটলান্টিস সম্পর্কিত তথ্যের একমাত্র উৎস। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্লেটো বই দুটিতে হঠাৎ করেই আটলান্টিসের গল্প অসম্পূর্ণ রেখেই থামিয়ে দিয়েছেন। তাতে এ মহাদেশ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি জন্ম হয়েছে অনেক রহস্যেরও। কেউই জানে না, প্লেটো মহাদেশটির অস্তিত্বে সত্যিই বিশ্বাস

করতেন নাকি অন্য কিছু অনেকে বলেন, প্লেটো আটলান্টিসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের যুক্তি, তা না হলে প্লেটো এ সম্পর্কে এত বিস্তারিত বর্ণনা দিতেন না। এদিকে অবিশ্বাসীরা এ যুক্তি বাতিল করে বলেন, বিষয়টি শুধুই কল্পনা। যেহেতু প্লেটো গল্প বলছেন, তাই সেটাকে তিনি ইচ্ছেমতো বড় করতেই পারেন। তার মানে এই নয় যে, আটলান্টিসের বাস্তবে অস্তিত্ব থাকতে হবে।



এসব বিতর্ক ছাড়াও এ গল্পের সময়কালও অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। সোলন তাঁর নোটবইয়ে লিখেছেন, ৯০০০ বছর আগে এ মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ সেটা মানবসভ্যতার পাথর যুগের প্রথম দিকের ঘটনা। কিন্তু পাথর যুগে গল্পে বর্ণিত এ রকম কৃষিকাজ, স্থাপত্য ও সমুদ্রজ্ঞান এককথায় অসম্ভব। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, আসলে সোলন মিসরীয় সংখ্যা সংকেত বুঝতে ভুল করেছিলেন। কারণ, মিসরে ১০০-কে ১০০০ হিসেবে লেখা হয়। সেটি সত্য হলে সোলনের সময় থেকে আসলে ৯০০০ নয়, ৯০০ বছর আগে অস্তিত্ব ছিল।



আটলান্টিসের। এ সময়কালটা হচ্ছে মধ্যবর্তী ব্রোঞ্জযুগ। এ যুগে আটলান্টিসের বর্ণিত সবকিছু বাস্তবে সম্ভব।

অবশ্য ৯০০ বছরের তত্ত্ব মেনে নিলে, আটলান্টিক সমুদ্রগর্ভে ডুবে যাওয়ার কিছু ভূ-প্রাকৃতিক প্রমাণও পাওয়া যায়। কারণ, গড়পড়তা প্রায় ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব আগে একটি বড় ধরনের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে একটি দ্বীপের অর্ধেক সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার প্রমাণ আছে। এ প্রমাণ হাতে নিয়ে গবেষকেরা হারানো আটলান্টিসের খোঁজে চষে ফেলেছেন আটলান্টিক মহাসাগর। তবে সবই বৃথা। এখন পর্যন্ত এর টিকিটিরও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তবু বিজ্ঞানীরা হাল না ছেড়ে এখনো সাগরতলে আটলান্টিস খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের দৃঢ় আশা, হারানো আটলান্টিস একদিন না একদিন খুঁজে পাওয়া যাবেই যাবে।



R:M: অ্যাটলান্টিস নিয়ে এরকম আরো অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এসবের ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও ইসলামে এসবের ব্যাখ্যা আছে, আলহামদুলিল্লাহ। ((যেমন মায়া সভ্যতা। এটাকে নিয়েও আছে দারুন রহস্য। আর এখন পর্যন্ত তা উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু ইসলামের ইতিহাস আছে সেহেতু আমরা এর রহস্য বের করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে এই আটিকেটি পরে দেখতে পারেন। মায়া সভ্যতা ও হজরত যুলকারনাইনের শান্তি প্রদান:

[https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2774631669528335\)\)](https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2774631669528335)

আমরা যদি এরকম একটি শহর (অ্যাটলান্টিস) বা মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল বলে ধরে নেই তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ এমন বহু দেশ বা মহাদেশকে সেসব অঞ্চলের অধিবাসীদের পাপাচারের কারণে আল্লাহ তায়ালা হয় ধসিয়ে (কওমে লুত আ:) দিয়েছেন, নয়তো ডুবিয়ে (কওমে নূহ আ:) দিয়েছেন, নয়তো সম্পূর্ণ ধ্বংস (কওমে সামুদ আ:) করে দিয়েছেন।

সুতরাং অ্যাটলান্টিসের ক্ষেত্রেও এমন কিছু হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন এরা কোন জাতি আর এটা কোন অঞ্চল ছিল? আর কেনইবা তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল? তবে আসল কথা হচ্ছে। কাফেররা এটাকে খুঁজে বের করার খুব চেষ্টা চালাচ্ছে। নিশ্চই কোনো রহস্য আছে। আর তাছাড়া আগামী পৃথিবীকেও তারা প্লেটোর নির্দেশনা ও এই অ্যাটলান্টিস শহরের আদলে তৈরী করতে চায়। আর তাইতো এটাকে খুব প্রমোট করা হচ্ছে।

## উপসংহার:

কিতাবগুলো যদিও সংকলিত। তবুও যথেষ্ট শ্রমসাধ্য কাজ ছিল। ২ খন্ডের বেশিরভাগ আট্টিকেলই ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় অনেকেই এগুলো থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা নিতে পারছিলেন না। আর সেজন্যই, আল্লাহর ইচ্ছায় যা কিছু সংগ্রহে ছিল সেসবকে একসাথে করে আপনাদেরকে হাদিয়া দিলাম।

এখানে যেসকল ভাইদের লিখা আছে, তাদের সবাইকেই আল্লাহ তায়ালা উত্তম বিনিময় দান করুন। আমাকেও আল্লাহ তায়ালা যেন কবুল করে নেন। এবং সবসময়ই যেন এখলাসের সাথে কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি, সেই দোয়াই আপনাদের কাছে চাচ্ছি। কিতাবটিতে ভুল ত্রুটি থাকা খুব স্বাভাবিক। তাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ইনশাআল্লাহ। এবং ভুল গুলো আমাকে জানিয়ে সংশোধনের সুযোগ করে দিবেন, বলে আশা রাখি। বিশেষ করে, কোনো আলেম সাহেব যদি নজর দেন তাহলে আরো বেশি নিশ্চিত হতে পারবো। তাই ওলামা হজরতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমার কথা এখানেই শেষ করছি। জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

**-THE END-**